বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

ট্রেইল বস

আবু মাহদী

সেবা প্রকাশনা

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

ট্রেইল বস

আবু মাহদী

ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনে ঘাসের রেঞ্জ লীজ নিয়েছে
ওরা—জো লারকিন্স ও ল্যুক পার্টিন।
তারপরই খুন হয়ে গেল লারকিন্স। নিজের দাবি
প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়ে গেল পার্টিন,
প্রতিপক্ষ তো বটেই, আইনও বিপক্ষে চলে গেল
তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল ও,
কিন্তু অধিকার আদায়ের শপথ ভুলল না।
অজানা-অচেনা নতুন জায়গায় একা, এত শত্রুর
বিরুদ্ধে কি করতে পারবে সে?
কেমন করে উদ্ধার করবে সব?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

ট্রেইল বস্

আবু মাহ্‌দী

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 8167 6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: শারমিন সিদ্দিকা

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ত্রিশ টাকা

TRAIL BOSS
A Western Novel
By ABU MAHDI

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ট্রেইল বস্

ওয়েস্টার্ন

ট্রেইল বস

আবু মাহদি

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী শ্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান।

খোন্দকার আলী আশরাফ : কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক,টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর।

বজলুর রহমান: বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনুর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনুর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

প্রিম রিজভী তৌহিদ: শেষ মার। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা।

টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল।

শেখ আবদুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু। **আবু মাহ্‌দী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

ফোর্ট রেনো ছাড়িয়ে আজ নিয়ে তিনদিন পশ্চিমে চলছে ল্যুক পার্টিন। ইন্ডিয়ান রেঞ্জের গভীরে পৌঁছে গেছে, তবু গন্তব্যের দেখা নেই। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, পেছন পেছন আসা গরুর পাল অস্থির, ওদের সামলে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে ক্রুরা। অনবরত মুখ খিস্তি, চিৎকার আর ছোটাছুটি করে ত্যক্ত-বিরক্ত সবাই। স্টিরাপে দাঁড়িয়ে ডানে-বাঁয়ে, সামনে তাকাল কাউবয়–না, দেখা নেই ল্যারি গোমসের। জো লারকিন্সের শ্যাক খুঁজে বের করার জন্য দুপুরের দিকে লোকটাকে আগে আগে পাঠিয়েছিল সে। পেমাস্টার ক্রীক আর কতদূর কে জানে!

আচমকা দিক পরিবর্তন করে উত্তর থেকে বইতে শুরু করল বাতাস। ল্যুকের পেছনে পালের আগে আগে চলতে থাকা ষাঁড়টা মাথা তুলে বাতাস শুঁকল, তারপরই পানির গন্ধ পেয়ে উত্তরে ঘুরে ছুটতে শুরু করল। ক্রুদের উপেক্ষা করল পেছনেরগুলোও, নেতাকে অনুসরণ করল। হাত তুলে ক্রুদের বাধা দিতে নিষেধ করল ল্যুক, পালের সাথে সাথে এগোতে থাকল নিজেরাও। একটুপর ঘন ঝোপের সারি পার হয়ে মুহূর্তের জন্য থেমে দাঁড়াল সবাই। সামনে দীর্ঘ এক ঢাল, নেমে গেছে ক্রীকে। পেমাস্টার ক্রীক।

গরুর পাল থামল না, পানির কিনারায় পৌঁছার জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল। ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে পরিচিত চিহ্ন খুঁজল ল্যুক। তখনই চোখ পড়ল এক রাইডারের ওপর, ক্রীক পেরিয়ে এদিকে

আসছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, তবু ছোটখাট লোকটাকে তার চিনতে অসুবিধা হলো না–ল্যারি গোমস। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তার মুখোমুখি হলো ও। 'পেয়েছ?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল লোকটা।

'কতদূর এখান থেকে?'

'মাইল চারেক।'

'জোর সাথে দেখা হয়েছে? এল না কেন সে?'

'শ্যাক পর্যন্ত যাইনি আমি।'

'সে কি!' অবাক হলো ল্যুক। 'যাওনি কেন?'

'অচেনা লোকজন দেখলাম শ্যাকে। কোরালেও বেশ কিছু ঘোড়া। ব্যাপারটা ভাল ঠেকেনি, তাই আড়াল থেকে যদ্দূর পেরেছি দেখেছি। কাছে যাইনি।'

চিন্তিত হলো পার্টিন। 'ভুল জায়গায় যাওনি তো আবার, ল্যারি?'

গম্ভীর হলো সে। 'জো যদি চিঠিতে গন্তব্য ঠিক ঠিক লিখে থাকে, তাহলে আমিও ঠিক জায়গাতেই গিয়েছি। সব মিলিয়ে দেখে নিয়েছি। এটাই পেমাস্টার ক্রীক। এই ক্রীকেরই একটা হেয়ারপিন বেন্ডের ওপর শ্যাক। ওটার পেছনে ওকের বাগান। আরও নিশ্চিত হতে চিঠির বর্ণনা মত এগিয়ে গিয়ে সল্ট লীকটাও দেখে এসেছি। আমার ভুল হয়নি, ল্যুক। ওটাই জো লারকিন্সের জায়গা অনেকক্ষণ বসে ছিলাম, কিন্তু তাকে একবারও দেখলাম না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে শেষে চলে এসেছি।'

অন্ধকারে বিভ্রান্ত ল্যুকের দিকে তাকাল সে। একটু থেমে আবার বলল, 'আমার মনে হয় আজ রাতের জন্য এখানেই ক্যাম্প করা ভাল। কাল সকালে যা করার কোরো।'

'ক্যাম্প না হয় করলাম,' চিন্তিত গলায় বলল কাউবয়। 'কিন্তু জোর সাথে তো দেখা করা উচিত। আমরা পৌঁছেছি, সে কথা

তাকে জানানো উচিত। তুমি দাঁড়াও, আমি ক্যাম্প করতে বলে আসছি।'

পালের কাছে ফিরে এসে র‍্যাঙলারকে ডাকল সে। 'স্পেন্স! আমরা এসে পড়েছি। রাতের জন্য তোমরা এখানেই ক্যাম্প করো। আমি ল্যারিকে নিয়ে যাচ্ছি জোর সাথে দেখা করতে। তোমরা সকালে এসো।'

খুশিতে আনন্দধ্বনি করে ছুটল র‍্যাঙলার অন্যদের খবরটা জানাতে। ল্যুক ফিরে এল ল্যারির কাছে। 'চলো, দেখে আসি গিয়ে।' অন্ধকারে পাশাপাশি চলতে শুরু করল দু'জনে।

এলাকাটা এক বিশাল ইন্ডিয়ান নেশনস রিজার্ভেশন। কোমানচি-কাইওয়া, শাইয়ান-আরাপাহো এবং চেরোকী সহ বিভিন্ন রেঞ্জে বিভক্ত। টেক্সাস থেকে কানসাস পর্যন্ত বিস্তৃত চিশোলম ট্রেইল সব ক'টা রেঞ্জকে যুক্ত করে রেখেছে। সরকারী ইন্ডিয়ান এজেন্টের অনুমতি ছাড়া এ অঞ্চলে সাদা মানুষের ঢোকা নিষেধ। ফোর্ট রেনোর ক্যাভালরি গ্যারিসন এজেন্সির পক্ষে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। তারপরও দেশের অর্ধেক ওয়ান্টেড লোক আইনের তাড়া খেয়ে এখানেই এসে আশ্রয় নেয়।

সাদারা কোম্পানি করে রিজার্ভেশনের সুবিধামত জায়গায় লাখ লাখ একর খাসজমি লীজ নিয়ে গরু চরানোর রেঞ্জ বানিয়েছে। প্রচুর ক্রু আর শক্তি দিয়ে সে সব রেঞ্জ আগলে রাখে তারা। শীতে যখন সারা দেশের পশু ঘাসের অভাবে প্রায় না খেয়ে থাকে, তখন এখানে লাখ লাখ টেক্সাস বীফ চরে বেড়ায়। পেট পুরে ঘাস খেয়ে শরীর মোটা তাজা করে। পরে মালিকেরা কাছের ডজ সিটি অথবা ক্যান্ডওয়েলের বাজারে নিয়ে ওগুলোকে চড়া দামে বেচে পকেট ভারী করে প্রত্যেক বছর।

ল্যুক পার্টিন ও জো লারকিন্স টেক্সাসে আলাদা আলাদা ট্রেইল

হার্ডিঙ করত আর স্বপ্ন দেখত একদিন ওদেরও রেঞ্জ হবে, ভাগ্য ফিরবে। অনেক ভেবে চিন্তে গত বছর ওরা পার্টনার হয়েছে। দু'জনের সমস্ত সঞ্চয় এক করে ফোর্ট রেনোয় এসেছে। ক'দিন পর ও ফিরে গেছে টেক্সাস, জো রয়ে গেছে লীজ নেয়ার অফিশিয়াল কাজ শেষ করবে বলে।

শীতের শুরুতে এক শাইয়ান সর্দারের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার একরের একখণ্ড জমি লীজ নিয়ে সেখানে শ্যাক আর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলেছে সে। তারপর ক'দিন আগে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে আসার জন্য ল্যুককে চিঠি পাঠিয়েছে। সেই চিঠি পেয়ে সমস্ত গরু, একটা চাক ওয়াগন আর পাঁচ ক্রু নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে। আজকের রাতটা পোহালেই ওদের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হওয়ার কথা। অথচ ল্যারি গোমসের কথা শুনে কেমন যেন খট্‌কা জাগছে মনে।

চেনা পথ ধরে অল্প সময়ে বড় এক ওকবনে পৌঁছে গেল ল্যারি। ঘোড়ার গতি কমিয়ে বলল, 'ওই দেখো, হেয়ারপিন বেন্ড। আর ওই যে সেই শ্যাক।'

দেখল ল্যুক। এবং বুঝল ঠিক জায়গাই সনাক্ত করেছে গোমস। ওটাই লারকিন্সের শ্যাক। ইয়ার্ডে চলে এল ওরা। শ্যাকের দরজা খোলা, ভেতরে আলো জ্বলছে। কোরালের পাশে ঘোড়া রেখে সেদিকে এগোল ও, ল্যারি পেছনে। কয়েক পা যেতেই আলোটা নিভে গেল, সেই সাথে পোর্চ থেকে কেউ বলে উঠল, 'কারা ওখানে!'

দাঁড়িয়ে পড়ল ল্যুক। 'জো কোথায়?'

কয়েক মুহূর্ত পর পাল্টা প্রশ্ন এল পোর্চ থেকে। 'কোন জো?'

'জো লারকিন্স। এটা তার শ্যাক।'

'তুমি কে কথা বলছ?'

ল্যুকের গলা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'মিস্টার, আমরা ভেতরে

আসছি। কথা বলতে চাই।'

পোর্চের লোকটা গলা নামিয়ে বলল, 'আলোটা জ্বালো, জেক।' তারপর এদিকে ফিরে বলল, 'আলো জ্বললে আস্তে আস্তে এসো তোমরা।'

আলো জ্বলে উঠল আবার। ল্যুক এগোল, দরজার কাছে থেমে ভেতরে তাকাল। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল ঘিরে পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে চোখে সন্দেহ নিয়ে। কার্ড খেলায় বাধা পড়েছে তাদের। শ্যাকের একদিকের দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা বাঙ্ক।

'জো লারকিন্স কোথায়?' সবার মধ্যে লম্বা-চওড়ায় বিশাল একজনকে প্রশ্ন করল ও।

জীর্ণ লিভাইস পরা লোকটা কোমরের দু'পাশে হাত রাখল। টাকভর্তি মাথার নিচে চওড়া, কঠিন মুখ তার। দৃষ্টি সতর্ক। বিড়বিড় করে বলল, 'জো লারকিন্স? এ নাম শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না। এটা রিজার্ভেশন ক্যাটল কোম্পানির লাইন ক্যাম্প।'

ধীরে ধীরে ভেতরে পা রাখল ল্যুক। কটন চেক শার্ট, রঙচটা লিভাইস, কালো সিল্কের নেকারচিফ, ধুলোয় মাখা স্টেটসন আর স্কাফড হাফ বুটে দেখতে সাধারণ লাগলেও ওর নড়াচড়ায় কর্তৃত্বের ভাব আছে। মেদহীন চওড়া হাড়ের ছয়ফুট লম্বা দেহ, ধূসর ভুরু-পাপড়ি-চোখ, সরু হিপ আর চিতানো বুকের সাতাশ বছরের যুবককে প্রথম দর্শনেই টেক্সাসের কাউবয় বলে চেনা যায়।

অনুসন্ধানী চোখে ঘরের চারদিকে তাকাল ও। একটা সিঙ্গল বাঙ্কের ওপর লগের দেয়ালে সাঁটানো কয়েকটা ছবির ওপর চোখ স্থির হলো। কয়েক পা এগিয়ে দেখল ভাল করে। ম্যাগাজিন থেকে কেটে লাগানো ছবি ওগুলো। ওর মধ্যে ছুটন্ত একটা সুন্দর ঘোড়ার আকর্ষণীয় ড্রয়িঙ আছে। লেজ-কেশর উড়ছে, পাগুলো শূন্যে।

ঘুরে মাথা কাত করে ছবিগুলো ইঙ্গিত করল ল্যুক। 'এগুলো কার?'

'আমার,' তাড়াতাড়ি বলল বিশালদেহী।

'চমৎকার ছবি। কি ঘোড়া এটা?'

'জানি না। দেখে ভাল লাগল, তাই কেটে লাগিয়েছি।'

'তুমি একটা মিথ্যেবাদী,' শান্ত, অথচ দৃঢ় স্বরে বলল ও। 'ওটার নাম, লেডি সেন্ট ক্লেয়ার। সান ফ্রান্সিসকোর একটা রেসের ঘোড়া। নয় বছর আগে একটা রেসে প্রথম হলে ম্যাগাজিনে ছবি বেরোয়। জো তখন সান ফ্রান্সিসকোয় ছিল। এ ছবি আমি বহুবার দেখেছি ওর টেবিলে।' লোকটার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকাল ল্যুক। 'কোথায় জো?'

দরজা থেকে একজন বলে উঠল, 'বস্, ওর সাথে কথা বলার দরকার নেই।'

'আমার লুকানোর কিছু নেই,' দৃঢ়ভাবে বলল টেকো লোকটা। ল্যুক পার্টিনের দিকে তাকাল। 'জো লারকিন্স মারা গেছে।'

'মারা গেছে?' শুকনো গলায় প্রতিধ্বনি তুলল ও।

'হ্যাঁ। ফোর্ট রেনোয় মেজর পার্কারের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো। ব্যাপারটা আর্মি তদন্ত করেছে। প্রায় তিন সপ্তা আগে আমার এক ক্রু সময় কাটাতে এখানে এসেছিল। সে-ই কোরালের গেটের কাছে তার লাশ প্রথম দেখতে পায়।'

লম্বা সময় চুপ করে থাকল ল্যুক পার্টিন, তারপর বলল, 'তুমি কে?'

'জেক হামফ্রে। রিজার্ভেশন ক্যাটল কোম্পানির ফোরম্যান।'

'জো লারকিন্সের জায়গায় কি করছ তোমরা?'

'এটা জো লারকিন্সের নয়। সে খুন হওয়ার পর এটা আমরা লীজ নিয়েছি। শ্যাকটা ছিল বলে এসে উঠেছি।'

ল্যারির চেহারা থমথমে হয়ে আছে। তাকে এক নজর দেখে নিয়ে ফোরম্যানের দিকে ফিরল ও। 'বেশি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ছোট্ট একটা ভুল করে বসেছ, হামফ্রে। লারকিন্সের যে একজন

পার্টনার আছে, সে খোঁজ নেয়ার দরকার মনে করোনি। আমি তার সেই পার্টনার।'

কৌতূহল ফুটল হামফ্রের চোখে। ল্যুক পার্টিনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'ব্যাপারটা প্রমাণসাপেক্ষ। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায়ও না।'

'তোমাদেরকে যখন ঘাড় ধরে এখান থেকে বের করে দেব, তখন বুঝবে কিছু আসে-যায় কি না। তারপর চীফ থান্ডার বুলের কাছে যেয়ো, সে তোমাকে প্রমাণ দেখিয়ে দেবে।'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটল হামফ্রের চওড়া মুখে। ডানে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'বুঝতে পারছি তুমি নতুন মানুষ, এদিককার ব্যাপার-স্যাপার কিছু জানো না।' একটা বাঙ্ক ইশারা করে বলল, 'বোসো।'

'না!'

দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে হীলের ওপর উঁচু হয়ে দোল খেল লোকটা। আয়েসী চেহারায় নিচু স্বরে বলল, 'কিচ্ছু করতে পারবে না তুমি। কারও সাহায্য পাবে না। এখানকার পলিটিক্স আলাদা। থান্ডার বুল লোকটা ভাল। তাকে টাকা দিয়ে এই জায়গাটা লীজ নিয়ে বসেছে জো লারকিন্স। কিন্তু আমি ওরকম আরও চীফকে হাজির করতে পারি, যারা বলবে–আমরা টাকার চেহারা দেখিনি। গোটা দশেক সাদা মানুষও হাজির করতে পারি, যারা ইন্ডিয়ানদের মধ্যে হুইস্কি পেডলিঙ করে বেড়ায়। তারা নিজেদেরকে ইন্ডিয়ান লীজিঙ এজেন্ট দাবি করে বলবে–জো তাদেরকে টাকা দেয়নি।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। 'আসলে এ জায়গা দাবি করে কোন লাভ হবে না তোমার। অবশ্য যদি যথেষ্ট লোকজন আর অস্ত্রশস্ত্র থেকে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। আছে নাকি সে সব?'

সবার ওপর চোখ বোলাল পার্টিন। অলস ভঙ্গিতে বলল, 'অত কিছুর দরকার পড়বে বলে মনে হয় না।'

'ওসব যথেষ্ট না থাকলে চেষ্টা করার কথা চিন্তা পর্যন্ত করতাম না আমি,' বিড়বিড় করে বলল হামফ্রে।

'আমি করব।' লিভাইস ওপরে টেনে উঠাল কাউবয়। 'আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলাম, এর মধ্যে নিজেদের সব কিছু নিয়ে কেটে পড়বে এখান থেকে। তারপর আর যেন তোমাদের কারও চেহারা না দেখি এখানে।'

হাসি হাসি ভাবটা মিলিয়ে গেল ফোরম্যানের চেহারা থেকে। দ্রুত আবার বলে উঠল পার্টিন, 'তোমার কাছ থেকে একটা বিষয় আমার জানার আছে, হামফ্রে, জোকে কে খুন করেছে?'

'রিজার্ভেশন ক্যাটল কোম্পানি করেনি, এতেই আমি সন্তুষ্ট।'

'আচ্ছা! দাঁড়াও, আগে তোমাদেরকে পাছায় লাথি মেরে এখান থেকে বের করে নিই, তারপর ওটাও দেখব!'

পেছন থেকে দরজায় দাঁড়ানো লোকটা চাপা হুঙ্কার ছেড়ে উঠল। সাথে সাথে নড়ে উঠল বিশালদেহী, ভারী পা ফেলে এগিয়ে এসে ওর ঠিক সামনে দাঁড়াল। নরম গলায় বলল, 'কথায় মনে হয় মহা ওস্তাদ লোক তুমি। দেখি তো একবার বাজিয়ে...' কথা শেষ করার আগেই তার মুখ লক্ষ্য করে ঘুসি চালিয়ে বসল।

মুখ ঘুরিয়ে বাঁচার চেষ্টা করল কাউবয়। ঘুসিটা চোয়ালের পাশে লেগে পিছলে গেল। পুরোপুরি না লাগলেও যেটুকু লাগল তাতেই চোখে সর্ষে ফুলের বাহার দেখল সে। পিছিয়ে গিয়ে লগে বাড়ি খেয়ে হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল ফ্লোরে।

ল্যারির হাত নড়ে উঠতে গেল, কিন্তু পিঠে পিস্তলের ব্যারেল চেপে বসায় থেমে গেল সে। চেহারা বিকৃত করে তেতো গলায় বলল, 'এ জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে, হামফ্রে।'

লাল চোখে তার দিকে কটমট করে তাকাল ফোরম্যান। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলল, 'ভাল চাইলে এই ফাজিল ছোকরাকে নিয়ে জলদি কেটে পড়ো! আর কখনও যেন এ তল্লাটে দেখি না

তোমাদের!'

পার্টিনের কাছে এগিয়ে গেল ল্যারি। টেনে দাঁড় করাল, হাঁটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল অন্ধকারে। ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডল ধরে দাঁড় করিয়ে দিল তাকে। ধীরে ধীরে পায়ের ওপর ভর রেখে সোজা হলো যুবক। মাথা ঝাড়া দিল বারকয়েক, তারপর ঘুরে আবার ঘরের দিকে পা বাড়াল নেশাগ্রস্তের মত।

ল্যারি ছুটে এসে পেছন থেকে তার হাত টেনে ধরল। 'যেয়ো না, ল্যুক!'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পরক্ষণেই আবার চলতে শুরু করল সে। ল্যারি বুঝল অপ্রিয় কাজটা না করলে উপায় থাকবে না আজ। ঝট্ করে পিস্তল বের করে উল্টো করে ধরল সে। দু'পা এগিয়ে জোরে মারল ওর কানের পাশে। বিনা প্রতিবাদে ঢলে পড়ল কাউবয়। তাকে ধরে টেনে এনে ঘোড়ায় তুলল সে। স্যাডলে আড়াআড়ি শুইয়ে নিচ থেকে হাত-পা বাঁধল ভাল করে। তারপর ঘোড়া নিয়ে ক্যাম্পের দিকে ফিরে চলল।

দুই

মাথায় প্রচণ্ড ব্যথার কারণে ভাল ঘুম হয়নি ল্যুক পার্টিনের। সারারাত জেক হামফ্রে আর তার দলবলকে তাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে সে, তাছাড়া পার্টনারের খুনের বিষয়টা নিয়েও চিন্তা করেছে ঘুরে ফিরে। অচেনা জায়গায় সাহায্য পাওয়া যে কঠিন সে কথা জানা আছে, তবু চেষ্টা করতে হবে, খুনীকে খুঁজে বের করে

শাস্তি দিতেই হবে। মনে পড়ল জোর শেষ চিঠির একটা লাইন–সব কিছু ঠিকমত চললে আগামী বছর ডার্লিঙটনের এক মেয়ে, টিনা হাওয়ার্থকে বিয়ে করব আমি। মেয়েটির সাথে দেখা করলে হয়তো এ ব্যাপারে কিছু জানা যাবে, ভাবল ল্যুক। ফোর্ট রেনোতেও খোঁজ নেয়া দরকার।

আটচল্লিশ ঘণ্টার ডেডলাইন শেষ হতে প্রায় দেড় দিন বাকি, সময়টা তাই খোঁজ-খবর নেয়া আর দরকারী কিছু কাজ করে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল ল্যুক। বেরিয়ে পড়ল ক্যাম্প থেকে। টিনা হাওয়ার্থের সাথে পরে দেখা করবে ঠিক করে আগে রেনোয় এল সে।

ক্যানাডিয়ানের দক্ষিণ তীরে এজেন্সি শহর ডার্লিঙটন, আর উত্তর তীরের মাইল দুই দূরে, উঁচুতে ফোর্ট রেনো। তার বিশাল আয়তাকার প্যারেড গ্রাউন্ডের চারদিকে বড় বড় সব পাথরের তৈরি বিল্ডিঙ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট। গ্রাউন্ডের চারদিক ঘিরে প্রশস্ত সড়কের পাশে সুন্দর করে লাগানো গাছের সারি। ল্যাম্প পোস্টও আছে।

প্যারেড গ্রাউন্ডের উত্তরে সারি সারি ব্যারাক। তার এক পাশে, পুবে সরে সাট্‌লার পোস্ট–গ্যারিসনের বেসামরিক ব্যবসা কেন্দ্র। অফ্ ডিউটি সোলজার বা সিভিলিয়ানদের ভিড় সারাক্ষণ লেগেই থাকে ওখানে। কাঠের প্রকাণ্ড দোতলা বিল্ডিঙটার নিচতলায় আছে একটা বড় জেনারেল স্টোর্স, সেলুন, রেস্তরাঁ আর বার্বার শপ। দোতলার পুরোটা হোটেল। বিল্ডিঙের একপাশে ফেন্সিং দেয়া ওয়াগন ইয়ার্ড, ফীড স্টেবল আর ব্ল্যাকস্মিথ শপ। ইয়ার্ডের মাঝখান দিয়ে পথের দু'ধারে টানা শেড। সেখানে ডজন খানেক বড় বড় ওয়াগনে মাল বোঝাই চলছে। চিশোলম ট্রেইল ধরে দেড়শো মাইল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে কানসাসের ক্যান্ডওয়েল যাবে ওগুলো। একপাশে লাল রঙের চাকাওয়ালা সুন্দর একটা বাগি

দাঁড়ানো।

সাট্‌লার পোস্টের ফীড অফিসের সামনে ঘোড়া থেকে নামল পার্টিন। তখন দুপুর হয়ে এসেছে। অফিসের প্রবেশপথে ঝোলানো বোর্ডটা পড়ল ও: হে অ্যান্ড ফীড, লিভারি রিগস্ ফর হায়ার। ভেতরে পা রেখে রোদে ধাঁধা লাগা নজর স্বাভাবিক হওয়ার জন্য দাঁড়াল সে। তখনই একটা নারী কণ্ঠ শুনতে পেল '...আর ছয় বস্তা কর্ন। বাবা বলেছে তোমার পৌঁছাতে দেরি দেখলে সব ঘোড়া কিন্তু এখানেই পাঠিয়ে দেবে। কাল আবার কোয়ার্টার মাস্টারের বীফ ডেলিভারি নেয়ার তারিখ।'

জবাবে একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল। 'তুমি একটু বোসো, মিস হপকিন্স। উইলের আজ ছুটি। দেখে আসি ওকে রাজি করাতে পারি কি না।'

ধাঁধা কেটে যেতে ভেতরে এক মেয়েকে দেখল ও। বয়স্ক, চোখে লোহার রিমের চশমা পরা ক্লার্ক লোকটা দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে ওকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'তোমার কি চাই, মিস্টার?'

'এক ওয়াগন কর্ন।'

ডেস্ক থেকে পেন্সিল আর নোটবুক নিয়ে এল ক্লার্ক। পাতা মেলে বলল, 'নাম-ঠিকানা...?'

নাম বলল ও।

'মাল কোথায় যাবে?'

'পেমাস্টার ক্রীকে। টার্কি ফোর্ড থেকে ক্রীক ধরে এগোলে প্রথম হেয়ারপিন বাঁক।'

চট্ করে চোখ তুলল ক্লার্ক। 'ওটা তো সার্কেল-আর এর একটা লাইন ক্যাম্প, তাই না?'

'ছিল।'

'তুমি ওটা কিনে নিয়েছ?'

'ওটা আমারই,' ল্যুকের গলায় কিছুটা ঝাঁঝ ফুটল। 'ওরা চলে যাচ্ছে।'

'ও, আচ্ছা। তা ওরা কি ওয়াগন পৌঁছাতে সাহায্য করবে?'

অবাক হলো যুবক। 'সাহায্য! ওদের সাহায্য লাগবে কেন? আমি তোমাকে অর্ডার দিচ্ছি তুমি পৌঁছে দেবে।'

ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল লোকটা। 'পার্টিন, সার্কেল-আর এর পাহারা ছাড়া মাল পৌঁছাতে চাইলেও পারব না আমি।'

মেজাজ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে লোকটাকে দেখল ও। বিড়বিড় করে বলল, 'বুঝলাম না।'

'আচ্ছা, বলছি। লীজ কার কাছ থেকে নিয়েছ তুমি?'

'ইন্ডিয়ান চীফ থান্ডার বুলের কাছ থেকে।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ক্লার্ক। 'ইন্ডিয়ান রেঞ্জ যারা বেন কানিঙের কাছ থেকে লীজ নেয়, মালামাল তাদের জায়গায় পৌঁছানোয় কোন সমস্যা হয় না। যারা তার কাছ থেকে লীজ নেয় না তাদের হয়। সার্কেল-আর অবশ্য সরাসরি ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে লীজ নেয়া। ওরা বড় কোম্পানি, প্রচুর লোকজন–ওদের কথা আলাদা। বেন কানিঙকে পাত্তা দেয় না যদিও, তবে প্রত্যেক ওয়াগনের সাথে যথেষ্ট পাহারা রাখে।'

একটু থেমে শ্রাগ করল সে। 'আমি যদি কোন ওয়াগন পাঠাই, তাহলে ওটা আস্ত থাকবে না।'

'এই ব্যাপার!' বিড়বিড় করল ল্যুক।

'হ্যাঁ। আমি দুঃখিত, পার্টিন। মাল নিতে হলে নগদ টাকা, ওয়াগন আর পাহারার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।' ওকে পাশ কাটিয়ে উঁচু গলায় উইলকে ডাকতে ডাকতে ইয়ার্ডে বেরিয়ে গেল সে।

মেয়েটি ওকে লক্ষ করছে খেয়াল হতে সচেতন হলো ল্যুক। হালকা পাতলা শরীর মেয়েটির। চুলের রঙ গমের মত, ঘাড়ের

কাছে আলতো করে খোঁপা করা। চেহারা দেখলে মনে হয় ওর অবস্থা উপভোগ করছে সে। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিল।

ওর দিকে এগিয়ে গেল ল্যুক। মাথা থেকে স্টেটসন নামাল। 'এখানে ঢুকে তোমার কথা শুনেছি আমি। তুমি কর্নের অর্ডার দিচ্ছিলে না?'

মাথা দোলাল মেয়েটি। 'হ্যাঁ।'

'তোমরাও কি কানিঙের কাছ থেকে লীজ নিয়েছ?'

'আমার বাবা আর্মি আর ইন্ডিয়ানদের বীফ কন্ট্রাক্টর। আমাদের লীজ নেয়ার দরকার পড়ে না।'

বিভ্রান্ত ল্যুক দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'লোকটা যা বলে গেল, তা কি সত্যি?'

'আমার তাই মনে হয়।'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল ও। গতরাতে জেক হামফ্রে যা বলেছিল, সে কথা খেয়াল হতে বলল, 'আচ্ছা, এই বেন কানিঙ লোকটা হুইস্কি পেডলারদের একজন হতে পারে না?'

'প্রমাণ ছাড়া বলি কি করে?' গম্ভীর স্বরে বলল মেয়েটি। 'বেন কানিঙ শাইয়ান রেঞ্জের এক বিরাট অংশের অলিখিত এজেন্ট। দারুণ প্রভাবশালী লোক। আমার ধারণা সে তার ব্যবসার স্বার্থে এইসব ফ্রেইটার আটকানোর ঘটনা ঘটায়। নতুন আসা লোকেরা যাতে তার কাছ থেকে লীজ নিতে বাধ্য হয়।'

'এ পথ থেকে তার সরে দাঁড়ানোর সময় হয়েছে।'

করুণার হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে। 'এমন চিন্তা কিন্তু আগেও অনেকেই করেছে।'

'তারা কোথায়?'

'এ অঞ্চলে নেই, এটুকু বলতে পারি।'

'তার মানে আমাকেও তাদের দলে নাম লেখাতে হবে বলছ?'

মাথা দোলাল মেয়েটি। 'তোমার জায়গায় আমি হলে ও প্রশ্ন করতাম না, আগেই সরে পড়তাম।'

ফিরে এসে ক্লার্ক মেয়েটিকে জানাল উইল রাজি হয়েছে ওয়াগন পৌঁছে দিয়ে আসতে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে সোজা বাগিতে চড়ে চলে গেল। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

একটু পর চিন্তিত ল্যুকও বেরিয়ে এল অফিস থেকে। বারটা চোখে পড়তে মাথা ব্যথার কথা খেয়াল হলো। এক গ্লাস হুইস্কি পেটে পড়লে মন্দ হয় না, ভাবল ও। ঘোড়া রেখে ভেতরে ঢুকল। নীল ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন ক্যাভালরি অফিসার, সিভিলিয়ান আর ইন্ডিয়ান পান করছে বসে। এগিয়ে গিয়ে কাউন্টারে পেট ঠেকিয়ে দাঁড়াল ও। হুইস্কির অর্ডার দিল। বার টেন্ডার বোতল আর গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে, এই সময় কারও ডাক কানে ঢুকল ওর, 'পার্টিন!'

ডান দিকে তাকাল ল্যুক। প্রায় ওর গায়ের সাথে লেগে দাঁড়িয়েছে হালকা শরীরের মাঝবয়সী এক লোক। নীল স্যুট পরা। দুই কনুই দিয়ে কাউন্টারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অযত্নে বেড়ে ওঠা গোঁপে মুখের অনেকটা ঢাকা। চকচকে কালো চোখের দৃষ্টি সতর্ক।

'হ্যাঁ,' বলল ও।

'আমি বেন কানিঙ।' হাত মেলানোর চেষ্টা করল না সে।

চট্ করে তার পেছনে তাকাল ল্যুক। দু'জনকে দেখল এদিকে কান পেতে বিরক্ত চেহারায় বারের আয়না দেখছে। নিজেও আয়নায় চোখ ফেলল ও। দেখল ঠিক পেছনের টেবিলে একজন বসা। অথচ ও যখন ঢুকেছে তখন ওটা খালিই ছিল। বুঝতে পারল বেন কানিঙ তৈরি হয়েই এসেছে।

গম্ভীর স্বরে বলল, 'ও। তা কি চাই?'

'জো লারকিন্স তোমার পার্টনার ছিল, তাই না?' ল্যুক নড করতে আবার বলল কানিঙ, 'মরার আগে একটা ব্যাপার উপেক্ষা করে গেছে সে। তুমি চাইলে ওটা ঠিক করে নিতে পারো।'

'সেটা কি?' ল্যুকের গলা নির্বিকার।

'তোমাদের লীজের টাকা সে দেয়নি।'

মৃদু হাসির ভঙ্গি করল কাউবয়। 'মানে, তোমাকে দেয়নি।'

'হ্যাঁ। আমি শাইয়ান আরাপাহো রেঞ্জের অর্ধেকটারও বেশি এজেন্ট। সে আমাকে পাশ কাটিয়ে ছোট এক চীফকে টাকা দিয়েছে। এখন ব্যাপারটার ফয়সালা না করে তুমি যদি ওই জায়গায় ওঠো, তাহলে কাউন্সিলের মতে সেটা অন্যায় করা হবে।'

তালু দিয়ে চোয়াল ঘষল ল্যুক। 'এবং আমার কর্নের ওয়াগন পৌঁছতেও অসুবিধা হবে না, এই তো?'

'যদি তুমি লীজের টাকা শোধ করো, হবে না।' বিড়বিড় করল কানিঙ।

বেখেয়ালে হুইস্কি ঢালতে গিয়ে গ্লাসটা কাত করে ফেলে দিল ল্যুক। চট্ করে কাউন্টার থেকে কনুই সরিয়ে নিল কানিঙ। তার আগেই খানিকটা হুইস্কি গড়িয়ে গিয়ে তার কোটের হাতা ভিজিয়ে দিয়েছে। বিরক্ত চেহারা হলো লোকটার।

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল ল্যুক। 'আহ্ হা, তোমার কোটটা নষ্ট করে ফেললাম যে!' পরমুহূর্তে একটা কয়েন কাউন্টারে রেখে তার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এটা রেখে দাও, কানিঙ। লীজ বলো আর কোট ধোলাইয়ের খরচ বলো, এটা ছাড়া আমার আর কোন টাকার চেহারা তুমি দেখবে না।' তাকে পাশ কাটিয়ে দৃঢ় পায়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল কাউবয়।

নদীর ওপারে এজেন্সি টাউন ডার্লিঙটনের দিকে চলছে সে। ফীড অফিসে দেখা মেয়েটির সাবধানবাণী আর বেন কানিঙের দেয়া প্রচ্ছন্ন হুমকি নিয়ে ভেবে কিছুটা উত্তেজিত। মনে হচ্ছে লীজ

টিকিয়ে রাখতে কঠিন লড়াই করতে হবে। জোর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করাও খুব সহজ কাজ হবে বলে মনে হয় না। ওই ব্যাপারে সন্দেহভাজনদের তালিকায় মনে মনে জেক হামফ্রের পাশে বেন কানিঙের নামটাও যোগ করল ও।

ইস্যু কোরালের পাশ দিয়ে এগিয়ে প্রশস্ত, কিন্তু প্রায় শুকনো ক্যানাডিয়ানের বুকে নেমে পড়ল ল্যুক। মাঝামাঝি যাওয়ার আগে পেছন থেকে একজোড়া ঘোড়া এগিয়ে আসার শব্দ শুনল। না তাকিয়ে নিজের ঘোড়া কিছুটা পাশে সরিয়ে নিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লাল চাকাওয়ালা সেই বাগিটা ওর পাশে এসে থেমে গেল। দেখাদেখি ও-ও থেমে তাকাল। দামী কাপড় পরা ভুঁড়িওয়ালা বয়স্ক এক লোক লাগাম হাতে ওকে দেখছে। তার পাশে বসা ফীড অফিসে দেখা সেই মেয়েটি।

হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা হাসিমুখে। 'পার্টিন! আমি জন হপকিন্স। সাটলার পোস্টের সেলুনে বসে তোমার সাহসের নমুনা দেখেছি আমি। খুব ভাল লেগেছে। বেন কানিঙের মত সাক্ষাৎ শয়তানের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর মত লোকের খুব অভাব এদেশে। তারপরও যদি কেউ দাঁড়ায় তাকে খুব শ্রদ্ধা হয় আমার। তোমার সাথে হাত মেলাতে চাই।'

অবাক হলেও হাত মেলাল ল্যুক। পাশে ইঙ্গিত করল লোকটা। 'আমার মেয়ে, লিসা।'

এবার কথা বলল ও। 'মিস্ হপকিন্সের সাথে দেখা হয়েছে আমার।'

'শুনেছি,' হপকিন্স বলল। 'ও বলল তোমার নাকি কর্ন দরকার?'

নড করল যুবক। 'লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে কাল সন্ধ্যায় পৌঁছেছি আমি। একটানা চলে আমার ঘোড়াগুলো কাহিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওগুলোকে ঘাস খাইয়েই রাখতে হবে।'

'কিছুদিন গেলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে,' তিক্ত গলায় বলল বীফ কন্ট্রাক্টর। 'সার্কেল-আর ছাড়া এ অঞ্চলে বেন কানিঙের মোকাবিলা করার সাহস কারও নেই। আমারও নেই। তবু তোমাকে সাহায্য করতে চাই আমি। এক গাড়ি কর্ন যদি তোমাকে পাঠাই, নেবে তুমি?'

'বাবা, কি বলছ তুমি!' ভীত গলায় সতর্ক করল লিসা। 'কানিঙ জেনে যাবে তো!'

'না, জানবে না। গোপনে পাঠাব।' ওর দিকে ফিরে বলল হপকিন্স, 'নেবে তুমি?'

আবার বাধা দিল মেয়েটি। 'ঠিকই জেনে যাবে, বাবা! এই লোকটার ওপর যেরকম খেপে আছে, তাতে সে কড়া নজর রাখবে। শেষে আমরা বিপদে পড়ে যাব।'

বিব্রত অবস্থায় পড়ল ল্যুক। অনিশ্চিত গলায় বলল, 'মিস হপকিন্স যখন ভয় পাচ্ছে তখন শুধু শুধু বিপদে জড়াবে কেন তুমি? পাঠিয়ো না।'

রেগে উঠল জন হপকিন্স। লাগাম জোরে ঝাড়া দিয়ে বলল, 'সাহায্য যখন করতে চেয়েছি তখন করবই। তুমি তৈরি থেকো, আমার একটা ওয়াগন ঠিকানা ভুল করে তোমার ওখানে পৌঁছে যাবে।' ছুটে চলে গেল বাগি।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ওটার চলে যাওয়া দেখল ল্যুক, তারপর হাল্‌কা করে স্পার দাবাল।

পুরোপুরি সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ডার্লিঙটনে পৌঁছল যুবক। মোটামুটি বড় আর ব্যস্ত শহর। প্রচুর ইন্ডিয়ান ঘোরাফেরা করছে মেইন স্ট্রীটে। সাদা মানুষও আছে, তবে তারা সংখ্যায় কম। একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে রাতের খাবার খেয়ে নিল ও। তারপর ওয়েটারের কাছ থেকে টিনা হাওয়ার্থের ঠিকানা জেনে নিয়ে বেরিয়ে এল।

এজেন্সির এক কর্মচারী ছিল মেয়েটির বাবা। গত বছর মারা গেছে সে। পুব দিকের স্ট্রীটে ছোট এক শ্যাকে থাকে। ঠিকানামত পৌঁছে ঘোড়া থামাল ও। পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে, অথচ শ্যাকে কোন আলো দেখা যাচ্ছে না কেন? ভাবতে ভাবতে বাইরে ঘোড়া রেখে গেট খুলে অন্ধকার ইয়ার্ডে ঢুকল ও।

বাইরে বসা ছিল টিনা হাওয়ার্থ, একজনকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল। কাছাকাছি হতে ল্যুক দেখল মলিন চেহারার সুন্দরী মেয়েটিকে। নিজের পরিচয় দিতে মেয়েটি তাকে পাশে বসার আহ্বান জানাল।

'আমি মাত্র গতরাতেই জোর কথা জেনেছি,' বলতে শুরু করল ল্যুক।

'আমিই তোমাকে লিখতাম, ল্যুক, কিন্তু জানতাম না কোথায় আছ। ঘটনাটা তিন সপ্তা আগে ঘটেছে,' বিষণ্ন গলায় বলল মেয়েটি।

'জানি জোকে ফিরে পাব না, তবু খুনীকে শাস্তি দেবই আমি,' দৃঢ় ভাবে উচ্চারণ করল ও।

'অথচ কষ্টের ব্যাপার হলো, কিছুই করতে পারবে না তুমি, তিক্ত স্বরে বলল টিনা।

রাস্তার সামান্য আলোয় মেয়েটির বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। কেবলই মনে হতে লাগল, এত অল্প বয়সের একটি মেয়ের মুখে এত বিষাদ মানায় না। 'বন্ধু, পার্টনারের খুনীকে ছেড়ে দেয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না,' সান্ত্বনা দেয়ার মত করে বলল ল্যুক। 'যত কষ্ট হোক, সময় যত লাগে লাগুক, খুনীকে আমি ধরবই ধরব। তুমি শুধু যা যা জানো আমাকে বলো। হয়তো কোন ক্লু পেয়ে যেতেও পারি।'

ওর দিকে ফিরল টিনা। অক্ষম ক্ষোভের সাথে বলল, 'ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি, ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের কারণে

অনেককেই সন্দেহ করা যায়!'

'কয়েকজনের নাম বলো।'

'এক নম্বরে রিজার্ভেশন ক্যাটল্ কোম্পানি। তোমাদের জমিটা ওদের দুটো রেঞ্জের মাঝখানে পড়েছে। তোমাদেরটা না পেলে ওদের পক্ষে নিজেদের সম্পত্তি দেখে শুনে পাহারা দিয়ে রাখা কঠিন। দুই, যারা বেন কানিঙের কাছ থেকে লীজ নেয় না, তাদেরকে উৎখাত করতে সবকিছুই করে সে।'

নড করল ল্যুক। 'আর?'

'শত শত যুবক শাইয়ান আছে যারা সাদা মানুষ দেখতে পারে না। সুযোগ পেলেই অত্যাচার উৎপীড়ন করে। কয়েকজন ভালমানুষ সর্দারের জন্য পারে না, নইলে সাদাদের বিরুদ্ধে অন্য ইন্ডিয়ান জাতিদের সাথে নিয়ে যে কোন সময় রায়ট বাধিয়ে বসত ওরা।'

'আর কেউ?'

'আছে। পশ্চিমের যত ওয়ান্টেড আছে তার অর্ধেকই তাড়া খেয়ে রিজার্ভেশনে এসে লুকোয়। তাদের যে কেউ একটা মাত্র দেশলাইর জন্য যে কাউকে অবলীলায় খুন করে ফেলতে পারে।'

বিহ্বল চোখে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল পার্টিন। ও যে মোটেই বাড়িয়ে বলেনি তা বেশ বুঝতে পারছে। নিঃশব্দ কান্নায় ওর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। মাঝে মাঝে চোখ মুছছে রুমাল দিয়ে। ল্যুক ভেবে পাচ্ছে না কি বলে সান্ত্বনা দেবে ওকে।

একটু পর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল টিনা, দেখাদেখি ও-ও উঠল। 'আ-আমি এ নিয়ে আর কথা বলতে পারছি না, ল্যুক। তুমি চলে যাও।'

'ঠিক আছে, আমি নাহয় কাল আবার আসব।'

তার বাহু চেপে ধরল মেয়েটি। 'আমি সে কথা বলিনি! আমি চাই তুমি এখান থেকে চলে যাও! এখানে থাকলে খুনীরা একদিন

তোমাকেও মেরে ফেলবে!'

হাত ছেড়ে ওর পাশ কাটিয়ে জোর পায়ে অন্ধকার ঘরে ঢুকে গেল মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ল্যুক। ধীরে ধীরে মন শক্ত করে নিল, জোর খুনীর পাওনা না চুকিয়ে এখান থেকে এক পা-ও নড়বে না।

বেরিয়ে এসে ঘোড়া নিয়ে ফিরে চলল রেনোর পথে। আজ সারাদিন যার সাথে ওর দেখা হয়েছে, মনে হয়েছে তারা সবাই কেমন যেন ভীত। পরিষ্কার করে কেউ কিছু বলতে চায় না। বিক্ষুব্ধ মনে ভাবল ও, এখন গ্যারিসনের আর্মি কমান্ডারের সাথে কথা বলতে হবে। দেখতে হবে সেখানে কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা এ ব্যাপারে। রাতে তাই গ্যারিসন হোটেলে থাকার সিদ্ধান্ত নিল ও।

সেখানে পৌঁছে সাট্‌লার পোস্ট পার হয়ে ওয়াগন ইয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে স্টেবলের দিকে চলল পার্টিন। ফীড অফিসের সামনে ঝোলানো লণ্ঠনের আলোয় লম্বা ইয়ার্ডের দু'পাশের শূন্য ওয়াগন শেডগুলো ভুতুড়ে লাগছে। স্টেবলের দরজায় দেরিতে আসা রাইডারদের জন্য আলো রাখা আছে। সেখানে ঘোড়া রেখে হোটেলে চলল।

ইয়ার্ডের পথ ধরে কয়েক পা এগোতে সন্দেহ হলো এদিকে কিছু যেন পরিবর্তন ঘটে গেছে। থমকে দাঁড়িয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল ল্যুক। খেয়াল হলো ফীড অফিসের সামনের লণ্ঠনটা জ্বলছে না আর। পরমুহূর্তে ভাবল, দরকার নেই মনে করে কেউ হয়তো নিভিয়ে দিয়েছে। শ্রাগ করে আবার চলতে শুরু করল। ঠিক তখনই দূরের স্ট্রীট ল্যাম্পের আলোয় একজনকে ইয়ার্ডের গেট দিয়ে ঢুকতে দেখল।

আরও দশ-বারো পা এগিয়েছে ও, অমনি ডানদিকের একটা শেডের নিচ থেকে ডেকে উঠল কেউ, 'পার্টিন?'

সাথে সাথে জমে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ল্যুক। সেদিকে দেখতে মাথা ঘোরানোর আগে মনে হলো এইমাত্র ইয়ার্ডে ঢোকা লোকটাও ডাকের শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তখনই বাঁদিক থেকে আরেকটা গলা বলে উঠল, 'ঠিকই আছে!' সাথে সাথে ডানদিক থেকে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। ওর নাকের সামনে দিয়ে শিস কেটে ছুটে গেল একটা বুলেট।

ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ল কাউবয়। হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করার সময় গেটের দিক থেকে চিৎকার শুনল, 'শেডের মধ্যে ঢুকে পড়ো, পার্টিন!' সাথে সাথে সেদিকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করল ল্যুকের বাঁদিকের লোকটা। গেটের কাছের লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ও-ও ক্রল করে বাঁদিকের ওয়াগন শেডের দিকে এগোল। ডানদিক থেকে তখন অন্ধের মত গুলি করে যাচ্ছে প্রথম লোকটা।

অন্ধকার শেডের মধ্যে ঢুকে পড়ল ল্যুক পার্টিন, এগিয়ে গিয়ে পেছনের দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল নিঃশব্দে। অস্ত্র উঁচিয়ে তৈরি। একটু দূর থেকে একটা ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ কানে আসতেই সেদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। ভয় পেয়ে ঘোড়াটা ছুটে শেডের বাইরে চলে গেল। আরোহীর সব চেষ্টা বরবাদ করে পালাতে চেষ্টা করল।

ডানদিকের শেডের নিচ থেকে গুলি ছোঁড়া বন্ধ করে দিল প্রথম লোকটা। এই সময় হঠাৎ গেটের দিক থেকে গানফ্ল্যাশ দেখতে পেল ল্যুক। সঙ্গে সঙ্গে আরোহীকে নিয়ে উল্টে পড়ল ঘোড়াটা। প্রথম লোকটা তখন গেটের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরিয়ে এল। গড়াগড়ি খেয়ে চিৎকার করতে থাকা ঘোড়াটার পাশে মুহূর্তের জন্য থেমে পড়ে যাওয়া সঙ্গীকে তুলে নিয়ে তীব্র গতিতে গেটের দিকে ছুট্ লাগাল।

ল্যুকও পেছন পেছন ছুটল গুলি করতে করতে। গেটের কাছ

থেকেও গুলি হচ্ছে, কিন্তু অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘোড়াটা দুই রাইডারকে নিয়ে।

কি ঘটেছে দেখার জন্য লোকজন ছুটে আসছে টের পাওয়া যাচ্ছে। অন্ধকার ফুঁড়ে একটা কাঠামো এগিয়ে আসতে দেখল ল্যুক। কাছাকাছি এসে কথা বলে উঠল কাঠামোটা, 'পার্টিন! ঠিক আছ তুমি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কে?'

'সে পরে জেনো। আগে শোনো,' দ্রুত বলল লোকটা। 'ওরা এসে পড়ছে, যা বলার আমি বলব। তুমি চুপ থেকো।' ঘুরে সামনে এগোল সে, ল্যুকও চলল তার পেছনে।

বেশ কিছু উৎসুক লোক এরমধ্যে ইয়ার্ডে ঢুকে পড়েছে। কেউ একজন ফীড অফিসের সামনের লণ্ঠনটা জ্বেলে দিতে নীল ইউনিফর্ম পরা এক আর্মি ক্যাপ্টেন এগিয়ে এল ওদের দিকে। ওরা দু'জন তখন মৃত ঘোড়াটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'কি হচ্ছে এখানে?' কর্তৃত্ব জাহির করতে কঠোর স্বরে বলল অফিসার।

উত্তর শোনার আশায় সঙ্গীর দিকে তাকাল পার্টিন। লাল মাথা এক যুবক পাঞ্চার সে। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে জীর্ণ পোশাক। মিষ্টি, সরল চেহারার লোকটা ড্যাম কেয়ার চোখে তাকিয়ে আছে অফিসারের দিকে। ওর থেকে ইঞ্চি খানেক খাটো হলেও তার গঠন চমৎকার মজবুত।

তাকে দেখে ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল। 'ও, আবার তুমি!'

মাথা দোলাল লাল মাথা পাঞ্চার।

'কিসের গোলাগুলি হচ্ছিল এখানে?'

পড়ে থাকা ঘোড়াটার দিকে হাত ইশারা করল সে। 'আমার ঘোড়া নিতে এসেছিলাম। গেট দিয়ে যেই ঢুকেছি, অমনি আকাশ

ভেঙে পড়ল। দুই গানম্যান অন্ধকারে সমানে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিল আমার দিকে।' ল্যুকের দিকে নড করে বলল, 'এ স্টেবল থেকে আসছিল, অবস্থা দেখে আমার পক্ষে অস্ত্র ধরে। বাধ্য হয়ে পালিয়ে গেছে ওরা।'

ক্যাপ্টেনের গরম চোখ ল্যুকের ওপর স্থির হলো। 'কে তুমি?'

অচেনা সঙ্গীর উপদেশ মনে রেখে শুধু নিজের নামটা বলল ল্যুক।

ওর কাছ থেকে আর কিছু শোনার আগ্রহ নেই ক্যাপ্টেনেরও, ঝুঁকে ঘোড়ার ব্র্যান্ড দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ততক্ষণে মরে গেছে পশুটা। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল অফিসার, 'সার্কেল-আর।'

লাল মাথা পাঞ্চারের দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ল্যুক, জবাবে আলতো করে মাথা নাড়ল সে।

ঘোড়া পরীক্ষা সেরে পাঞ্চারের মুখোমুখি হলো অফিসার। চেহারা কঠোর করে বলল, 'গত সপ্তায় ঝামেলা পাকানোর ব্যাপারে তোমাকে আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম না?'

মাথা দোলাল সে। 'দিয়েছিলে। তবে লুকিয়ে থেকে কেউ যদি কাউকে খুন করতে চায়, তার মোকাবিলা করাকে কি তুমি ঝামেলা বলবে, ক্যাপ্টেন?'

চোখ আরও মোটা করার চেষ্টা করল অফিসার। 'তোমাকে নিয়ে সমস্যা কি জানো, রেড ফ্রস্ট? তুমি যেখানে যাও ঝামেলাও তোমার পিছু নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয়। তোমাকে আবার সাবধান করছি, রেনোয় কখনও এসো না। এরপর তোমাকে দেখলে সোজা কানসাসে চালান করে দেব।'

ঘুরে দর্শকদের ভিড় ঠেলে চলে গেল সে। উত্তেজনা শেষ হয়ে গেল দেখে আস্তে আস্তে দর্শকরাও কেটে পড়তে থাকল একে একে। সবাই চলে যেতে পাঞ্চারের দিকে তাকাল কাউবয়। উৎসুক দৃষ্টি মেলে বলল, 'গুলির লক্ষ্য আমি ছিলাম জেনেও কেন

মিথ্যা বললে তুমি?'

'কারণ যে কাজে হাত দিয়েছ, তা শেষ করতে আর্মির সাহায্য তোমার দরকার হতে পারে। ওরাই এ এলাকার শান্তি রক্ষক। তোমার চেহারা দেখেই যদি ওরা ঝামেলা মনে করে আঁতকে ওঠে, তাহলে কাজ করতে অসুবিধা হবে। আমার বদনাম যা হবার তা তো হয়েছে, নতুন আর কিছু হওয়ার ভয় নেই। তাই তোমাকে চুপ থাকতে বললাম।'

'আমার কাজ সম্বন্ধে কি জানো তুমি?'

নিঃশব্দে হাসলা রেড ফ্রস্ট। 'তুমি জো লারকিন্সের পার্টনার। বেন কানিঙ ও সার্কেল-আর তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে, সবাই জানে সে কথা।'

'জোকে চিনতে তুমি?' ল্যুকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো।

'চিনতাম। গেল শীতে তার কাজ করেছি আমি। যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। আমাকেও তার পছন্দ হয়েছিল, তা বুঝতাম। খুন হবার ক'দিন আগে শ্যাকের কাজ শেষ হলে আমাকে সে বলেছিল তোমার কথা। বলেছিল, তুমি এলে আমাকে স্থায়ীভাবে কাজে রাখার ব্যাপারে তোমার সাথে আলাপ করবে।' থেমে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'জো তো চলে গেল, এখন এদিককার যা অবস্থা তাতে তুমিই বা ক'দিন টিকতে পারবে, কে জানে।'

'কেউ না জানুক, আমি জানি আমি থাকব,' দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করল ও। 'কারও ভয়ে আমার অধিকার আমি ছেড়ে দেব না। জোর খুনীকে খুঁজে বের করব, শাস্তিও দেব।' মুহূর্ত খানেক ভেবে নিয়ে পাঞ্চারের চোখে চোখ রাখল ও। 'কাজগুলো করতে আমার সাহায্য দরকার, তুমি থাকবে আমার সাথে, ফ্রস্ট?'

'খুশিমনে। কিন্তু আমার যে বদনাম আছে!'

'চিন্তা কোরো না, কাজে নামলে বদনাম আমারও ছড়াবে।' হাত বাড়াল ও। দু'হাতে ধরে ওটা ঝাঁকিয়ে দিল রেড ফ্রস্ট।

তিন

গ্যারিসনে রাত কাটানোর চিন্তা বাদ দিল ল্যুক পার্টিন, নতুন জোটা সঙ্গীকে নিয়ে ফিরে চলল পেমাস্টার ক্রীকে ছেড়ে আসা নিজের ওয়াগনের দিকে। এলাকার বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে বলতে চলল পাঞ্চার। শুনতে শুনতে ওর জেদ বাড়তে থাকল।

মাঝরাতের কিছু পরে অন্ধকার ক্যাম্পের কাছে পৌঁছল ওরা। দীর্ঘ ঢালের গোড়ায় ওয়াগনের দিকে এগোতেই আচমকা একটা হাঁক শুনল, 'কে যায়?'

'আমি, ল্যুক।'

'ও, আচ্ছা, ল্যুক।' ক্যাম্পের পাহারাদার আল্‌ফের গলা ওটা। 'একটু দাঁড়াও, আমি আগুন জ্বালিয়ে নিই।'

আগুনে পথ দেখে ক্যাম্পে এসে ঢুকল ওরা দু'জন। ক্যাম্পের অবস্থা লণ্ডভণ্ড। চারদিকে তাকাল ল্যুক, চাক ওয়াগনটাকে দেখল খানিক দূরে কাত হয়ে পড়ে আছে। বাক্সগুলো ভাঙাচোরা। খাবারের জিনিস, ক্যান, ময়দার স্যাকসহ সবকিছু ছড়ানো ছিটানো। পোড়া উলের গন্ধ নাকে ঢুকতে খেয়াল করল ক্রুরা সবাই শুকনো ঘাসের বিছানায় শোয়া। দু'জনে একটা করে কম্বল গায়ে দিয়ে আছে।

ওদের শব্দ পেয়ে ঘুম থেকে জেগে এগিয়ে আসছে সবাই। সবার আগে ল্যারি গোমস এসে সামনে দাঁড়াল।

তার ওপর চোখ পড়ল ল্যুকের। 'কি ঘটেছে?'

শান্ত গলায় বলল সে, 'তোমার প্রতিবেশীরা বেড়াতে এসেছিল।' তার সন্দেহভরা চোখ রেড ফ্রস্টের মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখায় ব্যস্ত। 'এ কে?'

'সব বলো আমাকে!' অধৈর্য গলায় বলল ও। 'সার্কেল-আর হামলা করেছে?'

নড করল সে। 'সন্ধ্যার পর এসেছে ওরা, দশ-পনেরো জন হবে। তোমাকে খুঁজছিল। তোমার পাগলামির নাকি চিকিৎসা করবে। তারপর আমাদের ওপর অস্ত্র তাক করে এই অবস্থা করেছে ক্যাম্পের। যাওয়ার সময় বলে গেছে এরপরও যদি আমরা "ওদের" রেঞ্জ ছেড়ে না যাই তাহলে চরম দুর্ভোগ আছে কপালে।'

ততক্ষণে ক্রুরা সবাই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বয়সে সবার ছোট বলে আল্‌ফকে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। কুক, ফিচ গাওয়ান, হেনরি, মিচ আর স্পেন্স, ওরা মাঝবয়সী, এসবে মোটামুটি অভ্যস্ত। চেহারা ভাবলেশহীন ওদের।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কাউবয়। স্যাডল থেকে নেমে শান্ত গলায় বলল, 'স্পেন্স, যাও ঘোড়া তৈরি করো গিয়ে।' তারপর ওটিকে জিজ্ঞেস করল, 'গুলির বাক্স নিয়ে যায়নি তো ওরা?'

'না।'

ক্রুদের দিকে তাকাল এবার। 'আমি আমার শ্যাকের দখল নিতে যাচ্ছি। কাজটায় ঝুঁকি আছে, তাই তোমরা যদি না যেতে চাও সে কথা এখনই বলো।'

আলফ্ বলে উঠল, 'ল্যুক, আমরা মোটে সাতজন। ওরা বলে গেছে ওরা নাকি কুড়িজন।'

'সাতজন নয়, আমরা আটজন।' রেড ফ্রস্টকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি খেয়াল হতে কাজটা তখনই সারল ও। তাকে কেউ পছন্দ করল কি না বোঝা গেল না, কারণ কেউই তার সাথে হাত মেলাল না, বা 'হাউডি' ও বলল না।

আসলে কেউ কোন কথাই বলল না। মিনিটখানেক পর নীরবতা ভেঙে আবার বলে উঠল ল্যুক, 'কি হলো, তোমরা কেউ কিছু বলছ না যে? আলফ্, তুমি কি করবে, যাবে আমার সাথে, না ফিরে যাবে?'

সবার দিকে তাকাল ছেলেটা, তারপর দুর্বল গলায় বলল, 'সবাই তোমার সাথে গেলে আমিও যাব।'

'তাহলে গুলির বাক্স ভেঙে ওগুলো বের করো গিয়ে। আমরা রওনা হব।'

ভোর হওয়ার এক-দেড়ঘণ্টা আগে বেরিয়ে পড়ল ওরা। জিনিসপত্র যা উদ্ধার করতে পারল, খুঁড়িয়ে চলা চাক ওয়াগনে ভরে নিল। অগভীর জায়গা দেখে ক্রীক পার হয়ে উত্তর পাড় ধরে এগোতে থাকল। পুবের আকাশ ফর্সা হওয়ার আগেই জায়গামত পৌঁছে গেল দলটা। শ্যাকের পেছনে গভীর বনে ওয়াগন লুকিয়ে রেখে কুককে ওটার পাহারায় থাকতে বলল ল্যুক। অন্যদেরকে নিয়ে ওক গাছের আড়ালে আড়ালে দাঁড়াল রেড। ও দাঁড়াল কোরাল আর শ্যাকের মাঝখানের একটা গাছের পেছনে।

দিনের আলো ফুটতে শ্যাকের লাগোয়া কিচেনের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উড়তে দেখল ওরা। মানুষের গলার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে ঘরের মধ্যে থেকে। অল্পক্ষণ পর একজনকে দেখল ল্যুক, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বেরিয়ে এসে কোরালের মধ্যে ঢুকল। একটু পর দু'জন-তিনজন করে বেরিয়ে এল ক্রুর দল, কোরালের দিকে যেতে শুরু করল।

নবম ও শেষ লোকটা সঙ্গীদের ধরার জন্য শ্যাক থেকে বেরিয়ে ছুট্ লাগাতেই রেড ফ্রস্টের দিকে তাকাল ল্যুক পার্টিন। মোটা একটা ওকের গোড়ায় উপুড় হয়ে আছে সে। ওকে তাকাতে দেখে নড করল।

রাইফেল তুলল পার্টিন। হাঁটতে থাকা পাঞ্চারের গোড়ালির

ফুটখানেক দূরে সাইট ঠিক করে ট্রিগার টিপে দিল। নিস্তব্ধ ভ্যালিতে বিকট প্রতিধ্বনি তুলল আওয়াজটা, ছুটে গিয়ে মাটিতে ঢুকে পড়ল বুলেট।

পাঁই করে ঘুরে গেল পাঞ্চার। বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়েছে। বড় বড় চোখ করে পেছনের বনের দিকে দেখছে। অন্যদিক থেকে আলফ্ গুলি করল একটা। আর দাঁড়াতে ভরসা হলো না লোকটার, ঘুরেই ছুট্‌ল কোরালের দিকে। রেড ফ্রস্ট আর স্পেন্সও একটা করে গুলি ছুঁড়ে লোকটার ছোটার গতি বাড়িয়ে তুলল। কেউ একজন কোরালের দিক থেকে চিৎকার করে কিছু বলল, পরক্ষণে বেড়ার ওপর দিয়ে মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করল চারজন। সঙ্গে সঙ্গে ল্যুকের দলের সব ক'টা রাইফেল একসাথে গর্জে উঠল, চট্ করে গায়েব হয়ে গেল মাথাগুলো।

একটু পর কোরালের দিক থেকে গুলির জবাব আসতে শুরু করল। তবে রাইফেলের নয় দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বাগানে ফিরে এল ল্যুক। তারপর দূর দিয়ে ঘুরে এগোল শ্যাকের দিকে। আড়ালে আড়ালে কিচেনের কাছে চলে এল। কুককে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ওপাশ থেকে নিয়মিত গুলি চলছে, কোরাল বা বার্নে যারা আছে, তাদের সেখানেই আটক রেখেছে ওর সঙ্গীরা। শ্যাকের দিকে খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ল্যুক, কিন্তু কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না বা গুলিও করল না কেউ। রাইফেল রেখে পিস্তল বের করে নিল ও।

দম বন্ধ করে একশো ফুটমত খোলা জায়গাটা একছুটে পেরিয়ে এসে কিচেনে ঢুকল। শূন্য কিচেন, কুক নেই। পা টিপে টিপে ভেড়ানো দরজা ঠেলে শ্যাকের কামরায় চলে এল। দেখল পেছনের দেয়ালের আড়াল থেকে জানালার ঝাঁপ উঁচু করে ধরে রেখেছে কুক, ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে ফোরম্যান হামফ্রে। রাইফেল তাক্ করছে বাইরে। দূরে গাছের আড়ালে আড়ালে রেড ফ্রস্টকে

ক্রল করে অবস্থান বদল করতে দেখতে পেল পার্টিন। নিশানা ঠিক করে ফোরম্যান যেই ট্রিগার টিপতে যাবে, অমনি গুলি করল ও। ঠক্ করে বিঁধল ওটা লগের দেয়ালে।

আঁত্‌কে উঠে ঝাঁপ ছেড়ে দিল কুক। ঝট্ করে পেছনে ফিরে কোল্টের ব্যারেল দেখে স্থির হেয় গেল দু'জনেই।

হামফ্রের চোখে চোখ রাখল ল্যুক পার্টিন। 'ওটা ফেলে দাও!'

আদেশ অমান্য করার পরিণতি ভেবে দেখল লোকটা, তারপর অবস্থা সুবিধার নয় বুঝে রাইফেল ছেড়ে দিয়ে হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়াল।

'এভাবে পার পাবে ভেব না, পার্টিন,' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল সে। 'কালই আমরা মানচিত্র থেকে এ জায়গার চিহ্ন মুছে ফেলব।'

'না, তা তুমি পারবে না,' দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গলায় বলল ল্যুক। 'চেহারা থেকে তোমার থ্যাবড়া নাকের চিহ্ন ছাড়া আর কিছু মুছবে না তুমি।' থেমে কুককে বলল, 'কোরালের দিকে দৌড়াও এখুনি!'

কেঁদে ফেলার চেহারা হলো লোকটার। ঠোঁট চাটছে ঘন ঘন। ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'বাইরে বেরোলে গুলি খাব তো!'

'না গেলে এখানেই খাবে।' কোল্টের ব্যারেল নাচাল ও। 'দৌড়াও!'

বসের দিকে আশা নিয়ে একবার তাকাল লোকটা, কিন্তু তার চেহারায় ভরসার চিহ্ন নেই দেখে পিছাতে শুরু করল। দরজায় গিয়ে উঁকি দিল বাইরে। ওর পায়ের খুব কাছে একটা গুলি করল ল্যুক, লাথি খাওয়া ঘেয়ো কুকুরের মত কেঁউ! আওয়াজ করে ছুটে বেরিয়ে গেল লোকটা। সাথে সাথে বাইরে গুলির শব্দ বেড়ে গেল।

জেক হামফ্রের হোলস্টার থেকে পিস্তল আর পড়ে থাকা তার রাইফেলটা তুলে জানালার বাইরে ফেলে দিল ল্যুক। কিচেনের

দরজার পাশে সরে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। চোখ বিশালদেহীর ওপর স্থির। ও কিছু করছে না দেখে অবাক লাগছে ফোরম্যানের। তিক্ত গলায় বলল, 'দেরি কিসের, করো গুলি!'

'অধৈর্য হয়ো না,' শান্ত গলায় বলল ও। 'একটু অপেক্ষা করো।' তখনই কারও দৌড়ে এসে কিচেনে ঢোকার শব্দ হলো। পরমুহূর্তে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল রেড ফ্রস্ট। সেদিকে না ফিরেই কোল্টটা ছুঁড়ে দিল ল্যুক। মাথা থেকে স্টেটসন খুলে একটা বাঙ্কের ওপর রেখে বলল, 'সেদিন রাতে তুমি একটা কাজ শুরু করেছিলে, হামফ্রে। আমি তৈরি ছিলাম না।'

ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে নিল ফোরম্যান। তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, এই ব্যাপার!'

'হ্যাঁ, এই ব্যাপার। আজ আমি সেই কাজটা শেষ করতে এসেছি।' জোর এক ধাক্কায় মাঝখানের টেবিলটাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এসো, সেরে ফেলি কাজটা।'

নিজের ছয় ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা আর দু'শো পঁচিশ পাউন্ড ওজনের হাতীর মত দেহটার ওপর খুব আস্থা হামফ্রের। জানে, যতই তড়পাক, ওর লাফালাফিই সার হবে। কিছুই করতে পারবে না ছোকরা। উল্টে যদি ব্যাটাকে একবার বেড়ের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে চাপের চোটে ওর দেড় হাত জিভ বের করে আনবে সে।

অনাবিল হাসিতে মুখ ভরে উঠল হামফ্রের। এক লাফে সামনে এগিয়ে এল সে দু'হাত বাড়িয়ে। বিদ্যুৎ গতিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ল্যুক, পেটের ওপর কষে একটা হুক ঝেড়ে দিল। ভাঁজ হয়ে গেল ফোরম্যানের দেহ। সঙ্গে সঙ্গে চিবুকে কাঁধ দিয়ে আঘাত করল ও, ঠকাস্! করে চোয়ালে চোয়াল বাড়ি খেয়ে সোজা হয়ে গেল সে। ফের এগোল ল্যুক, তার পা মাড়িয়ে ধরে মুখের ওপর জোর এক থাবা মারল। পিছাতে গিয়ে চিত হয়ে পড়ল

লোকটা, দুলে উঠল সারা ঘর।

এক পা পিছিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে উঠল ল্যুক, 'কি আশ্চর্য! এখন পর্যন্ত মার শুরুই করলাম না, আর তাতেই শুয়ে পড়লে তুমি। ছি! উঠে এসো!'

আচমকা পড়ে গিয়ে কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল হামফ্রে, মনে হলো আস্থায় বুঝি চিড় ধরেছে তার। কিন্তু না, পরক্ষণেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দু'রাত আগের কথা মনে পড়ল–ছোকরাকে পেড়ে ফেলতে একটা মোক্ষম চড়ই যথেষ্ট, জানে সে। মুখের হাসি আবার ফিরে এল তার। এগিয়ে এল একই ভঙ্গিতে।

দু'পা এগোতেই তার হাঁটুতে কষে লাথি মারল ল্যুক, হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা। সাথে সাথে তার পিঠের ওপর চড়ে বসল ও, দু'হাতে তার মাথা মেঝের সাথে ঠুকতে শুরু করল। ঝাড়া দিয়ে ওকে সরিয়ে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে উঠতে গেল হামফ্রে, পাঁজরে কঠিন লাথি খেয়ে আবার পড়ে গেল। পরমুহূর্তে গড়িয়ে সরে গিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই ফ্লাইঙ কিক্ খেয়ে ছিট্‌কে পড়ল পেছনে। লগে মাথা ঠুকে গেল ভীষণ জোরে। চোখে অন্ধকার দেখল লোকটা, মুখ থেকে অবজ্ঞার হাসি উবে গিয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে চেহারা।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল হামফ্রে। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে। ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে এল। মুখ একপাশে সরিয়ে আঘাতটা এড়াল ল্যুক, তার নাকের ওপর ব্রো ঝেড়ে দিল। দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল ভাঙা নাক দিয়ে। মুখের ওপর থেকে গার্ড সরে গেল বিশালদেহীর, এ সুযোগে দুই হাতে পেরেক ঠোকার মত পরপর আরও কয়েকটা শক্তিশালী পাঞ্চ কষে দিল ও তার নাকে মুখে। মুহূর্তে সারা মুখ ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠল লোকটার। কপাল, ভুরু, গাল, ঠোঁট, চিবুক ফেটে দরদর করে রক্তের ধারা

নামল।

টলে উঠল ফোরম্যান। অন্ধের মত হাত ছুঁড়ে শত্রুকে ঘায়েল করার চেষ্টা করল। সে সব বাঁচিয়ে তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে পাল্টা মার দিয়ে চলল ও একের পর এক। ঘাড়ে, বুকে, পেটে, সব জায়গায় মারের চোটে অস্থির হয়ে উঠল লোকটা। কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছে না, অক্ষম রাগে চেহারা কদাকার হয়ে উঠেছে। এভাবে বেশিক্ষণ টেকা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে দু'হাতে ওকে জাপটে ধরতে গেল সে। সরে গেল ল্যুক, এই ফাঁকে ভারী একটা বেঞ্চ তুলে ছুঁড়ে মারল ফোরম্যান। ঝপ্ করে বসে পড়ে নিজেকে বাঁচাল ল্যুক। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে লগের ওপর আছড়ে পড়ল ওটা, এক পা ভেঙে গেল। ওটাই তুলে নিয়ে লোকটার মুখ লক্ষ্য করে মারল ও গায়ের শক্তিতে। শেষ মুহূর্তে হাত তুলেছিল হামফ্রে, কিন্তু পারল না ঠেকাতে, কপালে লাগল আঘাত। এইবার চূড়ান্ত হার হলো লোকটার, হাত-পা ছড়িয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল জ্ঞান হারিয়ে।

হাঁপাতে লাগল পার্টিন। ভাঙা গলায় ডাকল, 'ফ্রস্ট, আমার সাথে হাত লাগাও।'

ধরাধরি করে অজ্ঞান দেহটাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল ওরা। আবার বলল ও, 'এবার গুলি বন্ধ করতে বলো সবাইকে।'

একটু পর গুলি থেমে যেতে বেরিয়ে এল ল্যুক। হামফ্রের অচেতন দেহের কাছে দাঁড়িয়ে কোরালে আত্মগোপন করে থাকা লোকগুলোর উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল, 'অ্যাই! এসো তোমরা, তোমাদের বসকে নিয়ে যাও!'

কয়েক মুহূর্ত পর এক পাঞ্চারকে সাথে নিয়ে বেরোল কুরু, চারদিকে দেখতে দেখতে হামফ্রের পাশে এসে দাঁড়াল। 'একে নিয়ে এখুনি বেরিয়ে যাও আমার রেঞ্জ থেকে,' ল্যুক বলল। 'আর কখনও তোমাদের কাউকে যদি এর ত্রিসীমানায় দেখি, সোজা গুলি

করে মারব। যাও!'

ঝুঁকে দু'জনে মিলে টেনে তুলল হামফ্রেকে, তারপর কিছুটা ঝুলিয়ে, কিছুটা হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। যেতে যেতে মুখ ঘুরিয়ে কুকের সঙ্গী পাঞ্চার বলল, 'কাল তুমি আবার আমাদেরকে এখানেই দেখতে পাবে।'

ল্যুকের ক্রুরা যে যার অবস্থান ছেড়ে একে একে এসে দাঁড়াল তার পাশে। কিছুক্ষণের মধ্যে হামফ্রেকে একটা বাকবোর্ডে চাপিয়ে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সার্কেল-আরের লোকেরা। কোনদিকে না তাকিয়ে মিছিল করে পশ্চিম দিকে চলল তারা। লোকগুলো চোখের আড়াল হলে নিজেদের কুকের দিকে তাকাল ল্যুক। 'ফিচ, যাও, ওয়াগন নিয়ে এসে মালপত্র নামাও। তারপর খাওয়ার ব্যবস্থা করো, খুব খিদে পেয়েছে।'

চার

পরদিন সকালে ল্যারি ও রেডকে ঘরে থাকতে বলে বাকি সবাইকে ক্রীকের দু'দিকে আর বনের মধ্যে পাহারার জন্য পাঠিয়ে দিল পার্টিন। র‍্যাঙলার স্পেন্সকে নিয়ে নিজে চলল হারিয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলো খুঁজে আনতে।

সবাই চলে যেতে ল্যারি গিয়ে ঢুকল ওয়াগন শেডে, ওটার দরকারী মেরামত সারবে বলে। রেড ফ্রস্টের ব্যাপারে তার সন্দেহ কাটেনি এখনও। লোকটা আসলে কে, কি উদ্দেশ্যে ল্যুকের সাথে এখানে আসা কিছুই জানা হয়নি। বলা নেই কওয়া নেই বস্‌ও

তাকে যুদ্ধে নামিয়ে দিল!

চিন্তিত মনে ওয়াগনের তলার কাঠ পরীক্ষা করতে উবু হতেই রেড ফ্রস্টের ওপর নজর পড়ল তার। শ্যাকের দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে বসে এক দৃষ্টিতে তাকেই দেখছে যুবক। চোখাচোখি হতেও চোখ সরাল না সে। অস্বস্তিকর খুঁতখুঁতে ভাবটা বেড়ে গেল ল্যারির। ও-ও চোখ মোটা করে তাকাল চেহারায় বিতৃষ্ণা নিয়ে।

কিছুক্ষণ পর রেড ফ্রস্ট হালকা গলায় বলে উঠল, 'আমাকে অপছন্দ করতে থাকলে তোমার কোন লাভ হবে না, ওল্ড টাইমার। তার চেয়ে এসো, আমরা বন্ধুত্ব করি।'

'কি রকম?'

'আমি এখানে থাকতে এসেছি,' বলল সে। 'বসকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয় ওর মত বস্ পেয়ে তুমিও খুশি।'

'আমি তাকে পছন্দ করি,' শীতল গলায় বলল ল্যারি। 'তার ভাল চাই। সে জন্যই তার সাথে যাকে-তাকে দেখলে ভাল লাগে না।'

তাচ্ছিল্যের ভাব করল ফ্রস্ট। 'আমারও।'

কথাটা অপছন্দ হলো ল্যারির। কর্কশ স্বরে বলল, 'আমার কিন্তু চলে যাওয়ার কোন ইচ্ছা নেই, মিস্টার।'

'আমারও না।'

থুথু ফেলে উঠে দাঁড়াল ল্যারি, ওয়াগন ঘুরে ফ্রস্টের সামনে এসে গম্ভীর চেহারায় বলল, 'পশু চরিয়ে চুল পাকিয়েছি, তাই ওসব ছাড়া আর কিছু বুঝি না, তা ঠিক নয়। চেহারা দেখে মানুষও কিছু কিছু ঠিকই চিনতে পারি। আমার বিশ্বাস তুমি উস্কে না দিলে ল্যুক কিছুতেই বাজে লোকগুলোর সাথে ঝামেলায় জড়াত না।'

'তোমার ধারণা ঠিক নয়।'

'কি করে বুঝব?' জোর দিয়ে বলল ল্যারি। 'শহরে যাওয়ার

সময় তার মেজাজ খারাপ ছিল ঠিকই, কিন্তু তোমাকে নিয়ে যখন ফিরে এল তখনকার মত অতটা নয়। সবদিক ভাল করে ভাবনা চিন্তা না করে হুট্ করে কাল যে কাণ্ডটা ও করে বসল, তা কি এমনি এমনি?'

'তুমি কি চাও সে পালিয়ে যাক্?' প্রতিবাদ করল পাঞ্চার।

'রেঞ্জের অন্য সব আউটফিট শান্তিতে যার যার পশুপালন করছে, আমরাও তা পারতাম।'

'বেন কানিঙকে লীজের টাকা দিয়ে?' প্রশ্ন করল ফ্রস্ট। 'তাই বলতে চাইছ তুমি?'

'অসুবিধাটা কোথায়? আমরা এখানে পশু পালতে এসেছি, লড়াই করতে নয়।'

'কানিঙকে দেয়ার মত টাকা আসবে কোত্থেকে?'

'কিছু গরু বিক্রি করে দিলেই হত। দু'বছরে আমরা তা পুষিয়ে নিতে পারতাম,' গলা চড়ে উঠল গোমসের। 'পশু চরাতে পারলেই যেখানে আমাদের লাভ, সেখানে টাকা কোথায় যায় না যায় তা দেখার দরকার কি? তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, এসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবার কে?'

'আমি ল্যুকের কাজ করি।'

'অমন অনেক হাভাতেকে তার কাজ করতে দেখেছি আমি,' খেপে উঠল বৃদ্ধ।

ফ্রস্টের চেহারা গাঢ় লাল হয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'তোমার মত বুড়োদের নিয়ে সমস্যা কি, জানো? তোমাদের দেহের সাথে চাপার মাপের সামঞ্জস্য থাকে না।'

'আর তোমার মত লাল মাথাদের কাজ হলো কোথায় কার সাথে, কি নিয়ে ফ্যাসাদ করা যায় তাই খুঁজে বেড়ানো।'

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে চোখ গরম করে, ভাবছে এরপর কি নিয়ে এগোবে। এমন সময় ঝগড়ায় বাধা পড়ল.

আলফ্ এসে খবর দিল এক ভদ্রলোক দেখা করতে চায়। তাকে পাঠিয়ে দিতে বলে ল্যারি এসে পোর্চে বসল। ঝগড়া আর এগোবে না বুঝে রেড ফ্রস্টও চুপচাপ বসে পড়ল আগের জায়গায়।

একটু পর সার্কেল-আরের একটা বাকবোর্ড এসে থামল পোর্চে। লাগাম ধরে দামী, কালো স্যুট পরা এক লোক বসা ওটায়। দু'জনকে এক নজর দেখে জিজ্ঞেস করল সে, 'পার্টিন কোথায়?'

লোকটাকে চিনল ফ্রস্ট, কিন্তু জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ল্যারির দিকে তাকাল। ফোরম্যান হিসাবে এসব বিষয় দেখার দায়িত্ব তার। এক মুহূর্ত ভেবে ল্যারি বলল, 'বাইরে।'

'কখন ফিরবে?'

'শিগগিরি। কেন, কি দরকার?'

পাত্তা দিল না আগন্তুক। বাকবোর্ড থেকে নামতে নামতে বলল, 'ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব।' একটা চুরুট ধরিয়ে ওদেরকে উপেক্ষা করে হাঁটাহাঁটি শুরু করল সে।

মিনিট কুড়ি পর কয়েকটা ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে আসতে দেখা গেল স্পেন্স আর ল্যুককে। উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি কোরালের গেট মেলে ধরল ফ্রস্ট। ঘোড়াগুলো ঢুকে যেতে আগন্তুকের খবরটা জানাল ওকে।

নিজের ঘোড়া কোরালে ঢুকিয়ে বাকবোর্ডের দিকে এগোল ল্যুক। রেডকেও সাথে আসতে বলল। মাথার চুল এলোমেলো ল্যুকের, চোয়ালের একপাশ ফুলে আছে খানিকটা। নাকে-মুখে কয়েকটা কাটা দাগ। হাতের আঙুলের গাঁটগুলো এখনও ফুলে রয়েছে, টন্ টন্ করছে। কয়েক পা এগোতে চুরুট টানতে টানতে শ্যাকের পেছন থেকে বেরিয়ে এল আগন্তুক। চেহারা গম্ভীর। দাঁড়িয়ে পড়ল ওকে দেখে।

'পার্টিন?' জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই নিজের পরিচয়

দিল লোকটা, 'আমি এযরা মাইলস, রিজার্ভেশন ক্যাটল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার।'

চুপচাপ তাকিয়ে রইল ল্যুক। বলে চলল জেনারেল ম্যানেজার, 'জায়গার দখল তো নিলে, বহাল রাখতে পারবে মনে করো?'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ওর। 'কেন নয়?'

'আমার ক্রুদের সাথে যে ব্যবহার করেছ, তারাও যদি একই কাজ করে, ঠেকাবে কি করে?'

'আমার ক্রুরা শ্যাকে পড়ে পড়ে ঘুমায় না, মাইলস। নতুন করে কেউ হামলা করতে এলে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হবে।'

'আর তোমার গরু? ওগুলোও নিরাপদ তো?'

'যথেষ্ট নিরাপদ,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ও। 'এমনভাবে সব ছড়িয়ে দিয়েছি যে ওগুলোকে ধরতে তোমাকে রাউন্ডআপের বিশাল আয়োজন করতে হবে। আর নিশ্চিত থেকো, অমন কিছু করতে দেখলে আমি অবশ্যই বাধা দেব।'

জ্বলন্ত চুরুটটা সামনে তুলে দেখল মাইলস, তারপর ঠোঁটের কোনায় সামান্য হাসি ধরে তাকাল ওর দিকে। 'তা বোধহয় ঠিক। কিন্তু একদিকে যুদ্ধ অন্যদিকে পশু পালন, দুটো একসাথে সম্ভব নয়। আমি বুঝতে পারছি তুমি খুব শক্ত মানুষ, তবু তোমাকে একটা প্রস্তাব দিতে চাই।'

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ল্যুক। ল্যারি আর রেডকে চোখের কোনা দিয়ে এক নজর দেখে নিয়ে মাইলস আবার বলল, 'আমাদের পশ্চিমের রেঞ্জের সাথে পুবেরটা জুড়তে এই জায়গাটা লীজ নেয়ার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলাম আমরা। জো লারকিন্স তার আগেই এটা নিয়ে নেয়। এটা আমাদের দরকার, নইলে আমাদের ক্রু ভাগ হয়ে যাবে। অন্যরা উৎপাত করার সুযোগ পাবে।

'তোমাকে ঠকানোর কোন মতলব আমার নেই, গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছি আমি তোমার জন্যে। আমরা এটা উপযুক্ত

দামে কিনে নিতে পারি, যদি তুমি রাজি হও। অবশ্য আমার ধারণা তুমি রাজি হবে না। সেজন্য বিকল্প প্রস্তাবও করছি আমি–শাইয়ান আরাপাহো রেঞ্জের যে কোন খালি জায়গায় একই মাপের রেঞ্জ তোমাকে নিয়ে দেব আমরা। শ্যাক তুলে দেব, এখানে যা যা আছে সব তৈরি করে দেব সেখানে। এমনকি যদি চাও, তাহলে কিছুটা বেশি জমিও দেয়ার কথা চিন্তা করব আমরা।'

পোর্চে দাঁড়িয়ে লোকটার কথা শুনছিল ল্যারি গোমস, সে থামতে জোর পায়ে এসে ল্যুকের পাশে দাঁড়াল। ওর সাথে চোখাচোখি হতে বলল, 'প্রস্তাবটা মন্দ নয়, ল্যুক। রাজি হয়ে যাও।'

মাথা নাড়ল ও। দৃঢ় গলায় বলল, 'না।'

ভুরু কুঁচকে উঠল জেনারেল ম্যানেজারের। 'না কেন? আমি তো তোমাকে ঠকাচ্ছি না।'

নড করল ল্যুক। 'আমিও তা বলছি না। আমি যদি নিশ্চিত জানতাম জোকে তোমরা খুন করোনি, অথবা আমি আসার সাথে সাথে যদি এই প্রস্তাবটা দিতে, তাহলে হয়তো গ্রহণ করতাম। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকল মাইলস। বলল, 'এর অর্থ তুমি লড়াই চাও।'

'যুদ্ধক্ষেত্রে এসে যুদ্ধই করতে হয়, মাইলস,' গম্ভীর স্বরে বলল ও।

চুরুট ছুঁড়ে ফেলল লোকটা। চেহারা লাল হয়ে উঠেছে। পিছিয়ে গিয়ে বাকবোর্ডে চড়ে বসে ওর দিকে ফিরল। 'পার্টিন, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে ভাল করলে না কিন্তু। একদিকে আমরা আরেকদিকে বেন কানিঙ, যাঁতাকলে পিষে মারব তোমাকে মনে রেখো।' লাগাম ধরে ঝাঁকি দিল সে, চলতে শুরু করল ঘোড়া।

ধীরে ধীরে পশ্চিমে চলে গেল বাকবোর্ড।

পেছনে ফিরতেই ল্যারির সাথে চোখাচোখি হলো ল্যুকের। ক্ষুব্ধ গলায় বলল সে, 'কাজটা কি ভাল করলে?'

চোখ গরম করে তাকাল ও। 'ল্যারি, ভাল না লাগলে যখন ইচ্ছা তুমি যেতে পারো। আমি তোমার হিসাব বুঝিয়ে দেব।'

'তুমি আমাকে বিদায় করে দিতে চাইছ?'

'না, তুমি কি চাও, তাই জানতে চাইছি আমি।'

কিছুটা দূরে দাঁড়ানো ফ্রস্টকে দেখল ল্যারি, তারপর গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি না।' ঘুরে ঘরের দিকে চলে গেল সে। ফ্রস্টও কোরালের দিকে চলল। কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ল্যুক তাকে অনুসরণ করতে যাবে, তখনই ক্রীক পেরিয়ে আসতে থাকা এক রাইডারের ওপর চোখ পড়ল। দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ফিচ গাওয়ানের ওপর রাগ হলো খুব, কেন সে ওর অনুমতি না নিয়ে লোকটাকে আসতে দিল? তখনই খেয়াল হলো রাইডার পুরুষ নয়, পুরুষের পোশাক পরা এক মেয়ে। কাছাকাছি আসতে চিনল ও তাকে—লিসা হপকিন্স।

কোরালের গেটের কাছে ঘোড়া থামাল সে। হ্যাট স্পর্শ করল ল্যুক। 'মর্নিঙ।'

ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এল লিসা। 'এখনই কি গরম পড়েছে দেখেছ? একটু পানি খাব।'

দু'জনে পাশাপাশি শ্যাকের দিকে এগোল। পোর্চের ছায়ায় বসে পড়ল লিসা। ল্যুক পানি এনে দিতে ধন্যবাদ জানিয়ে খেল ও। তারপর বলল, 'মনে হয় ঠিক সময়ে আসিনি আমি।'

'কেন?'

'তোমার চোখ বলছে তুমি কোন কারণে রেগে আছ। কালকেও তাই ছিলে। আচ্ছা, তুমি কি সব সময় রেগে থাকো?'

হাসির ভঙ্গি করল ও। 'কি করব, যখন থেকে এখানে

এসেছি, তখন থেকেই আমার এই অবস্থা। গতকাল আমার শ্যাক দখল করে থাকা লোকগুলোকে তাড়িয়েছি। আজ একটু আগে তাদের বস্ এসে ভয় দেখিয়ে গেল।

'মাইলস?'

'হ্যাঁ।'

এক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখল মেয়েটি, তারপর শ্রাগ করে বলল, 'আমার কথা শুনলে তোমার মেজাজ আরও খারাপ হবে।'

কিছু না বলে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল যুবক।

'বাবা তোমাকে কর্ন পৌঁছে দিতে পারবে না, পার্টিন।'

'বেশ তো, ঠিক আছে।' বলল বটে, কিন্তু হতাশার সুর চেপে রাখতে পারল না।

'ঠিক নেই,' আত্মসমর্থনের ভঙ্গিতে লিসা বলল, 'আমাকে বুঝিয়ে বলতে দাও।'

'বলতে হবে না।'

'তবু আমি বলব।' জেদ ধরল মেয়েটি। 'পরশু তোমাকে নদীর মধ্যে থামিয়ে আমি আর বাবা কথা বলেছিলাম মনে আছে?'

নড করল যুবক।

'সেদিন রাতে আমাদের ঘোড়ার ক্যাম্পের জন্য অর্ডার দেয়া কর্নের একটা ওয়াগন তোমার এখানে পৌঁছে দিতে এক ক্রুকে পাঠায় বাবা। মাঝপথ থেকে অপরিচিত একদল রাইডার ফিরিয়ে দেয় তাকে। পরদিন একদল ইন্ডিয়ান আমাদের ট্রেইল হার্ডের ত্রিশটা গরু চেয়ে বসে। এই প্রথম আমাদের সাথে এমন ঘটনা ঘটল। আর্মিদের সাথে সাথে বাবা ইন্ডিয়ানদের বীফেরও কন্ট্রাক্টর তাই আমাদের গরুর পাল চলাচলে ওদের তরফ থেকে কখনও কোন বাধা আসেনি এর আগে।' দু'হাত পেছনে রেখে ভর দিয়ে বসল ও। 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছ? নিশ্চই কেউ সেদিন আমাদের

কথা বলতে দেখেছে, তারপর ওদের লেলিয়ে দিয়েছে।'

'কানিঙ?'

নড করল লিসা।

আরও কিছু বলতে গিয়ে সামলে নিল ল্যুক। দাঁড়িয়ে পড়ল। 'যা হবার তা হয়েছে। তুমি খেয়ে যাবে তো?'

শান্ত গলায় বলল মেয়েটি, 'বাবাকে কাপুরুষ ভাবছ, তাই না?'

'আমি তা বলিনি।'

'বলার কি দরকার? তোমার চেহারাতেই তা ফুটে আছে,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল লিসা। 'এদিককার অবস্থা জানা না থাকলে তোমার মত যে কেউ আমাদের ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু আমাদের তো আমাদেরটা বুঝে চলতে হবে।'

কথা কাটাকাটি করতে ইচ্ছা হলো না ল্যুকের, তাই সহজ গলায় বলল, 'তা ঠিক।'

'তাহলে ওভাবে দেখছ কেন?' তীক্ষ্ণ গলায় বলল মেয়েটি।

ল্যুক তাকাল ওর দিকে। 'কি ভাবে?'

'ফীড অফিসে কথা বলার সময় তুমি আমার দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়েছিলে, পরে বাবার সাথে কথা বলার সময়ও তাই! আবার এখনও দেখছি সেই একই চাউনি! আমার দিকে কেউ ওভাবে তাকালে আমার সহ্য হয় না!'

খোঁচা মারল ল্যুক, 'আমি কাউকে অবজ্ঞা করি না, তুমি নিজেই ওসব আবিষ্কার করছ। হয়তো তোমার মনে কোন অপরাধবোধ কাজ করছে।'

ঝট্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। 'কিসের অপরাধ?'

'আমি কি করে বলব?' শ্রাগ করল ল্যুক। 'আমার চেহারায় অবজ্ঞা খুঁজছ তো তুমি।'

'নিশ্চই অবজ্ঞা করছ তুমি,' জোর দিয়ে বলল ও। 'বাবাকেও ভীতু ভাবছ।'

রাগ চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো ল্যুক। অবিবেচকের মত বলে বসল, 'আমাকে বাধ্য করলে তুমি। তোমার বাবাকে ভীতু বলব না আমি, তবে কোন কিছুর প্রতিবাদ করার ক্ষমতা তার নেই, এটাও ঠিক। আমার তা আছে।'

'চমৎকার কৃতজ্ঞতা জ্ঞান তোমার!'

'কৃতজ্ঞতা কিসের জন্য, প্রতিশ্রুতির? ধন্যবাদ। চমৎকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তোমার বাবা, আর আমি তা আহাম্মকের মত বিশ্বাস করে বসে ছিলাম।'

লিসার দু'হাত মুঠো হয়ে উঠল। লম্বা করে নিঃশ্বাস টেনে জোরে ছাড়ল ও। 'তুমি এখানে থাকতে পারবে না, ল্যুক পার্টিন! আমি প্রার্থনা করছি যেন খুব জলদি ভাগতে হয় তোমাকে। আমার ভালমানুষ বাবা সবার সাথে সদ্ভাব রেখে ব্যবসা করে। কিন্তু কি কুক্ষণেই যে তোমার সাথে দেখা হলো তার, আর অমনি ভুল করে বসল। আর–আর…'

'তোমার বুদ্ধি বিবেচনার বাইরে পা রাখল,' বিড়বিড় করল ল্যুক।

মাটিতে পা ঠুকল মেয়েটি। 'আমাকে শেষ করতে দাও! বুদ্ধির ভুলে সে তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। তারপর নিজের সবকিছু হারানোর ঝুঁকি নিয়ে সে তা করতে পারেনি বলে তাকে তুমি ভীতু ঠাওরে বসেছ। তুমি দেখতে পাবে কেউ কোন বোকাকে সাহায্য করতে এগোয় না। আমরা যারা রিজার্ভেশনে থাকি, তারা সবাই নিজ নিজ সীমাবদ্ধতার কথা জানি। আমরা বকবক করে সাহস জাহির করে বেড়াই না, কারণ তা করে দেখানোর সাধ্য নেই। তোমারও যে তা নেই খুব শিগগিরি তা দেখতে পাবে।' কথা শেষ হতে রেগেমেগে জোর পায়ে ঘোড়ায় গিয়ে উঠল মেয়েটি। বেরিয়ে গেল একবারও পেছনে না তাকিয়ে।

ল্যারিকে দেখল ল্যুক, ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তিরস্কারের

দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে। মুখ ঘুরিয়ে রেড ফ্রস্টকে দেখতে পেল কোরাল থেকে বেরিয়ে ওয়াগন শেডের দিকে যাচ্ছে। তার কাছে এগিয়ে গেল ও। জিজ্ঞেস করল, 'রেড, তুমি জানো বেন কানিঙকে সব সময় কোথায় পাওয়া যায়?'

অবাক চোখে তাকাল পাঞ্চার। 'জানি, কেন?'

'আমাকে আজ রাতে নিয়ে যাবে সেখানে?'

'কেন নয়?'

ক্রীকের দিকে তাকাল ল্যুক, লিসা ওটা পেরিয়ে ওপাড়ের ঢালে চড়ছে। ওর একটু আগের কথাগুলো এখনও কানে বাজছে। বিড়বিড় করে আপনমনে বলল, 'বোকা লোককে কেউ সাহায্য করে কি না, দেখতে চাই।'

'আমি করব,' গম্ভীর স্বরে বলল ফ্রস্ট।

পাঁচ

তাড়াতাড়ি সাপার খেয়ে ল্যুক আর রেড কোরালে ঢুকে ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে তৈরি হচ্ছে। ল্যারিও এসে একপাশে দাঁড়িয়ে ওদের কাজ দেখতে থাকল চুপচাপ। ওরা তৈরি হতে রেডকে বলল, 'তুমি যাও, আমি ল্যুকের সাথে কথা বলব।'

নতুন মনিবের ইশারা পেয়ে যুবক বেরিয়ে যেতে ল্যুকের কাছে এসে দাঁড়াল ল্যারি। 'মেয়েটি সত্যি কথাই বলেছে বলে খেপে গিয়েছ তুমি। তাই আবার ঝামেলা বাধাতে যাচ্ছ, তাই না?'

'জানি না।'

'আমি জানি। ওই লাল মাথাটা তোমার মাথায় যুদ্ধের পোকা ঢুকিয়েছে। ওর হারাবার কিছু নেই, ল্যুক, তোমার আছে। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। ওই হতচ্ছাড়ার কথা শুনে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পোড়ো না।'

ল্যুক কিছু বলছে না দেখে একটু থেমে আবার বলল, 'কি হলো, যাবেই তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'একটা অপরিচিত লোকের কথাতেই চলবে তাহলে তুমি?'

'ল্যারি, তুমি জানো আমি কারও কথায় চলি না। তোমার কথা শেষ হলে সরো, আমি বেরোব।'

এক নজর ওকে দেখে কোরাল থেকে বেরিয়ে গেল বৃদ্ধ, ঘরের দিকে পা বাড়াল। তার পাশ কেটে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল পার্টিন। বুঝতে পারছে, রেডকে দেখার পর থেকেই নিজের অবস্থান নিয়ে অনিশ্চিত অবস্থায় পড়েছে মানুষটা। ঠিক করল, প্রথম সুযোগেই তার সন্দেহ দূর করতে হবে ওকে।

ক্রীকের পাড়ে ফ্রস্টের সাথে যোগ দিল ও। পাশাপাশি ছুটে চলল সন্ধ্যার অন্ধকার চিরে। তিন ঘণ্টার যাত্রাপথে কানিঙ সম্বন্ধে যা যা জানে, সব ল্যুককে বলল রেড। প্রথমে রিজার্ভেশনে এসে গরু পালত লোকটা। ইন্ডিয়ানদের সাথে টুকটাক ব্যবসাও করত। এক সময় ওদের মধ্যে গোপনে হুইস্কি পেডলিঙ শুরু করে। কানসাস থেকে এনে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখে। নিজে কখনও ও জিনিসের ধারে কাছে যায় না। কয়েকজন বিশ্বস্ত রাইডারকে এজেন্ট বানিয়ে নিয়েছে সে, তাদের মাধ্যমেই কাজটা করে। ব্যাপারটা সন্দেহ করলেও প্রমাণের অভাবে আর্মিরা কিছু করতে পারে না। কেউ জেনে গিয়ে যদি মুখ খোলার চেষ্টা করে, ধোলাই করে এ তল্লাট থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয় তাকে।

সুন্দর কাঠের ফ্রেমের একটা ঘরে থাকে, কিন্তু বিয়ে থা করার

নাম নেয় না। কোন মেয়ের প্রতি তার দুর্বলতার কথাও শোনা যায় না। দুষ্ট প্রকৃতির কিছু ইন্ডিয়ানকে ধীরে ধীরে নিজের কব্জায় নিয়ে এসেছে সে। তাদের মাধ্যমে এলাকায় প্রভাব খাটায় লোকটা। বলতে গেলে গায়ের জোরে ইন্ডিয়ানদের লীজিঙ এজেন্ট হয়ে বসেছে। লীজের জন্য ইচ্ছামত টাকা আদায় করে আর ইন্ডিয়ানদেরকে সামান্য হুইস্কি দিয়ে তা পরিশোধ করে। কেউ বেঁকে বসতে গেলেই বিপদ। এখন তার শক্তি এত বেশি যে চাইলেই অনুগত ইন্ডিয়ানদের উস্‌কে দিয়ে দাঙ্গা ফ্যাসাদ পর্যন্ত বাধিয়ে দিতে পারে। একমাত্র রিজার্ভেশন ক্যাটল কোম্পানি ছাড়া আর সবাই পাত্তা দিয়ে চলে কানিঙকে।

ওর বলা শেষ হলে একবার শুধু ল্যুক জিজ্ঞেস করল, 'কানিঙের অনেক ঘোড়া, রেড?'

'হ্যাঁ,' আর কিছু বলে কি না ভেবে ল্যুকের দিকে ফিরে তাকাল ফ্রস্ট। কিন্তু কিছু বলল না ও। কিছুক্ষণ পর দূরে একটা আলো দেখতে পেয়ে বলল, 'আমাদের এখন সাবধানে এগোনো ভাল।'

ওটার একশো গজ আগে কটনউড বনের গাঢ় অন্ধকারে ঘোড়া থামাল ওরা। ঘরটা দোতলা, নিচতলার কোনার এক রুমে বাতি জ্বলছে। আর সব অন্ধকার। বাড়ির পেছনদিকে কোন গাছ না থাকায় আকাশের পটভূমিতে বার্ন এবং আরও কয়েকটা শেডের কাঠামো দেখা যায়।

অন্ধকারে ওদিকে কোন নড়াচড়া দেখা যায় কি না বোঝার চেষ্টা করল ল্যুক। এক লোককে দেখতে পেল পানির পাত্র হাতে দরজায় এসে দাঁড়াতে। মুখ ধুয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকিয়ে বলল লোকটা, 'ওই মিথ্যুকটার কথা বিশ্বাস কোরো না, কানিঙ।' তারপর জোরে হেসে উঠে ভেতরে চলে গেল দরজা খোলা রেখে। আর কোন শব্দ নেই কোথাও, সব চুপচাপ।

ঘোড়া থেকে নামল ল্যুক। রেডকে দড়ি নিয়ে আসতে বলে

এগোতে শুরু করল ঘরের দিকে। কোনার রুমটার কার্টেনবিহীন জানালা দিয়ে একটা টেবিলের কিছু অংশ আর দু'জন লোককে দেখা যাচ্ছে, কার্ড খেলছে। একজন বেন কানিঙ। খেলায় মশগুল, নজর নেই অন্যদিকে। দেখা না গেলেও রুমে আরও লোক আছে বোঝা যায়। অসংলগ্ন কথা আর কার্ড চালার মৃদু শব্দ আসছে বাইরে।

সরে এসে খোলা দরজা দিয়ে সাবধানে ভেতরে উঁকি দিল ও। বিরাট হলরুমটা প্রায় অন্ধকার। ডানদিকের একটা দরজা দিয়ে পাশের রুমে আলো দেখা যাচ্ছে। কারও সাড়া না পেয়ে ঢুকে পড়ল ওরা হলরুমে। ফ্রস্টকে ইশারায় করিডরের দিকে যেতে বলে ল্যুক নিজে এসে দাঁড়াল কোনার রুমের দরজার পাশে। উঁকি দিয়ে মোট ছয়জনকে দেখল একটা টেবিল ঘিরে বসে কার্ড খেলায় মগ্ন।

একটুপর এসে ফ্রস্ট ইঙ্গিতে জানাল ভেতরে কেউ নেই। পরমুহূর্তে নিঃশব্দে পাশের রুমে ঢুকে পড়ল ল্যুক। কানিঙের ঠোঁটে ধরা চুরুট নিভে গেছে, ওটা ধরাতে গিয়ে মুখ উঁচু করতেই ওর ওপর চোখ পড়ল তার। সাথে সাথে স্থির হয়ে গেল সে। আঙুলে জ্বলন্ত কাঠির ছ্যাঁকা লাগতে হাত থেকে ছেড়ে দিল ওটা। পাশেরজন মুখ তুলল, পরমুহূর্তে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ল্যুককে দেখল। ধীরে ধীরে অন্যরাও দেখল। খেলা বন্ধ হয়ে গেল আপনাআপনি।

'টেবিলের ওপর হাত রাখো সবাই,' কোল্ট নাচিয়ে শান্ত গলায় বলল ল্যুক। 'রেড, সবার অস্ত্র তুলে নাও।'

একে একে সবার অস্ত্র নিয়ে জানালার বাইরে অন্ধকার ইয়ার্ডে ছুঁড়ে ফেলল সে। এতক্ষণে চোখের পলক ফেলল বেন কানিঙ। কৌতূহলী চেহারায় বলল, 'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমার কর্ন নিতে এসেছি আমি, কানিঙ,' স্বাভাবিক স্বরে

বলল ও।

'কর্ন?'

'হ্যাঁ। রেনোতে চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলাম ভুল লোকের কাছ থেকে লীজ নিয়েছি আমি। হপকিন্স কর্ন দিতে চেয়েও আবার পিছিয়ে গেল। অথচ ও জিনিস না হলে চলছে না আমার। তোমার অনেক ঘোড়া, কর্নও থাকা স্বাভাবিক। তাই তোমার কাছ থেকে নেব বলে চলে এলাম।'

কানিঙের লোকেরা বসের দিকে তাকাল। হালকা স্বরে বলল সে, 'নিয়ে যাও।'

'নিতে তো চাই, কিন্তু আমি বা ফ্রস্ট কেউ ফ্রেইটার চালতে জানি না।'

ভুরু কুঁচকে উঠল কানিঙের। 'রোব! যাও, কর্ন পৌঁছে দিয়ে এসো গিয়ে।'

চেয়ার পেছনে ঠেলে সরিয়ে একজন উঠতে যাচ্ছিল, ল্যুকের ধমক খেয়ে বসে পড়ল আবার। বেনের দিকে তাকাল ও। 'অন্য কেউ নয়, তুমি নিজে পৌঁছে দিলে খুশি হব। উঠে এসো, কানিঙ।' তারপর তার পাশের লোকটাকে বলল, 'তুমিও এসো।'

দু'জন সামনে এসে দাঁড়াতে ফ্রস্টকে বলল ও, 'সব ক'টাকে ভাল করে বাঁধো এবার।' সাথে সাথে কাজে লেগে পড়ল যুবক, চেয়ারের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে দু'জন করে একসাথে মজবুত করে বাঁধল।

ওর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে বেনের দিকে ফিরল ল্যুক। কোল্ট নাচিয়ে দরজা ইঙ্গিত করে বলল, 'চলো এবার।'

তাকে সামনে রেখে এগোল ও। পেছন পেছন কানিঙের লোকটাকে নিয়ে এগোল ফ্রস্ট। কিচেন থেকে দুটো লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে বার্নে এসে ঢুকল ওরা। ল্যুকের কোল্টের নির্দেশে ঠেলে ধাক্কিয়ে একটা স্প্রিঙ ওয়াগন নিয়ে এল বেন। স্তূপ করা কর্নের

বস্তার পাশে রাখল ওটাকে। একটা একটা করে বস্তা টেনে তুলতে লাগল ওতে। তার ক্রুকে নিয়ে কোরালের দিকে চলে গেল ফ্রস্ট। বেশ কিছুক্ষণ পর দুটো ঘোড়া নিয়ে ফিরে এসে ওয়াগনে জুড়ে দিল।

'বাকি ঘোড়াগুলো ছেড়ে দিয়েছ, রেড?' বলল ল্যুক।

'হ্যাঁ।'

ওয়াগনে বস্তা তোলা শেষ হয়েছে। প্রচণ্ড পরিশ্রমে দরদর করে ঘামছে কানিঙ। হাঁ করে শ্বাস টেনে ল্যুকের দিকে লাল চোখে তাকাল সে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'তোমাকে আমি দেশছাড়া করে ছাড়ব, পার্টিন! জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে তোমার সব শেষ করে দেব!'

'তাতে তুমি কোন কসুর করবে না আমি জানি,' বলল ও। 'এবার চলো, রওনা হই আমরা।'

সামনের আসনে লাগাম ধরে বসল কানিঙ, তার পাশে বসল ক্রুটা। পার্টিন আর রেড ফ্রস্ট পেছনে বস্তার ওপর উঠে বসল। ইয়ার্ড পেরিয়ে এসে নিজেদের ঘোড়া আনতে নেমে গেল ফ্রস্ট। আরও কিছু পরে ল্যুক যখন নিশ্চিত হলো ওরা রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে চলে এসেছে, ধাক্কা দিয়ে ক্রুটাকে চলন্ত ওয়াগন থেকে নামিয়ে দিল।

কয়েক মিনিট পর ফ্রস্ট ফিরে এলে নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসল ল্যুক। দু'জন দু'পাশ থেকে ওয়াগন পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল পেমাস্টার ক্রীকের পথে। ওরা যখন শ্যাকের ইয়ার্ডে পৌঁছল তখন ভোরের আলো ফুটেছে। কোরালের গেটের পাশে বস্তাগুলো নামাতে বলল ল্যুক।

কাজ শেষ হতে ও এগিয়ে এল। 'কত দিতে হবে, কানিঙ?'

ক্ষুব্ধ আক্রোশে কাঁপছে লোকটা। কোনমতে গলা আয়ত্তে রেখে বলল, 'টাকার দরকার নেই। আজ আমি তোমার একটা উপকার করলাম, একদিন এর প্রতিদান চাইব।'

তবু শুনল না ও। পকেট থেকে কয়েকটা কয়েন বের করে গুনে বাড়িয়ে ধরল লোকটার দিকে। সেদিকে নজর নেই তার, ওর দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েকমুহূর্ত পর ওগুলো ওয়াগনে ছুঁড়ে দিল ল্যুক।

আরও কয়েকসেকেন্ড নীরব থেকে চাপা গলায় বলল কানিঙ, 'গতরাতে তোমার একটা ভুল হয়েছে, পার্টিন।'

'কী?'

'আমাকে খুন করা উচিত ছিল তোমার। কাজটা করোনি বলে একদিন খুব আফসোস করবে তুমি।' মুঠোয় ধরে রাখা লাগামের বাড়তি অংশ ভাঁজ করে অসম্ভব জোরে ঘোড়া দুটোকে মারল লোকটা। ব্যথা পেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়িমরি করে ছুট্ লাগাল ওরা। ইয়ার্ড পেরিয়ে উত্তরে চোখের আড়ালে চলে গেল নিমেষে।

বস্তার স্তূপের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ল্যুক পার্টিন। লিসা হপকিন্সের টিটকারির জবাব ওগুলো। একটুপর ল্যারি এসে জিজ্ঞেস করল, 'বস্তাগুলো কি করব?'

'থাক্ পড়ে। ওরা বেশি সময় নেবে না।'

ছয়

ব্যাপারটা রাগের মাথায় ঘটিয়ে বসেছে ল্যুক পার্টিন। এখন আশঙ্কা আছে যে কোন সময় পাল্টা হামলা হওয়ার। এত অল্প শক্তি দিয়ে প্রবল প্রতিপক্ষের হামলা ঠেকানো শ্যাকে বসে সম্ভব নয়। তারচেয়ে চলার ওপর থাকলে অনেক সুবিধা, পাল্টা মারও

দেয়া যাবে সুযোগ বুঝে।

ল্যুকের নির্দেশ পেয়ে দলের সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ঘোড়াগুলোকে সকাল সকাল ভরপেট কর্ন খাওয়ানো হলো। চাক ওয়াগনের দরকারী মেরামত সেরে নিল ল্যারি আর রেড মিলে। তারপর খাবার আর অন্য দরকারী জিনিসপত্র তোলা হলো ওটায়। সার্কেল-আরের লোকদের ফেলে যাওয়া কয়েকটা রাইফেল জড়ো করে ওয়াগনের দিকে নিয়ে চলল ল্যুক। কয়েক পা গিয়ে ক্রীকের দিকে চোখ যেতেই থমকে গেল। সারিবেঁধে অনেকগুলো ঘোড়া স্লোপ বেয়ে উঠে আসছে এপাড়ে।

রাইফেলগুলো ওয়াগনে নামিয়ে রাখল ও। পেছনদিকে তাকিয়ে রেড বলল, 'আর্মি আসছে, দেখেছ, ল্যুক?' চিন্তিতভাবে নড করল ল্যুক।

দেখতে দেখতে ইয়ার্ডে এসে থেমে দাঁড়াল দলটা। ব্রিচক্লাউট পরা এক শাইয়ান ও নীল কোট পরা এক হাফব্রীড পুলিশও আছে দলের সাথে। তার কোটে ঝুলছে নিকেলের স্টার। এজেন্সি পুলিশ সে, কোন আসামী ধরতে এসেছে। সাহায্যের জন্য আর্মি নিয়ে এসেছে।

ওদের থেকে কিছুটা দূরে ঘোড়া থেকে নামল পুলিশটা। তার দেখাদেখি ক্যাভালরি ইউনিফর্ম পরা এক আর্মি অফিসারও নেমে দাঁড়াল। ব্যাজ দেখে চিনল তাকে ল্যুক—লোকটা লেফটেন্যান্ট।

ধীর পায়ে সেদিকে এগোল ও। ল্যারি আর রেডও চলল পেছন পেছন।

'ফীডের খোঁজে এসেছ, লেফটেন্যান্ট?' বলল ল্যুক।

অল্প বয়সী অফিসার গম্ভীর হয়ে উঠল। ওর কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন কলল, 'তুমি ল্যুক পার্টিন?'

নড করে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

'তোমাকে গ্রেফতার করা হলো,' দৃঢ় স্বরে বলল অফিসার।

ভুরু কুঁচকে পেছনে ঘোড়ায় বসা ট্রুপারদের ওপর দিয়ে নজর বুলিয়ে অফিসারের দিকে তাকাল ল্যুক। 'গ্রেফতার? কি অপরাধে?'

'হুইস্কি পেডলিঙ,' বলল পুলিশটা।

'কি বলছ তুমি! আমার কাছে ও জিনিস এক ফোঁটাও নেই,' অবাক চেহারায় বলল ও। 'নিশ্চই তোমরা ভুল করেছ।'

শাইয়ানের দিকে ফিরে নড করল অফিসার। 'এই লোক?'

নড করে নিজ ভাষায় দ্রুত একগাদা কথা বলে গেল শাইয়ান। পুলিশ লোকটা তরজমা করে বলল, 'ও বলছে, এ-ই সেই লোক, যার কাছ থেকে পাঁচ বোতল হুইস্কি কিনেছিল সে কাল দুপুরে।'

'ও মিথ্যা কথা বলছে!' সাথে সাথে বলে উঠল ল্যুক।

দ্বিধায় পড়ল লেফটেন্যান্ট। হাফব্রীডকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন জায়গায় বসে কিনেছে ও?'

আবার ইন্ডিয়ান ভাষায় কিছু বলল লোকটা। 'ও বলছে, বনের মধ্যে। সেখানে নাকি আরও অনেক লুকানো আছে।'

ল্যুকের দিকে ফিরল অফিসার। 'ও যা বলছে তা কি ঠিক?'

'আমি কোন হুইস্কি বিক্রি করিনি, আর লুকিয়ে রাখার প্রশ্নও ওঠে না।' ওর গলার স্বরে রাগের লক্ষণ প্রকাশ পেল।

'ও কিন্তু কাল রাতে সত্যি সত্যি মাতাল ছিল। সঙ্গে আরও দুটোকে নিয়ে ডার্লিঙটনের একটা দোকানে ঢুকে ভাঙচুর করছিল। নিরস্ত করতে গিয়ে ওদেরকে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিলাম আমরা। পরে প্রশ্নের উত্তরে তোমার নাম বলেছে ও।' একটু থামল সে। 'অভিযোগটা গুরুতর, পার্টিন।'

'হারামজাদা মিথ্যা বলেছে।' চড়ে উঠল কাউবয়ের গলা।

'সেই জায়গাটা আমি নিজে খুঁজে দেখতে চাই,' দৃঢ়ভাবে বলল লেফটেন্যান্ট। 'তাহলেই জানা যাবে কতটুকু সত্যি বলছে ও। তুমি বরং একটা ঘোড়া নিয়ে নাও, পার্টিন।'

শাইয়ানটাকে কিছু বলল এজেন্সি পুলিশ, নড করে নিজের ঘোড়ায় চড়ল সে। আলফকে ডেকে তার ঘোড়াটা নিয়ে চড়ল ল্যুক, এগোল অফিসারের সাথে। পাশাপাশি সবার আগে চলল হাফব্রীড আর শাইয়ান। নির্দেশ পেয়ে সৈন্যদের অর্ধেক অনুসরণ করল তাদেরকে। বাকিরা ঘোড়া থেকে নেমে ইয়ার্ডে অপেক্ষায় থাকল।

বনের মধ্যে দিয়ে খানিক উত্তরে এগিয়ে পশ্চিমে ঘুরল শাইয়ান, আধ মাইলমত এসে একটা বেরি ঝোপ নির্দেশ করল। অফিসারের নির্দেশ পেয়ে দু'জন সৈন্য ঝোপ সরিয়ে আলগা মাটির একটা ছোট ঢিবি দেখতে পেল। মাটি সরিয়ে হুইস্কির বোতল ভর্তি তিনটে বস্তা বের করল তারা। চোখে প্রশ্ন নিয়ে ল্যুকের দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট।

'আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না, অফিসার। এতদিন এটা সার্কেল-আরের লোকেরা দখল করে ছিল। ওদেরকে সরিয়ে মাত্র দু'দিন হয় আমি এখানে উঠেছি।'

শেষবারের মত চেয়েন্নির সাথে কথা বলে ওর দিকে তাকাল অফিসার। 'লাভ নেই, পার্টিন। তোমাকে গ্রেফতার করা হলো।'

শাইয়ানটার পাশে ঘোড়া এগিয়ে এনে থামল ও। কয়েকমুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ইন্ডিয়ান ভাষায় প্রশ্ন করল, 'কার কাছ থেকে টাকা খেয়েছ তুমি?'

থতমত খেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়ে বলল সে, 'তুমিই বিক্রি করেছ।'

লোকটার মুখের ওপর হাতের পিঠ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারল ল্যুক। অপ্রস্তুত লোকটা সামলানোর সুযোগ পেল না, ধপাস্ করে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল।

রিভলভার বের করে ফেলল লেফটেন্যান্ট, এগিয়ে এল ওর পাশে। 'খবরদার!' কড়া গলায় বলল। 'ভদ্রভাবে চলে এসো তুমি,

পার্টিন!'

তার নির্দেশমত প্রমাণ হিসাবে দুটো বোতল রেখে বাকিগুলো ভেঙে ফেলল সৈন্যরা। তারপর শ্যাকের দিকে ফিরে চলল দলটা।

ওদের দেখতে পেয়ে রেড এগিয়ে এল ল্যুকের কাছে। ওটিও এল পেছন পেছন। ওর চেহারা দেখে রেড প্রশ্ন করল, 'খারাপ খবর মনে হচ্ছে?'

'বনের মধ্যে কেউ কয়েক বোতল হুইস্কি লুকিয়ে রেখেছে, তাই ওরা আমাকে গ্রেফতার করেছে। এখন শোনো, ল্যারি, চাক ওয়াগন নিয়ে শ্যাক ছেড়ে এখুনি বনের মধ্যে সরে যাও। সতর্ক হয়ে সবসময় চলার ওপর থেকো যাতে শত্রু সহজে খুঁজে না পায়। মাঝে মাঝে শ্যাকের অবস্থা দেখে যেয়ো। রেড, শাইয়ানকে ভাল করে চিনে রাখো।'

'রেখেছি,' দাঁত কিড়মিড় করে বলল সে।

'হারামজাদার সব খবর গোপনে জেনে নাও। ওকে মারধোর করতে যেয়ো না, যা করার আমি করব বেরিয়ে এসে।'

'বের হওয়া খুব সহজ হবে না,' বিমর্ষ চেহারায় বলল পাঞ্চার। 'জামিনের জন্য অসম্ভব পরিমাণ টাকা দাবি করে গ্রীষ্ম পর্যন্ত হাজতে আটকে রাখবে, তারপর চালান করবে কানসাস কোর্টে। বরাবর এ-ই দেখে আসছি এখানে।'

'বের আমি হবই,' ল্যুক বলল। 'সেই পর্যন্ত ক্রুদের যাতে কোন সমস্যা না হয় তা তুমি দেখবে, রেড।'

লোকটাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে লেফটেন্যান্টের কাছে চলে এল ও। 'আমি তৈরি, লেফটেন্যান্ট। চলো, কোথায় নিয়ে যাবে।'

নীরবে ক্রীকের দিকে চলতে শুরু করল দলটা। পেছন থেকে অসহায়ের মত দেখতে থাকল ল্যারি আর রেড।

ঘটনাটা নিয়ে সারা পথ চুপচাপ ভাবল ল্যুক। সন্দেহ নেই

শাইয়ানটাকে কেউ ব্যবহার করেছে। কিন্তু কে হতে পারে সে, কানিঙ না সার্কেল-আর? ওর মন বলছে এযরা মাইলসই দায়ী এজন্য। কাল তাকে ফিরিয়ে দেয়ার পর কাহিনী সাজানোর যথেষ্ট সময় পেয়েছে সে, কানিঙ অত সময় পায়নি। অন্যদিকে হুইস্কির মওজুদ আর ইন্ড্রিয়ান আনুগত্য, দুটোই কানিঙের আছে। সন্দেহ দু'পক্ষকেই হয়, কিন্তু এককভাবে কাউকে দায়ী করতে পারল না ও।

ডার্লিঙটনে পৌঁছে ওকে এজেন্টের হাতে তুলে দিল লেফটেন্যান্ট। তাড়াহুড়ো করে সংক্ষিপ্ত আদালত বসল, প্রাথমিক শুনানি শেষে ল্যুকের জামিনের জন্য রায়ে পাঁচ হাজার ডলার ধার্য করা হলো। অনাদায়ে ওকে কানসাসের উচ্চ আদালতে পাঠানোর আগে পর্যন্ত হাজতে থাকতে হবে।

সন্ধ্যায় এজেন্সি বিল্ডিঙের দোতলার একটা সেলে এনে তালাবন্দী করল ওকে জেলর। সেলের বাইরে করিডরে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে রেখে চলে গেল।

সেলের কটে শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল চিন্তিত পার্টিন। রেড ফ্রস্টের কথাই সত্যি হলো—জো লারকিন্সের মত খুন না হলেও আটকে গেছে ও লম্বা সময়ের জন্য।

ওদিকে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রেড। শহরের সব জায়গাতেই মানুষ জটলা করছে, ল্যুকের হুইস্কি পেডলিঙ নিয়ে রসাল আলোচনা করছে। ঘুরে ঘুরে এ জটলা ও জটলায় কান পেতে শাইয়ানটার সব খবরই জোগাড় করল সে। পরে সেন্ট্রাল হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল। কিছুদূর ঘোড়া ছোটানোর পর বাঁদিকের এক গলি থেকে আরেকটা ঘোড়া বেরিয়ে এল, ওকে পেছনে ফেলে চলে গেল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওটার রাইডার মুহূর্তের জন্য গতি কমাল, নিচু গলায় বলে গেল, 'রেড ফ্রস্ট, সামনে আমি তোমার অপেক্ষা করব। আমাকে

অনুসরণ কোরো। কেউ যেন টের না পায়।'

রাইডারের পরনে পুরুষের পোশাক হলেও গলাটা মেয়ের। ও কিছু বলার আগেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে। দ্বিধায় পড়ল রেড। একটু পরেই অবশ্য তা ঝেড়ে ফেলল, কারণ ও জানে আর যাই হোক, বেন কানিঙের সাথে কোন মেয়ের অন্তত সম্পর্ক নেই। আর এরকম চমৎকার গলার মেয়ের সঙ্গে তো নেইই।

ব্যস্ত এলাকা পেরিয়ে এসে একটা ছোট রাস্তায় রাইডারকে অপেক্ষা করতে দেখল ও। ওকে দেখে ঘোড়ার মুখ পুবে ঘুরিয়ে দিল রাইডার। এগোল ধীর গতিতে। ফ্রস্ট কিছুটা দূরত্ব রেখে অনুসরণ করল তাকে। কিছুটা ফাঁকায় এসে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে মেয়েটির পাশে চলে এল। 'তোমার পরিচয় পেলে খুশি হই মিস্।'

'আমি লিসা হপকিন্স। কালকে তোমাদের ওখানে দেখেছ আমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল সে। গম্ভীর গলায় বলল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'আমাদের বাড়ি। বাবা তোমার সাথে কথা বলতে চায়।'

শহর ছাড়িয়ে আধমাইল এগোনোর পর রাস্তা ছেড়ে একটা বাড়ির পথ ধরল ওরা। ওটার পোর্চে থামল। ঘোড়া বেঁধে হলরুমে ঢুকে লিসা উঁচু গলায় বলল, 'এই যে বাবা! তোমার লোককে নিয়ে এসেছি!' পার্লারে ঢুকে গেল সে।

ওর পেছন পেছন এল ফ্রস্ট। বড় এক ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জন হপকিন্স। ওর হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি রেড ফ্রস্ট। পার্টিনের লোক, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এসো, বোসো।'

বসল ফ্রস্ট। হপকিন্স বসতে লিসা এসে তার চেয়ারের হাতলে বসল। 'আদালতের কথা শুনেছি,' চেয়ারে ঝুঁকে এল হপকিন্স। 'জামানতের টাকা আছে পার্টিনের কাছে?'

ইতস্তত করে বলল ও, 'অত টাকা নেই বলেই জানি।'

'আমার আছে। আমি দেব।'

আঁতকে উঠল মেয়েটি। দাঁড়িয়ে পড়ল সোজা। 'কি বলছ! ল্যুক পার্টিনকে জামিন নিতে তুমি টাকা দেবে, বাবা?'

'হ্যাঁ,' দৃঢ় স্বরে বলল সে। 'ওর মত একটা ছেলের জেলে পড়ে থাকা ঠিক নয়।'

'তুমি কি বলছ জানো না, বাবা!' চড়ে গেল লিসার গলা, 'এ জানলে এই লোকটাকে কখনোই তোমার কাছে আনতাম না!'

'কেন আপত্তি করছ তুমি?' মেয়ের দিকে তাকাল হপকিন্স।

'কারণ এসব কানিঙের কানে গেলে আমরা বিপদে পড়ব!'

রেডের দিকে তাকাল হপকিন্স। 'কথাটা গোপন রাখতে পারবে?'

জবাবে ওকে অনিশ্চিতভাবে মাথা দোলাতে দেখে তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল মেয়েটি, 'তাছাড়া লোকটা তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে যে সমস্ত বিচ্ছিরি মন্তব্য করেছে, সেসব তুমি ভুলে গিয়েছ বাবা?'

ম্লান হয়ে উঠল হপকিন্সের চেহারা। 'ঠিকই তো বলেছে সে। সত্যিই আমি ভীতু মানুষ। তারওপর বয়স হয়েছে, কানিঙের মোকাবিলার সামর্থ্যও নেই। কিন্তু তাই বলে কেউ যদি তা করতে চায়, তার পাশে দাঁড়াব না? রাগ করে দূরে সরে থাকব?'

পা ঠুকল লিসা। 'লোকটাকে সাহায্য করতে গিয়ে সবকিছু হারানোর ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না! ল্যুক পার্টিন মোটেই এর যোগ্য নয়!'

'লিসা!' মেয়েকে ধমক দিয়ে নিজের থলথলে বপু টেনে তুলল হপকিন্স। 'ল্যুক পার্টিন সাহসী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে

বিপদকে তুচ্ছ করেছে। তাকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।' এগিয়ে গিয়ে ঘরের এক কোণের কেবিনেট থেকে ক্যানভাসের ভারী একটা ব্যাগ বের করে আনল সে। রেডের কোলের ওপর ওটা রেখে বলল, 'পার্টিন তোমাকে বিশ্বাস করতে পারলে আমারও পারা উচিত। কুড়ি ডলারের দুশো পঞ্চাশটা গোল্ড কয়েন আছে ওতে, ল্যুক পার্টিনকে জেল থেকে বের করে নিয়ে এসো।'

অবিশ্বাসের সাথে কোলের ওপর পড়ে থাকা ব্যাগটা দেখল রেড। তারপর ধীরে ধীরে চোখ তুলল। 'কি শর্তে টাকাটা দিচ্ছ?'

স্থির চোখে ওর দিকে তাকাল হপকিন্স। 'কোন শর্ত নেই আমার বিশ্বাস ও বাদমাশদের শায়েস্তা করতে মুখিয়ে আছে, সেট হলেই আমি সন্তুষ্ট হব।'

'পরেরবার লোকটা যদি খুনের দায়ে জেলে ঢোকে, বের করে আনতে আরও টাকার জোগাড় রেখো তুমি, বাবা!' বিরক্ত গলায় বলল মেয়ে।

পাত্তা দিল না হপকিন্স। 'তুমি যাও, রেড।'

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে লিসাকে এক নজর দেখে বেরিয়ে এল ফ্রস্ট। শহরের পথে ফিরে চলল খুশিমনে। কাল সকালেই মুক্ত ল্যুকের চেহারা কেমন দেখাবে কল্পনা করে হাসল মনে মনে।

লিভারি স্টেবলে ঘোড়া রেখে হোটেলের লবিতে এসে ঢুকল ও। কাউন্টারের দিকে এগোতে গিয়ে একটা চেয়ারে বসা ল্যারির ওপর চোখ পড়ল। ওকেই দেখছে সে। তার দিকে এগিয়ে গেল ফ্রস্ট। 'তুমি?'

'ল্যুককে ধরে আনার কিছুক্ষণ পর কানিঙ শ্যাকে গিয়ে উঠেছে সব নিয়ে,' গম্ভীর স্বরে বলল সে।

'পুড়িয়ে দেয়নি তাহলে?'

'কালা নাকি, শুনতে পাও না? বললাম না দলবল নিয়ে উঠে বসেছে!' কর্কশ গলায় বলল ল্যারি। 'ওখানেই থাকবে।'

শ্রাগ করে কাউন্টারের দিকে এগোল রেড। দোতলার কোনায় একটা ডবল রুম দিতে বলল ক্লার্ককে। তার পেছন পেছন আসা ল্যারি টক গেলা চেহারা করে বলল, 'আমি থাকছি না।'

'তুমি থাকছ,' সহজ গলায় বলল রেড।

ল্যারির ভাঁজ করা মুখ দৃঢ় হয়ে উঠল। 'আমি তোমাকে বলেছি আমি থাকছি না। আর যদি থাকিও, তোমার সাথে এক রুমে কিছুতেই নয়।'

তার কনুই ধরে কিছুটা দূরে সরিয়ে আনল ফ্রস্ট, স্বর নামিয়ে বলল, 'আমার ওয়ার ব্যাগটা দেখছ? এর মধ্যে পাঁচ হাজার ডলার আছে। ল্যুকের জামিনের টাকা। ছেলেমানুষী ছেড়ে এখন এসো আমার সাথে, সকাল পর্যন্ত পাহারা দিয়ে রাখো এটা।'

বড় বড় চোখ করে ওকে বেশ কিছুক্ষণ দেখল বৃদ্ধ, তারপর নড করল। ওপরে এসে রুম ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল ওরা। বিছানায় বসে বুট খুলছে রেড। ল্যারি বলল, 'টাকাটা দেখা যাবে?'

ব্যাগটা তার দিকে ঠেলে দিল ও। খুলে দেখল ল্যারি, তারপর দু'হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'পালিয়ে যাব নাকি ব্যাগটা নিয়ে?'

চোখ মোটা করে জবাব দিল ফ্রস্ট, 'জাহান্নামে যাও।'

একটু পর শুয়ে পড়ল দু'জনে।

সাত

ভোরে নাশতা খাচ্ছে ল্যুক, এই সময় রেড আর ল্যারিকে তার সেলের সামনে পৌঁছে দিল জেলর। লোকটা চলে যাওয়ার পর

রাগে বিস্ফোরিত হলো রেড ফ্রস্ট। 'ল্যুক! তোমার এই বেড়ে ফোরম্যান ব্যাটা একটা আস্ত সিঁদেল চোর!'

'তুমি একটা মিথ্যুক!' পাল্টা হুঙ্কার ছাড়ল ল্যারি। 'ফের ওরকম কথা বললে টেনে তোমার জিভ ছিঁড়ে ফেলব!'

রাগে চেহারা লাল হয়ে আছে রেডের। ল্যারির অবস্থাও ভাল নয়। যে কোন মুহূর্তে মারামারি শুরু করে দেবে দু'জনে, এমন অবস্থা।

খাওয়া ফেলে উঠে এল ল্যুক। 'থামো তোমরা! কি হচ্ছে এসব?'

ধমক খেয়ে চুপ করল ওরা। কি ঘটেছে দু'জনকে প্রশ্ন করে জেনে নিল ল্যুক—ব্যাপার হচ্ছে ওর জামিনের টাকাটা রাতে হাওয়া হয়ে গেছে রেডের ব্যাগ থেকে। রেডের বিশ্বাস রাতে কোন এক ফাঁকে টাকাটা বের করে ল্যারি বাইরে কোথাও লুকিয়ে রেখে এসেছে। অথবা পরিচিত কারও কাছে পাচার করেছে। অন্যদিকে ল্যারির ধারণা, চুরির দায় ওর মাথায় চাপাবে বলেই রেড গতরাতে ওকে নিয়ে এক রূমে উঠেছে। আসলে টাকা সে-ই মেরে দিয়েছে।

মুক্ত হওয়ার এমন একটা সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে জেনে মুষড়ে পড়ল ল্যুক পার্টিন। পিছিয়ে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল কটে। তার অসহায় চেহারা দেখে শান্ত হয়ে গেল রেড-ওটি। ফ্রস্ট একটু পর এত টাকা কোথায় পেয়েছে, তা জানাল ল্যুককে। বেন কানিঙ শ্যাকে উঠে বসেছে, ওটি বলল সে কথা। নীরবে শুনে গেল যুবক, চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটল না। মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। একসময় বলল, 'তোমরা ওয়াগনের কাছে ফিরে যাও। আমি ভেবে দেখি কি করা যায়।'

এই সময় টিনা হাওয়ার্থ এল দেখা করতে। ওকে দেখে উঠে এল ল্যুক, গরাদ ধরে দাঁড়াল। রেড ও ল্যারি একটু পিছিয়ে জায়গা

করে দিল মেয়েটিকে।

'আমি দুঃখিত, ল্যুক,' বলল টিনা। 'আমার কথা শোনা উচিত ছিল তোমার।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' চিন্তিত গলায় বলল ও। ল্যারি ও রেডকে পরিচয় করিয়ে দিল তার সাথে। মেয়েটি ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ ল্যুকের হাতে তুলে দিল গরাদের ফাঁক দিয়ে। 'একটু আগে পেলাম ওটা। দরজার নিচ দিয়ে কেউ ঠেলে দিয়েছিল।'

ভাঁজ খুলে স্বাক্ষরবিহীন লেখাটা পড়ল ল্যুক। ওটায় লেখা: ল্যুক পার্টিনকে জানিয়ে দাও, সে যদি জামিনে বের হয় তাহলে জো লারকিন্সের পথে যেতে হবে তাকে। শেষ করে কাগজটা রেড আর ল্যারিকে পড়তে দিল ও।

'আমার কথা শোনোনি বলে প্রথমে খুব রাগ হয়েছিল তোমার ওপর,' টিনা বলল। 'কিন্তু এটা পাওয়ার পর মনে হচ্ছে তুমি ঠিক কাজ করেছ।'

একটু থামল ও। 'বাবা কিছু টাকা রেখে গিয়েছিল মারা যাওয়ার আগে। খুব বেশি নয়, তবে তোমার জামিন হয়ে যাবে ওতে।'

সাথে সাথে বাধা দিল ল্যুক, 'ধন্যবাদ, টিনা। ওই টাকা আমি নিতে পারব না।'

আহত চেহারা হলো মেয়েটির। 'এছাড়া তোমাকে সাহায্য করার মত আমার যে আর কিছু নেই।'

'চিন্তা কোরো না, টিনা, আমি বের হবই।' রেড আর ল্যারিকে বলল ল্যুক, 'তোমরা যাও ওর সাথে। দেখো গিয়ে এ ব্যাপারে কিছু খোঁজ করে জানতে পারো কি না। আমি বের হয়ে না আসা পর্যন্ত সতর্ক থেকো। যাও।'

সবাইকে বিদায় করে কটে শুয়ে পড়ল ল্যুক পার্টিন। ভাবছে।

চিঠিটা যে-ই লিখুক, কায়দা করে হুমকিটা টিনাকেই দিয়েছে, ও যেন ল্যুকের জামিনের ব্যাপারে সাহায্য করতে না এগোয়। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো, হুমকি অগ্রাহ্য করে মেয়েটি ঠিকই সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে।

পাশ ফিরল ও। পালের গরুগুলোর কথা ভাবল, ওগুলো বিক্রি করলে টাকাটা জোগাড় হয়ে যাবে, কিন্তু ধারণাটা তক্ষুণি বাতিল করে দিল। কারণ রিজার্ভেশনে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ওগুলোর একান্ত প্রয়োজন। ওগুলোই ওর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কাজেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল ল্যুক। দেখা যাক কি হয়।

হপকিন্সের অযাচিত সাহায্য নিয়ে ভাবল। রেড আর ল্যারি পরস্পরকে চোর ঠাউরে বসে আছে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ওদের কেউই এ কাজ করেনি। তাহলে কে? রেডের মুখে শোনা পুরো কাহিনী নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামাতেই চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। টাকাটা কার কাছে আছে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছে। তথ্যটা মনে গেঁথে রাখল সময়মত ব্যবহার করবে বলে।

হঠাৎ সেলের বাইরে করিডরে ঝোলানো লণ্ঠনটার ওপর চোখ আটকে গেল ল্যুকের। পেরেকে ঝুলছে ওটা নাগালের বাইরে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ওর। কট থেকে নেমে পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগোল। গরাদের ফাঁক দিয়ে যতটা সম্ভব ডানে বাঁয়ে দেখে নিল ভাল করে। পিছিয়ে এসে আবার শুয়ে পড়ল। হাসছে ল্যুক মনে মনে। সন্তুষ্টি ছড়িয়ে আছে চেহারায়। একসময় গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল ও।

খাওয়ার জন্য সারাদিনে দু'বার ওর ঘুম ভাঙানো হলো। সন্ধ্যার পর জেলর রাতের খাবার রেখে যেতে বড় চামচটা তুলে নিল ল্যুক। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে শুনে ওটার চ্যাপ্টা হাতল দিয়ে কটের স্ক্রুগুলো ঢিলা করে রাখল। তারপর খাবার খেয়ে আবার শুয়ে থাকল। পরে জেলর থালা-বাটি ফিরিয়ে নিতে

এলে তার কাছ থেকে কিছু দেশলাইর কাঠি চেয়ে নিল ও। লোকটা যাওয়ার সময় লণ্ঠনে তেল আছে কি না দেখে নিয়ে আলো কমিয়ে রেখে গেল।

কান পেতে অপেক্ষায় থাকল ল্যুক পার্টিন। মাঝরাতের দিকে সব শব্দ থেমে যেতে কাজে লেগে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যে সবক'টা স্ক্রু খুলে কাঠের কট খুলে ফেলল দ্রুত। দু'পাশের দুই সাড়ে ছয়ফুটী লম্বা আড়ার একটা গরাদের ফাঁক দিয়ে ঝুলন্ত লণ্ঠনটার দিকে এগিয়ে দিল ও এবার। বেশ কিছুক্ষণ কসরত করে ওটার মাথা লণ্ঠনের আংটার মধ্যে ভরে দিয়ে একটু উঁচু করল। পেরেক থেকে উঠে পড়ল লণ্ঠন, কাঠ বেয়ে সড়সড় করে পিছলে নেমে এল। শিকের ফাঁক দিয়ে ওটা ভেতরে নিয়ে এসে কান পাতল ল্যুক, নাহ্! কোথাও কোন শব্দ নেই।

এবার কটের সব কাঠ, ম্যাট্রেস, ব্ল্যাঙ্কেট, বালিশ রুমের মাঝখানে স্তূপ করল পার্টিন। খাবার পানির কলসি থেকে স্তূপের চারপাশে গোল করে খানিকটা পানি ঢেলে ভিজিয়ে দিল কাঠের ফ্লোর, তারপর লণ্ঠনের ছিপি খুলে কাঠের ওপর কেরোসিন ঢেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। মুহূর্তে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

দেখতে দেখতে কট পুড়ে ফ্লোরের কাঠে আগুন ধরে উঠল। কিছুক্ষণ পর কলসির বাকি পানিটুকু আগুনের চারপাশে ঢেলে দিল ল্যুক, যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে আগুন। ধোঁয়া আর গরমে সিদ্ধ হওয়ার অবস্থা ওর, উবু হয়ে বসে গরাদের বাইরে নাক বের করে শ্বাস টানছে। চোখ জ্বালা করছে। ফ্লোরের কাঠ ফাটছে চড়চড় শব্দে। বুক কাঁপছে ওর, শেষ পর্যন্ত সফল হওয়া যাবে কি না ভেবে উদ্বিগ্ন।

উত্তেজনাকর কতটা সময় পেরিয়ে গেছে বলতে পারবে না, ল্যুক। হঠাৎ নিচে কারও দৌড়ানোর শব্দ উঠল, তারপরই

নিচতলার একটা দরজায় জোর আঘাত করে চ্যাঁচাল কেউ, 'শিগগির উঠো! আগুন! আগুন লেগেছে!' লোকটা নিশ্চই সেন্ট্রি, ভাবল ল্যুক। ধোঁয়া দেখতে পেয়েছে।

উঠে গিয়ে বুট দিয়ে জোরে আগুন ঠুকতে লাগল ও, পুড়ে যাওয়া ফ্লোরের একখণ্ড কাঠ খসে পড়ল নিচে। কিন্তু যথেষ্ট হলো না ফাঁকটা, দম নিয়ে আবার ঠুকতে শুরু করল। এবার আরও জোরে। পাশের আরেকটা টুকরোও খসে পড়ল। আর একটু বড় করা দরকার ফাঁকটা, কিন্তু সময় পাওয়া যাবে কি? নিচে তখন সেন্ট্রির সাথে আরেকটা উত্তেজিত গলা যোগ হয়েছে, 'কোথায়? কোথায় লেগেছে আগুন?'

'দোতলায়! পার্টিনের সেলে!'

'আমি যাচ্ছি! তুমি সবাইকে ডাকো!'

পরমুহূর্তে সিঁড়িতে ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ উঠল। বেহুঁশের মত পা দিয়ে ঠুকে চলেছে ল্যুক। শক্ত, মজবুত কাঠ, আগুন ধরলেও ভালভাবে পুড়তে সময় দরকার, কিন্তু হাতে সময় নেই। সিঁড়ির শব্দ প্রায় ওপরের করিডরে পৌঁছে গেছে। মরিয়া হয়ে দু'পায়ে খাড়া লাফ মারতে শুরু করল ও। তৃতীয়বারের চেষ্টায় আরেকটা জ্বলন্ত কাঠ খসে গেল, ওটাসহ নিচে রওনা হয়ে গেল ল্যুক। নিচে কি আছে জানা নেই, দেখারও সময় নেই, নেমে চলেছে। হঠাৎ ওপর থেকে কানে পৌঁছল জেলরের হাঁক। 'হারামজাদা পার্টিন পালিয়েছে! শিগগির বিল্ডিঙ ঘিরে ফেলো!' চিৎকার করতে করতে লোকটা নেমে আসছে টের পেল ল্যুক।

সোজা নিচের এক টেবিলের ওপর পড়ল ও। সাথে সাথে উল্টে গেল ওটা। আগুনের আভায় বোঝা গেল এটা একটা অফিস রুম। সামনে-পেছনে দুটো দরজা, দেখেই বোঝা যায় বাইরে থেকে বন্ধ। সামনের দরজায় কান পাততে খুব কাছে পায়ের শব্দ শুনল ও। দ্রুত দুটো টেবিল ঠেলে দরজা আটকে দিল। কয়েক

মুহূর্ত পর বাইরে তালা খোলার শব্দ হলো, পরপরই ধাক্কা পড়ল দরজায়। হাতের কাছে কাগজপত্র বোঝাই একটা শেলফ পেয়ে সেটাও ঠেলে নিয়ে টেবিলের সাথে ঠেকিয়ে দিল ও। দরজা খুলতে না পেরে পার্টিনের চোদ্দ পুরুষ চেঁচিয়ে উদ্ধার করতে শুরু করল জেলর, গুলি করে মারার হুমকি দিল।

হঠাৎ পেছন দরজার তালা খোলার মৃদু শব্দ কানে ঢুকল ওর। টেবিল থেকে একটা কাঠের ভারী রুলার তুলে নিয়ে তিনলাফে ওটার পাশে পৌঁছে গেল। ধীরে ধীরে দরজা খুলে পিস্তল বাগিয়ে ভেতরে ঢুকল এক লোক। পরমুহূর্তে কপালে ভারী রুলারের বাড়ি খেয়ে অন্ধকার দেখল চোখে। এই ফাঁকে তার পিস্তল কেড়ে নিল ল্যুক, কানের পাশে বাঁট দিয়ে মেরে ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করল। তালায় চাবি ভরেই রেখেছিল সেন্ট্রি, তাকে আরও ভেতরে টেনে এনে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল ও।

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তার দিক থেকে ছুটে আসতে থাকা অনেক জোড়া ভারী বুটের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সামনের গেটের কাছে জড়ো হওয়া দর্শকদের উত্তেজিত কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। তার সাথে বিল্ডিঙের ওপাশ থেকে জেলরের চিৎকার আর দরজা ধাক্কানোর শব্দও।

বাউন্ডারি ওয়ালের দিকে রওনা হলো ল্যুক। বিল্ডিঙের কোনা ঘুরতেই কয়েকটা কাঠামো দেখল ছুটে আসছে এদিকে। চট্ করে পিছিয়ে এসে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। অন্ধকারে লোকগুলো পাশ কেটে চলে যেতে এক দৌড়ে বাউন্ডারি ওয়াল টপকাল। কেউ নেই এদিকে, সবাই ভিড় করছে গেটে। বেশ কয়েকটা ঘোড়া দেখল ও কিছুটা দূরে। সম্ভবত দর্শকদের। বাছাই করে একটা ঘোড়া নিয়ে খানিক দূর হেঁটে সরে এল ল্যুক, তারপর চড়ে বসল স্যাডলে। উত্তেজিত, বিভ্রান্ত মানুষগুলো টেরই পেল না কিছু।

রাত শেষ হতে বাকি নেই খুব একটা। এই অন্ধকারে ওয়াগন

খুজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব জানে প্যাটন, তবু খুজতে হবে। ভোর হতেই পাসি ছুটে আসবে, ঘোড়ার ট্র্যাক দেখে ওর কাছে পৌঁছতে সময় লাগবে না তাদের, অতএব থামা চলবে না। মাইল তিনেক ক্রীকের পাড় ধরে বনের মধ্যে দিয়ে উত্তরে এগোল ও, তারপর থেমে পড়ল আচমকা কারও চাপা হাঁক শুনে। 'কে যায়!'

রেডের গলা চিনল ও। উত্তর দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে সবাইকে জাগাল সে ঘুম থেকে। চোখ ডলতে ডলতে এসে জড়ো হলো ক্রুরা। ওদের জেল থেকে পালানোর ঘটনা সংক্ষেপে বলল ল্যুক। এতদিন যে ল্যারি ওর কাজ কারবার অপছন্দ করে এসেছে, আজ তার মুখে পর্যন্ত নীরব অনুমোদনের হাসি।

স্পেন্সকে দুটো ঘোড়া সাজিয়ে আনতে বলে কুককে একটা কম্বলে কিছু খাবার বেঁধে দিতে বলল ল্যুক। তারপর ফিরল ল্যারির দিকে। 'আমার ধারণা দুপুরের আগেই পাসি পৌঁছে যাবে এখানে।' সঙ্গে নিয়ে আসা ঘোড়াটাকে নির্দেশ করল। 'ওটাকে যতদূরে পারো নিয়ে যাও, ছেড়ে দিয়ে এসো। এদিককার সবকিছু দেখে শুনে রাখার ভার তোমার। ঠাণ্ডা মাথায় যা কিছু করার কোরো। লক্ষ রেখো যেন আমাদের গরুগুলোকে কেউ হজম করে ফেলার সুযোগ না পায়। এ অঞ্চলটা রেড ভাল চেনে, তাই ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাবে তুমি?' ল্যারি বলল।

রেডের দিকে তাকাল ল্যুক। 'ওই শাইয়ানট র ব্যাপা. কিছু জানতে পারলে?'

নড করল পাঞ্চার। 'ব্যাটা থান্ডার বুলের দলে ছিল, নাম গ্রে হর্স। হারামীপনার জন্য কিছু দিন আগে চীফ ওকে দল থেকে বের করে দিয়েছে। সেই থেকে সিমারনের সল্টফর্কে কিছু শাইয়ান ঘোড়া চোরের সাথে গিয়ে দল বেঁধেছে।'

পার্টিনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল 'জেলে বসে ভাবনা চিন্তা

করে দেখেছি,' গম্ভীর গলায় বলল, 'হুইস্কি পেডলিঙের দায় আমার কাঁধে যে-ই চাপাক, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে আটকে রাখা অথবা আউটল বানানো। তাহলে নির্ঝঞ্ঝাটে আমার রেঞ্জ দখল করে রাখতে পারবে সে। আমার ধারণা এ কাজ বেন কানিঙ অথবা জেক হামফ্রের। রেঞ্জটা লীজ নেয়ার পর থেকে একমাত্র ওরাই পেছনে লেগে রয়েছে। এবং আমি নিশ্চিত এই দুই দলের কোন একটা জোকে খুন করেছে। আমি যাচ্ছি আগে ওদের সাইজ ছোট করতে। তারপর বের করব কে খুন করেছে ওকে।'

'কি ভাবে করবে কাজটা?' অনিশ্চিত শোনাল ল্যারির গলা।

'এখনও জানি না,' স্বীকার করল ল্যুক। 'শাইয়ানটার কাছ থেকে আগে জানব কে হুইস্কি পেডলিঙের ঘটনা সাজিয়েছে। তারপর ভেবে চিন্তে এগোব। ততদিনে হয়তো আমাকে ধরে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণাও হয়ে যাবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ, ল্যারি?'

তাকে নড করতে দেখে আবার বলল, 'এই জন্যই দলের নেতৃত্ব এমন একজনের হাতে থাকা উচিত যার গায়ে দাগ নেই। কর্তৃপক্ষ যাকে গ্রেফতার করতে পারবে না। তুমি হলে সেই লোক, ল্যারি। তাই তোমার বদলে রেডকে সঙ্গে নিচ্ছি।'

'ও তোমাকেসুদ্ধ চুরি করবে এবার,' ফ্রস্টের দিকে চোখ মোটা করে চেয়ে বলে বসল সে।

এত কষ্টেও হাসি পেল ল্যুকের। 'ওসব কিছুই ঘটবে না। টাকাটা তোমরা কেউ চুরি করেছ বলে আমি বিশ্বাস করি না।' বাকি ক্রুদের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা কেউ আমাকে দেখোনি, পাসির কথা বোঝার চেষ্টাও করবে না। যা বলার ল্যারি বলবে, বুঝতে পেরেছ সবাই?'

মাথা দোলাল সবাই। বুঝছে।

ল্যারির সাথে হাত মেলাল ও। 'দু'একদিনের মধ্যেই দেখা

করে যাব।'

পরদিন ভোররাতে আচমকা হামলা করে ধরে ফেলল ওরা শাইয়ানটাকে। চার সঙ্গীসহ ঘুমিয়ে ছিল ব্যাটা টিপীর মধ্যে। তার সঙ্গীদেরকে পিস্তলের মুখে খালি গায়ে সিমারনের ঠাণ্ডা গলা পানিতে বসিয়ে রাখল ফ্রস্ট। আর ওপরে ল্যুকের বেদম মার অসহ্য হয়ে উঠলে এক সময় মুখ খুলল গ্রে হর্স। স্বীকার করল সেদিনের ঘটনাটা জেক হামফ্রে সাজিয়েছিল। বেন কানিঙের এক গোপন আস্তানা থেকে হুইস্কির বোতলগুলো চুরি করে ওখানে লুকিয়ে রেখে ওকে দিয়ে মিথ্যা বলিয়েছে সে।

ফিরে আসার পথে ল্যুকের মুখ থেকে সব শুনল পাঞ্চার। গম্ভীর মুখে বলল, 'এখন কি করবে, ল্যুক? ত্রিশজন ক্রুর শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বে কিভাবে?'

ওর চেহারায় হাসির আভাস ফুটল। 'তিন পক্ষের লড়াই হলে রাস্তা একটা বেরিয়ে আসবেই।'

ভুরু কোঁচকাল ফ্রস্ট। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে বলল, 'মানে, দুই শয়তানের একটার সাথে মিত্রতা করে অন্যটাকে খতম করবে?'

'না। দুই শয়তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেব। তারপর ওরা যখন কাবু হয়ে আসবে তখন আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব

শব্দহীন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পাঞ্চারের চেহারা। 'কি নিয়ে লড়বে ওরা?'

'সেটা আমরা পরে ঠিক করে নেব। আগে চলো জন হপকিন্সকে ঠাণ্ডা করে আসি। সে যে তার টাকাটা ফেরত পাবে তা তাকে জানানো উচিত।'

আট

সন্ধ্যার কিছু পরে জন হপকিন্সের বাড়ির সামনে ঘোড়া থামাল পার্টিন। ভেতরে বাইরের কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে দরজায় নক্ করল রেড ফ্রস্ট।

লিসা হপকিন্স দরজা খুলল। 'ও, তুমি!' বিরক্তি ফুটল তার বলার মধ্যে।

'আমরা।' শুধরে দিয়ে ভেতরে পা বাড়াল পাঞ্চার। দ্রুত সরে জায়গা করে দিল মেয়েটি। পরমুহূর্তে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে হ্যাট খুলে দাঁড়াল ল্যুক। অবাক বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল লিসার মুখ। কয়েকমুহূর্ত পর কথা খুঁজে পেয়ে বলল, 'তুমি জানো না তোমাকে ধরে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে?'

'হবে জানতাম।'

'নিজের মতলব হাসিল করতে অন্যকে বিপদে ফেলতেও বাধে না তোমার, না?' মেয়েটির গলা চড়ে উঠল।

'তোমার বাবার সাথে কথা বলব আমরা,' নিস্পৃহ গলায় বলল পাঞ্চার।

ঝট্ করে তার দিকে ফিরল ও। 'আশ্চর্য! বাবার অতগুলো টাকা মেরে দিয়েও সাধ মেটেনি তোমার, আবার এসেছ কথা বলতে!' ওদের বসতে বলার সৌজন্যতাটুকুও দেখাল না মেয়েটি। জোরপায়ে হেঁটে গিয়ে লিভিঙ রুমের দরজায় থামল। চড়া গলায় বলল, 'বাবা! তোমার জেল পালানো পাখিরা এসেছে!'

দ্রুত হলরুমে বেরিয়ে এল বিভ্রান্ত হপকিন্স। তাকে দেখে সরাসরি কাজের কথা পাড়ল রেড। 'হপকিন্স, আমি দুঃখিত। তোমার টাকাটা আমার হোটেল রুম থেকে চুরি হয়ে গেছে।'

'আসলে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ তুমি, এই তো?' লিসা বলে উঠল। 'পরে সুযোগ বুঝে লোপাট করার ইচ্ছা।'

'লিসা!' চাপা ধমক লাগাল বাবা। 'থামো তুমি, ওকে বলতে দাও।'

'এর বেশি কিছু বলার নেই আমার।' অসহায় চেহারা হলো রেডের। 'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়েছি, সকালে দেখি দরজা বন্ধই আছে অথচ টাকাটা নেই।'

শ্লেষের গলায় বলল লিসা, 'তোমার বাঁ হাত কি করছে তা বোধহয় ডান হাতকে জানতে দিতে চাওনি তুমি!'

এবার কথা বলে উঠল ল্যুক পার্টিন। 'অবিশ্বাস্য শোনালেও ব্যাপারটা সত্যি। সে যা হোক, ঝুঁকি নিয়েও তুমি টাকা দিয়েছ, কাজেই ও টাকা আমাকে শোধ করতেই হবে। আমার জামিনের কাজে লাগলে এমনিতেই ওটা ছয়মাস সরকারের কাছে জমা পড়ে থাকত। আমি আশা করছি সেই সময়ের মধ্যেই টাকাটা ফেরত দিতে পারব।'

পাশ থেকে ঠোঁট উল্টে ফোড়ন কাটল লিসা। 'সরকার ততদিন চোখ বন্ধ রাখবে বুঝি!'

'লিসা!' এবার কড়া গলায় ধমকে উঠল হপকিন্স। 'ওকে কথা বলতে দাও।'

'মিস্টার হপকিন্স,' গম্ভীর চেহারায় ল্যুক বলল, 'মনে হচ্ছে তোমার মেয়ে আমাকে কিচেনে নিয়ে কিছু বলতে চায়।' লিসার দিকে ফিরল ও। 'আমি শুনতে রাজি আছি, মিস হপকিন্স।' তার বাহু শক্ত করে ধরল ও। মেয়েটির হাত ছাড়ানোর চেষ্টা সত্ত্বেও টেনে নিয়ে এল কিচেনে, দরজা ভিড়িয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল।

চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমাকে তুমি পছন্দ করো না তা বুঝতে পারি, কিন্তু কারণটা জানি না।'

ক্ষিপ্ত লিসা বাহু ডলতে ডলতে বলল, 'কারণ আমার বাবার উদারতার সুযোগ নিচ্ছ তুমি। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঝোঁকের মাথায় যা ইচ্ছা তাই করে ডুবতে বসেছ। এখন বাবার পা অবলম্বন করে ভেসে উঠতে চেয়ে তাকেও ডোবাতে চাইছ। আমি তা হতে দেব না কিছুতে।'

'তার মানে এখন থেকে তুমি আমার বিরুদ্ধে লড়বে?'

'যতটুকু ক্ষমতা আমার আছে তার সবটুকু দিয়ে!'

'আমার কিন্তু তেমন মনে হয় না,' অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ও।

'তাহলে আমাকে চিনতে পারোনি তুমি এখনও!'

'কিছুটা চিনেছি, মিস হপকিন্স,' টেনে টেনে বলল ও। 'তোমার বাবাকে যদি সে কথা বলি, তোমার কিন্তু শুনতে ভাল লাগবে না।'

হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল লিসা। 'কি কথা?'

ধীর স্বরে বলল ল্যুক, 'দুনিয়াতে চারজন লোক তোমার বাবার দেয়া টাকাটার কথা জানত–তোমার বাবা, রেড, ল্যারি আর তুমি।'

'তো?'

'রেড টাকা মারেনি। পড়ে থাকলেও ল্যারি ও টাকা জীবনে ছুঁয়ে দেখবে না। ওটা তোমার বাবা দিয়েছে, তার পক্ষে না বলে ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বাকিটা তুমি বুঝে নাও। জেলে বসে আমি কিন্তু যা বোঝার বুঝে নিয়েছি, মিস।'

হেসে উঠতে গেল মেয়েটি, কিন্তু গলায় জোর পেল না। 'মানে, টাকাটা আমি নিয়েছি ভেবেছ তুমি?'

'আমি কিছু ভাবছি না,' দৃঢ় স্বরে বলল ল্যুক। 'কি ঘটেছে তা

আমি জানি। আর একবার তুমি আমাকে বা রেডকে খোঁচা মারার চেষ্টা করে দেখো, হোটেলের নাইট ক্লার্ককে দিয়ে বলিয়ে ছাড়ব কাকে সে ওই রাতে ওদের রুমের মাস্টার কী দিয়েছিল।'

দীর্ঘসময় কিছু বলতেই পারল না মেয়েটি। পরে কোনমতে বলল, 'তুমি ধাপ্পা দেয়ার চেষ্টা করছ।'

তীক্ষ্ণ গলায় বলল ল্যুক, 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার ন্যাকামো বন্ধ করো। নইলে যা বলেছি তা কিন্তু সত্যিই করে দেখাব আমি।'

আর একটা কথাও বলল না মেয়েটি। পরাজিত, সুবোধ বালিকার মত মাথা নিচু করে কিচেন থেকে ধীরপায়ে বেরিয়ে গেল। পেছন পেছন ও-ও এল। হপকিন্সের কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল চেয়ে নিয়ে পাঁচ হাজার ডলারের একটা ক্রেডিট নোট লিখে দিল। তার কাছ থেকে ভবিষ্যৎ সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে এল ও আর রেড।

ডার্লিঙটনের দক্ষিণে প্রেইরীর খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়ে খুব ভোরে রওনা হলো ওরা। ফোর্ট রেনোর অনেক উজানে গিয়ে ক্যানাডিয়ান পার হয়ে ওয়াগনের দিকে চলল। কিছুদূর এগোনোর পর দূরে দুটো ফ্রেইটার ওয়াগন দেখতে পেল। ছয়জোড়া ঘোড়া ধীরগতিতে টেনে নিয়ে চলেছে। ছয় রাইডার পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওগুলো।

রেডের দিকে তাকাল ল্যুক। 'চেনো নাকি?'

নড করল পাঞ্চার। 'সার্কেল-আরের মাউন্টেন হিচ্।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'ও পথে একমাত্র ওরাই ফ্রেইটিঙ করে।' ওর দিকে ফিরে বড় বড় চোখ করে প্রশ্ন করল পাঞ্চার, 'কেন?'

ধ্যানমগ্নের মত সেদিকে চেয়ে থাকল ল্যুক। 'বোধহয় এরকমই কিছু একটা খুঁজছি আমরা। চলো, পেছন পেছন যাই।'

সার্কেল-আরের গার্ডদের নজর এড়িয়ে খোলা প্রান্তর, বন আর

ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। চলার গতি খুব ধীর। শেষ বিকেলে ওয়াগন ট্রেইলের ক্ষীণ রেখা ছেড়ে ফ্রেইটিঙ আউটফিট যখন ভিন্ন পথ ধরল তখন রেড মাথা নেড়ে ঘোষণা করল, 'ভেবেছিলাম লোয়ার ফোর্ড দিয়ে ক্যানাডিয়ান পার হবে, এখন দেখছি তা নয়, আপার ফোর্ডের দিকে যাচ্ছে ওরা। লোয়ার ফোর্ডের চোরাবালিতে ওয়াগন দেবে যাওয়ার ভয় আছে। তার মানে ভালই বোঝাই করেছে ব্যাটারা।'

'ভাল করে বুঝিয়ে বলো,' ল্যুক বলব।

'কি ভাল করে বুঝিয়ে বলব?'

'এই আপার ফোর্ড। কোথায় ওটা? কিভাবে পার হতে হয় জায়গাটা?'

হাসি হাসি মুখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল পাঞ্চার। 'লাভ নেই বাপু। নদী পার হওয়ার সময় হলে ক্রুরা সবচেয়ে বেশি সাবধান থাকে। অর্ধেক লোক প্রথমে ওপারে গিয়ে ভাল করে খুঁজে দেখে কোথাও কানিঙ অ্যামবুশ পেতে বসে আছে কি না। তারপর ওয়াগন পার করার কথা ভাবে।'

'এতসব তুমি জানো কি করে?' জিজ্ঞেস করল কাউবয়।

'জোর সাথে ভেড়ার আগে মাঝে-মধ্যে ওই আউটফিটের গার্ডের কাজ করতাম। প্রতিট্রি পাঁচ ডলার রোজগার হত।'

চিন্তিত চেহারা হলো ল্যুকের। রেডের কথা শুনছে মন দিয়ে। ফ্রেইটিঙ আউটফিট কোথায় যায়, কি ধরনের মালামাল থাকে, সাধারণত কোথায় রাত কাটায়, ইত্যাদি সব তথ্য দিয়ে চলল পাঞ্চার। অন্ধকার হয়ে এলে দূরে আউটফিট ক্যাম্পের আলো জ্বলে উঠল সেদিকে গভীর দৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত চেয়ে থেকে ল্যুক বলল, 'তুমি থাকো, আ একটু দেখে আসি গিয়ে।'

'ওদিকে কোন গাছপালা নেই, সাবধানে যেয়ো, ল্যুক।'

আউটফিটের অনেক দূরে ঘোড়া রেখে পায়ে হেঁটে এগোল

কাউবয়। ক্যাম্প-ফায়ারের আলোর বৃত্তের বাইরে কিছু দেখতে পাবে না ক্রুর দল, জানা কথা, তবু প্রেইরীর উঁচু উঁচু ঘাসের মধ্যে দিয়ে সাবধানে এগোল ও। কাছে গিয়ে দেখল ডাচ আভেনের কয়লায় ফুঁ দিয়ে আগুন ধরাচ্ছে কুক। আরেকজন দু'হাতে একবোঝা কাঠ কুড়িয়ে আনছে। ওদিকে র‍্যাঙলার ঘোড়াগুলোকে জোড়ায় জোড়ায় নদীতে নিয়ে পানি খাওয়াতে ব্যস্ত।

ওয়াগন দুটো ঢালের উঁচু মাথায় নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, দ্বিতীয়টার নাক প্রায় ঠেকানো প্রথমটার পেছনে। সবগুলো চাকায় ভালভাবে জ্যাম লাগানোর কাজ সারা। এক ক্রুকে দেখা গেল ও দুটোর পেছনের চাকার স্পোকের মধ্যে দিয়ে শক্ত, লম্বা একটা করে কাঠ ভরে ওয়াগন ফ্রেমের সাথে বাঁধছে মজবুত করে।

আলোর বৃত্তের বাইরে দিয়ে ঘুরে স্লোপ বেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করল ও। এই স্লোপ ধরে নেমে নদী পার হয়ে যাবে ওয়াগনগুলো। একটু সামনে গিয়ে দেখল ল্যুক, এক জায়গায় খানিকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে নদীর পাড়। জায়গাটা একদম খাড়া। ওটা এড়াতে ওয়াগন ট্রেইল ডানদিকে ঘুরে এগিয়ে গেছে। পানির শব্দে বোঝা যায় নদীতে বোল্ডার ফেলে ওয়াগন চলার পথ করা আছে। ভাল করে দেখে সন্তুষ্ট মনে ফিরে চলল ল্যুক।

ও ফিরে এলে কটনউড বনের মধ্যে ঝোপের আড়ালে ছোট করে আগুন জ্বালল রেড। কফি বানিয়ে খেলো দু'জনে। তারপর আগুনটা নিভিয়ে পরবর্তী পরিকল্পনা ঠিক করে শুয়ে পড়ল ঘাসের বিছানায়।

ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রামের পর উঠে আউটফিট ক্যাম্পের দিকে রওনা হলো ওরা। ক্যাম্প থেকে কিছুটা দূরে ঘোড়া রেখে আলাদা আলাদাভাবে এগোল। রেড ঘুরে পেছনদিক থেকে, ল্যুক সোজাসুজি।

ঘাসের মধ্যে দিয়ে ক্রল করে এগোল রেড, কাছে গিয়ে দেখল

গার্ড লোকটা ক্যাম্পের আগুনের নিভে আসা টুকরো কাঠগুলো নেড়েচেড়ে দিচ্ছে। বাকি ক্রুরা আগুনের চারপাশে গোল হয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। আরও কয়েক টুকরো কাঠ চাপিয়ে পিছিয়ে এসে ওয়াগনের চাকার সাথে হেলান দিয়ে বসল গার্ড। রাইফেল দুই উরুর ওপর আড়াআড়িভাবে রাখল।

আলোর বৃত্তের বাইরে বসে আছে রেড। আধঘণ্টা হয়ে গেল, তবু একবারও অন্ধকারে এল না গার্ডটা। মাঝে মধ্যে ঘাড় সোজা করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, তারপর আবার আগুনের দিকে চেয়ে বসে থাকছে। ল্যুকের চিন্তা হলো ওর, সে কি হাল ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছে? ঠিক তখনই পেছনের ওয়াগনটার ওপাশে রোপ কোরালে রাখা ঘোড়াগুলোর মধ্যে কিছুটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সোজা হয়ে কান খাড়া করল গার্ড, গলা বাড়িয়ে সেদিকে তাকাল। শব্দটা আপনাআপনি থেমে যেতে আবার আরাম করে বসল সে। পরমুহূর্তেই আবার হলো শব্দটা। ঘোড়ার নাক টানা আর পা ঠোকার সাথে হুড়োহুড়ির শব্দ অস্বাভাবিক মনে হলো তার।

উঠল লোকটা রাইফেল হাতে নিয়ে। পেছনের ওয়াগন ঘুরে কোরালের দিকে এগোল। ঠিক তখনই সামনের ওয়াগন ঘুরে ল্যুককে আসতে দেখল রেড। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে সাঁৎ করে ঢুকে পড়ল সে ওয়াগনটার নিচে।

একটুপর ফিরে এল গার্ড। আগুন খানিকটা উস্‌কে দিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ল আগের মত। চোখে-মুখে পরিষ্কার অস্বস্তি।

নিঃশ্বাস চেপে দেখছে রেড। আচমকা মাথার পেছনে শক্ত কিছুর বাড়ি খেয়ে দুলে উঠল গার্ডটা, ঢলে পড়ল কাত হয়ে। তার রাইফেলটা ওয়াগনের নিচে টেনে নিল ল্যুক। ঘুমন্ত ক্রুদের কোন অস্বাভাবিক নড়াচড়া নেই দেখে নিঃশব্দে ছুটে এসে ওয়াগনের পাশে বসে পড়ল পাঞ্চার। ল্যুকের সাথে চোখাচোখি হতে দাঁত

বের করে হেসে পরিকল্পনামত কাজে লেগে পড়ল। চাকার মধ্যে বেঁধে রাখা লম্বা কাঠটার দড়ি কেটে দিল ছুরি দিয়ে। তারপর দু'জনে মিলে নিঃশব্দে ভারী কাঠটা বের করে নামিয়ে রাখল একপাশে। দ্বিতীয় ওয়াগনেও একই কাজ করল ওরা, তারপর চাকার জ্যাম সরিয়ে নিল। কিন্তু চাকা গড়াল না।

দু'জন দু'পাশের চাকায় কাঁধ ঠেকিয়ে স্পোক ধরে জোরে টান লাগাতে তবে নড়ে উঠল ওয়াগন, কিন্তু আধচক্কর ঘুরেই ফের থেমে গেল চাকা। আবার একই কাজ করল ওরা। এবার গড়াতে শুরু করল চাকা। প্রথমে ধীরে তারপর গতি বাড়তে শুরু করল।

একছুটে আলোর বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। মাটিতে বসে পড়েই ইন্ডিয়ানদের নকল করে নাকিসুরে বিকট এক চিৎকার করল ল্যুক। সেই আওয়াজটা শেষ হওয়ার আগেই ধড়মড় করে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠল ক্রুরা। সাথে সাথে সবার চোখ গেল ছুটন্ত ওয়াগনের ওপর।

'বার্ট!' চেঁচিয়ে উঠল একজন। 'ওয়াগন ছুটল কি করে?'

আরেক ক্রু রাইফেল উঁচু করে ফাঁকা গুলি করল গোটা দুই। প্রতিউত্তর শোনার আশায় কান পাতল সবাই। কিন্তু ঢাল বেয়ে তুমুলবেগে নামতে থাকা ওয়াগনের চাকার ক্যাঁচকোঁচ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না। আচমকা থেমে গেল শব্দটা। এক সেকেন্ড পরেই আবার একটা শব্দ হলো। অন্যরকম শব্দ। অনেক উঁচু থেকে খুব ভারী এবং বড় কোন জিনিস অগভীর পানিতে পড়লে যেমন শব্দ হয়, তেমনি। সেই সাথে কাঠের জোড়া খুলে যাওয়া, ভেঙে যাওয়ার বিকট শব্দও উঠল।

লাফিয়ে উঠে ছুটল ক্রুর দল। ঢাল ধরে দৌড়াচ্ছে আর চেঁচামেচি করছে সবাই।

এই ফাঁকে এসে দ্বিতীয় ওয়াগনটাকেও আগেরটার মত গড়িয়ে দিল ওরা দু'জনে। একইভাবে ছুটতে শুরু করল ওটাও। শব্দ শুনে

কেউ একজন স্লোপের নিচ থেকে চিৎকার করে সাবধান করল অন্যদেরকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নদীতে আছড়ে পড়ল ওটা।

মাটি কেঁপে উঠল। আগেরটার ওপর পড়েছে বলে শব্দও হলো বেশি। তার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে নিস্তব্ধ হয়ে গেল প্রকৃতি। ক্রুরা সবাই একে একে লাইন করে এসে দাঁড়াল ভাঙা জায়গাটার পাশে। নিচে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, কথা নেই কারও মুখে।

আচমকা দূর থেকে অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে বলল রেড, 'এরপরও যদি তোমাদের হুইস্কির দরকার পড়ে তাহলে কিনে নিয়ো!'

পরমুহূর্তে রাতের অন্ধকারে মিশে গেল ল্যুক আর রেড। নিশ্চিত জানে, এই ঘটনার দায় বেন কানিঙের ওপরই চাপবে।

ঘোড়া পুরোপুরি থামার আগেই লাফিয়ে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল বার্ট হ্যাম্পস্টিড। তাকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে অফিস থেকে বেরিয়ে এল জেক হামফ্রে। ইয়ার্ডের একপাশে দাঁড়িয়ে সার্কেল-আর হেডকোয়ার্টার র‍্যাঞ্চ বিল্ডিঙটাকে ছায়া দিচ্ছে বিশাল এক কটনউড গাছ, ওটার নিচে দেখা হলো দু'জনের।

'কি ব্যাপার, বার্ট?' বলল হামফ্রে। তার মুখের ফোলা কমেছে, তবে কাটা জায়গাগুলো পুরোপুরি শুকায়নি এখনও। চোখের নিচের ব্যাগ দুটো গাঢ় সবুজ হয়ে আছে। ডান ভুরুর হাঁ হয়ে যাওয়া অংশটা জোড়া লাগার পথে। পাইনের কষের প্রলেপ লাগিয়ে রেখেছে সে ওখানটায়।

রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে বার্ট। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমাদের ওয়াগন দুটো আপার ফোর্ডে আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সমস্ত কর্ন পানি খেয়ে ঢোল, আটা গুলে গিয়ে পেস্ট হয়ে গেছে। আর খাবার দাবার এতক্ষণে ভেসে আরকানসয় পৌঁছে গেছে হয়তো।

ভুরু কোঁচকাতে গিয়ে ব্যথা পেল ফোরম্যান। রুক্ষ গলায় বলল, 'হয়েছেটা কি?'

'আমরা ঘুমাচ্ছিলাম। কানিঙের লোকেরা চুপচাপ এসে বার্নিকে অজ্ঞান করে বেঁধে ওয়াগন দুটোকে ঠেলে নদীতে ফেলে দিয়েছে। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ও দুটো। ঠেকাতে গিয়ে হাত ভেঙে ফেলেছে কোভ। জীবনেও এমন অবস্থায় পড়িনি কখনও। হারামজাদারা আমাদের ঘোড়াগুলো পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়েছে। আর...'

'কানিঙ করেছে জানলে কি করে? দেখেছ তাকে?'

'দেখিনি। তবে সে দূর থেকে চেঁচিয়ে বলেছে–"এরপরও যদি তোমাদের হুইস্কির দরকার পড়ে, তাহলে কিনে নিয়ো"।'

'তাহলে ওটা কানিঙই,' তিক্ত গলায় বলল ফোরম্যান। 'হারামজাদার দেখছি বড় বাড় বেড়েছে। একদিকে আমার ওপর টেক্কা মেরে পার্টিনের রেঞ্জ দখল করে নিল, আজ আবার ওয়াগনও ভাঙল!' একটু ভেবে গম্ভীর মুখে বলল, 'বাঙ্কহাউসে থাকো তুমি। ক্রুরা সবাই ফিরে এলে আমাকে জানিয়ো।'

চিন্তিত মুখে অফিস বিল্ডিঙে ফিরে এল জেক হামফ্রে। সুইভেল চেয়ারে বসে দুই পা টেবিলে তুলে দিয়ে ভাবতে বসল। মনে পড়ল এযরা মাইলসের কথা, ল্যুক পার্টিনকে জেলে পাঠানোর পর বেন কানিঙ হুট্ করে তার জায়গা দখল করে নেয়ায় সেদিন কি গালাগালিই না হজম করতে হলো জেনারেল ম্যানেজারের কাছে। কঠিন হাসি হাসল সে আপনমনে। কানিঙের হাত বড় বেশি লম্বা হয়ে উঠেছে, এইবেলা একটু ছাঁটাই করে দেয়া ভাল।

ফ্রেইট ক্রুর দল ফিরে এলে বাঙ্কহাউসে এসে ঢুকল সে। শ্রান্ত, ক্লান্ত লোকগুলোকে লাইনে দাঁড় করিয়ে আধঘণ্টা ধরে জিভ দিয়ে ধোলাই করে নিল, তারপর কাজের কথা পাড়ল। সাপারের ঘণ্টা

বেজে উঠলে থামল সে।

খাওয়া শেষ করে বাছাই করা আঠারোজন ক্রু এসে কোরালে ঢুকল। ঘোড়া নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় বেরিয়ে রওনা হলো পুবদিকে। একটা পুরানো বাকবোর্ড নিয়ে হামফ্রেও বেরোল একঘণ্টা পর। একইদিকে চলল সেও।

প্রায় দু'ঘণ্টা একটানা চলে ওকবনে ঢুকে থামল সে। গাছের আড়াল ছেড়ে বাকবোর্ডের সামনে এসে দাঁড়াল দুই রাইডার। 'কি খবর?' তাদের জিজ্ঞেস করল হামফ্রে।

দু'জনের একজন উত্তর দিল, 'বেড়া কেটে সব ঘোড়া তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'শ্যাকে আলো জ্বলছে নাকি?'

'না, তবে পোর্চে একজন গার্ড আছে।'

টোকা দিয়ে হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল ফোরম্যান। 'পনেরো মিনিটের মধ্যে পজিশন নেবে তোমরা। তারপর কি করতে হবে আগেই বলেছি। যাও এখন।'

ছয়জন ক্রু হালকা বাকবোর্ডটাকে ধরাধরি করে বনের মধ্যে দিয়ে বয়ে নিয়ে চলল। পেছন পেছন বার্টকে নিয়ে এগোল হামফ্রে। শ্যাকের পেছনদিকে ঢালের উঁচুতে বাকবোর্ড নামিয়ে রাখা হলো। চাকায় জ্যাম লাগিয়ে কয়েকটা পুরানো ক্যানভাস স্যাক কেরোসিনে ভিজিয়ে ওটার ওপর রাখল তারা। তারপর কেরোসিন ভর্তি টিনগুলোও তুলে দিয়ে যে যার জায়গায় অবস্থান নিতে চলে গেল।

ঢালের নিচে শ্যাকের দিকে তাকাল হামফ্রে, কোন নড়াচড়া বা শব্দ নেই ওদিকে। পনেরো মিনিটের বেশি পেরিয়ে গেছে নিশ্চিত হয়ে দেশলাইর কাঠি জ্বেলে বাকবোর্ডের দিকে ছুঁড়ে দিল সে। দপ্ করে আগুন ধরে গেল। সাথে সাথে চাকার জ্যাম সরিয়ে বার্টের সাথে মিলে জোর ধাক্কা মারল বাকবোর্ডটাকে।

আগে থেকে সামনের চাকা টার্গেট সই করে বেঁধে রাখা ছিল বলে সোজা শ্যাকের লাগোয়া কিচেনের দিকে ছুটল জ্বলন্ত বাকবোর্ড। প্রতিটা ঝাঁকির সাথে মুখ খোলা টিন থেকে কেরোসিন ছল্‌কে বেরিয়ে আগুনের শিখা বাড়িয়ে তুলছে। দেখতে দেখতে একশো গজমত ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে ওটা আছড়ে পড়ল গিয়ে কিচেনের দেয়ালে। তারপর পাতলা বোর্ডের দেয়াল ভেঙে একদম ভেতরে। ঠোকাঠুকি লেগে উল্টে গেল কেরোসিন ভর্তি সবক'টা টিন, মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল আগুন, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কিচেন।

এরমধ্যেই বার্ট শ্যাকের পেছনের জানালা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে। সামনের দিকের অবস্থা দেখার জন্য হামফ্রে পিছিয়ে এসে ওক বনের মধ্যে দিয়ে এগোল।

একটু পর শ্যাকের দিক থেকে গুলির জবাব আসতে শুরু করল। কিচেনের আগুন মূল শ্যাকের দেয়ালও ধরে ফেলেছে এরমধ্যে। ওই অবস্থায়ই কেউ একজন বেরিয়ে কিচেনের মধ্যে দিয়ে দৌড় দিল। কারণ ও পথে ওকবন কাছে হয়। কিন্তু দশ পা যাওয়ার আগেই গুলি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা।

আগুনের লক্‌লকে শিখা অনেক উঁচুতে উঠে আলো করে তুলেছে চারপাশ। অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে হামফ্রে। সামনের দরজা দিয়ে কানিঙের আরও এক রাইডার কোরালের দিকে ঝেড়ে দৌড় লাগাল। কিন্তু ইয়ার্ডের মাঝামাঝি যেতেই একঝাঁক বুলেট এসে ঝাঁঝরা করে দিল তাকে।

পুরো জায়গাটা এখন দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সন্তুষ্ট মনে জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল ফোরম্যান। উচিত শিক্ষা পাচ্ছে হারামখোর হুইস্কি পেডলার ব্যাটা। ভরাট গলায় হাঁক ছাড়ল সে, 'কানিঙ! এই, কানিঙ! আবার যদি আমার ওয়াগন ভাঙার খায়েশ জাগে, তাহলে কয়েকবার ভেবে নিয়ো

পরিণতির কথা!'

তার কথার রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই শ্যাকের লোকগুলে জ্বলন্ত কিচেনের মধ্যে দিয়ে বনের দিকে ছুট লাগাল। ছয়জন লোক। বেন কানিঙও আছে ওদের মধ্যে–সমানে গুলি করতে করতে মরিয়া হয়ে ছুটছে সবাই।

এতটা আশঙ্কা করেনি সার্কেল-আরের ক্রুরা, গুলি করেও থামাতে পারল না ওরা কানিঙ আর তার লোকদের। মাত্র একজন গুলি খেয়ে পড়ে গেল, বাকিরা ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে।

অবস্থা বেগতিক দেখে সরে পড়তে শুরু করল সার্কেল-আরের ক্রুরা। হামফ্রেও গাছের আড়ালে আড়ালে সরতে থাকল। আগে থেকে ঠিক করা জায়গায় এসে জড়ো হলো সবাই। পুরোপুরি সফল না হলেও যেটুকু শিক্ষা দেয়া গেছে, তাতে বেন কানিঙ জীবনে আর কখনও সার্কেল-আরের সাথে টেক্কা দেয়ার কথা চিন্তা করবে না ভেবে সন্তুষ্ট হলো হামফ্রে। ফিরে চলল দলবল নিয়ে।

নয়

ক্যাম্পের কাছে বনের মধ্যে দিন কাটাল ল্যুক পার্টিন আর রেড ফ্রস্ট। অন্ধকার নেমে আসতে ক্যাম্পে এসে ঢুকল। কুক ছাড়া কেউ নেই ক্যাম্পে। দুই ক্রুসহ ল্যারি গেছে রেঞ্জের পুব সীমানা থেকে গরু অন্যদিকে সরিয়ে নিতে। আলফ গেছে খাবার কিনতে।

বলতে বলতে ফিরে এল সে। জিনিসপত্র বোঝাই স্যাক রেখে মলিন হেসে সামনে এসে দাঁড়াল ওদের।

'কি খবর, কেমন আছ?' জিজ্ঞেস করল ল্যুক।

'আছি একরকম। সাট্‌লার পোস্টের স্টোরে জিনিস কিনতে গিয়ে শুনলাম, কাল রাতে বেন কানিঙ নাকি হামফ্রের দুটো বোঝাই ফ্রেইটার ওয়াগন ভেঙে দিয়েছে।'

'তাই নাকি!' রেডের সাথে অর্থবোধক চাওয়াচাওয়ি করল পার্টিন। 'আর?'

আলফের নজর এড়াল না ব্যাপারটা। 'হামফ্রের এক রাইডার বিকেলে গিয়ে বাকবোর্ড বোঝাই করে কর্নসহ অনেক জিনিসপত্র কিনেছে। স্টেবল্ থেকে দুটো ঘোড়া বদলে নিয়ে গেছে, হস্‌লারকে বলে গেছে ফেবিয়োর এক লোককে দিয়ে ওগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেবে। খুব তাড়াহুড়ো করছিল লোকটা।'

ল্যুকের নজর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'কোনদিকে গেছে সে?'

'উত্তর-পশ্চিম দিকে।'

রেডের দিকে তাকাল ল্যুক। সে বলল, 'ফেবিয়োর ক্যাম্প নর্থ ফর্কে। তার ক্যাম্পের কাছ দিয়েই সার্কেল-আরের গরুর চালান নদী পার হয়। বছরের এ সময়ে তিন বছর বয়সী নাদুস-নুদুস ষাঁড়ের কয়েকটা বড় চালান ক্যান্ডওয়েলে পাঠানো হয়। ওখানে ভীষণ চাহিদা ওগুলোর। খুব ভাল দাম পাওয়া যায়। মনে হয় সেরকম কোন বড় চালান পাঠাচ্ছে হামফ্রে। ওই লোকটা বোধহয় ট্রেইল ক্রুদের খাবার-দাবার আর ঘোড়ার জন্য কর্ন নিয়ে গেল।'

কথা বলতে বলতে রেড আর ল্যুককে আবারও অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করতে দেখে কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না আলফ। জিজ্ঞেস করল, 'অমন চাওয়া-চাওয়ি করছ কেন তোমরা? কি এমন গোপন ব্যাপার আছে এর মধ্যে?'

'তেমন কিছু না,' ল্যুক বলল। 'ওই ওয়াগন দুটো কানিঙ নয় আমরা ভেঙেছি।' পুরো কাহিনী শুনতে শুনতে রোমাঞ্চবোধ করল অল্পবয়সী রাইডার ছেলেটা। চক্ চক্ করে উঠল চাউনি।

অন্ধকার কিছুটা গাঢ় হতে উঠল ল্যুক। গাওয়ানকে বলল দু'জনের জন্য দিনদুয়েকের খাবার বেঁধে দিতে। রেড উঠে ঘোড়া তৈরি করতে চলে গেল।

খানিক উসখুস করে আলফ এসে দাঁড়াল ওর সামনে। 'তোমার সাথে কথা বলতে চাই, ল্যুক।'

'বলো।'

'তোমাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে তোমরা নতুন কোন হামলার মতলব করেছ, তাই না?'

'এখনও জানি না,' বলল ও। 'আগে খোঁজ খবর নিতে হবে তারপর সুবিধা দেখলে করব।'

'আমিও যাব তোমাদের সাথে, ল্যুক।'

না করার সুযোগ পেল না ও, তার আগেই চাপাচাপি শুরু করল ছেলেটা।

'শুধু শুধু না কোরো না, ল্যুক। আমি বাচ্চা নই। অকাজে বসে থাকতে ভাল লাগছে না আর। তোমার রেঞ্জে গরু চরানোর কাজ নিয়ে এসেছি, অথচ তার খবর নেই। কবে খবর হবে তাও জানি না। সারাদিন ল্যারির ফরমাশ খাটা আর শহরে গিয়ে সেলুন, রেস্তরাঁয় ঘোরাঘুরি করে লোকের কথা গিলে এনে তাকে জানানো, তারপর রাতভর উল্টোপাল্টা বক্‌বক্ শোনা, এই তো কাজ। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি একেবারে। কাজেই আমি যাচ্ছি।'

'এতে ঝুঁকি আছে, আলফ। তাছাড়া...'

'থাকুক ঝুঁকি!' জোর দিয়ে বলল ছেলেটা। 'আমি বুড়ো হয়ে যাইনি!'

ছেলেটার মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকল ও। 'কথার অবাধ্য হলে কিন্তু চাকরি নট্, ঠিক আছে?'

'আচ্ছা।'

'ঠিক আছে, ঘোড়া আর খাবার নিয়ে নাও।'

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা।

কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ওরা, ঘোড়া ছোটাল দ্রুত। বরাবরের মত রেড ফ্রস্ট পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। নতুন একজনকে সঙ্গে আনা পছন্দ না হলেও এ নিয়ে কোন আপত্তি তোলেনি সে। সেটা যে ল্যুকের পছন্দ হবে না, তা সে এই ক'দিনেই বুঝে গেছে।

একটানা চলতে থাকল ওরা। ওয়ান্টেড হওয়ার এই এক জ্বালা, ইচ্ছামত চলাফেরা করা অসম্ভব। সারাক্ষণ লোক চোখের আড়ালে থাকতে হয় নইলে ধরা পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। ভোর রাতের দিকে হঠাৎ করে থেমে পড়ল রেড। ঠোঁটের সামনে তর্জনী তুলে চুপ থাকতে বলল ওদের। 'শোনো।'

কান পাতল ওরা, দূর থেকে অনেকগুলো কুকুরের চিৎকার ভেসে আসতে শুনল।

'ফেবিয়োর ক্যাম্প,' জানাল রেড। 'ক্যাম্পের দুই মাইল পশ্চিমে আর্মির যে পুরানো ফ্রেইটার ক্রসিঙ আছে, ওখান দিয়েই পার হয় সার্কেল-আরের গরু।'

'চলো, দেখি গিয়ে,' বলল কাউবয়।

আবার চলতে শুরু করল ওরা। ফেবিয়োর ক্যাম্প দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগোল। মাঝে মাঝে পুবে তাকিয়ে ভোরের কত দেরি বোঝার চেষ্টা করল ল্যুক। আধঘণ্টা পর একটা রিজের ওপর উঠতেই সামনে ক্যাম্প-ফায়ারের আলো চোখে পড়ল। গতি কমিয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে এল ওরা। আগুনের পাশে একটা চাক ওয়াগন চোখে পড়ল। ওটার পাশে দুই লোককে দেখা যাচ্ছে। তার ওপাশে, কিছুটা দূরে, প্রেইরীর ফাঁকা প্রান্তরের অনেকখানি জুড়ে শুয়ে-বসে আছে অগুনতি ষাঁড়। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ওগুলোর কাঠামো। ওপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী।

সেদিকে চোখ রেখে খানিক ভাবল ল্যুক, তারপর আলফকে

বলল, 'রেডের সাথে উত্তরে চলে যাও। ওদিক থেকে তাড়িয়ে ওগুলোকে নিয়ে নদীতে ফেলো। কারও গায়ে গুলি করবে না। কাজ হোক না হোক, আলো ফোটার আগেই সরে আসবে ওখান থেকে। খবরদার কেউ যেন দেখে না ফেলে। কাজ সেরে পেছনের ক্রীকে অপেক্ষা করবে আমার জন্য।

চলে গেল ওরা। উদ্বিগ্ন ল্যুক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। একটু পরই চমকে উঠল সে গুলির শব্দে। প্রান্তরের শেষ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। সেই সাথে ভেসে এল রেডের বিকট চিৎকার। অমনি স্পার দাবিয়ে এ পাশ থেকে গরুর পালের দিকে সোজা ঘোড়া ছোটাল ও। ফাঁকা গুলি করতে থাকল একের পর এক।

আচমকা বিকট আওয়াজে ঘুমন্ত পশুর দল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কোনদিকে যাবে বুঝতে না পেরে একটা আরেকটার গায়ে লাফিয়ে পড়তে লাগল। ভয়ার্ত চিৎকারে কাঁপিয়ে তুলল বিরান প্রান্তর। সব মিলিয়ে মহা হুলস্থূল কাণ্ড।

ক্যাম্পের মানুষজনও পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করেছে। কয়েকমুহূর্ত লাগল পরিস্থিতি বুঝতে, তারপরই ঘোড়ায় চেপে ছুটল তারা ভীত পশুগুলোকে সামাল দিতে। কিন্তু ততক্ষণে বিভীষিকা থেকে বাঁচার পথ আবিষ্কার করে ফেলেছে ওগুলো। একটা ষাঁড় চর্বি বোঝাই বিশাল বপু নিয়ে ছুটছে নদীর দিকে, ওটাকে অনুসরণ করছে আরও কয়েকটা। দেখাদেখি বাকিগুলোও সেদিকে ছোটার প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল।

দেখতে দেখতে ওগুলোর ধাক্কায় উল্টে গেল চাক ওয়াগন। বিপদ বুঝে ওটার আড়ালে আশ্রয় নিল কুক, উন্মত্ত গরুগুলোকে এদিক থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টায় ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। কিন্তু গরুগুলো আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল তাতে। ছোটার গতিও বাড়িয়ে দিল। তবে নেতার দেখানো পথ থেকে সরল না একটাও।

কয়েক মিনিটে ল্যুকের সামনের জায়গাটা পুরোপুরি খালি হয়ে গেল। উত্তর থেকে তখনও থেমে থেমে দুটো বন্দুকের আওয়াজ আসছে, সেই সাথে গরু ঠেকাতে হার্ডারদের চিৎকার।

আলফ ওদিকে চেম্বারে গুলি ভরার ফাঁকে চিৎকার করে গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে ব্যস্ত। এই সময় ডানদিকে, কিছুটা দূরের এক রাইডারের কাঠামোর ওপর চোখ পড়ল। ছুটন্ত গরুর পালের মধ্যে দিয়ে জায়গা করে সেদিকে এগিয়ে গেল সে। 'কে, রেড নাকি?'

গুলি করে জবাব দিল রাইডার। ভুল হয়ে গেছে বুঝতে পেরে জিভ কাটল আলফ। লোকটা রেড নয়, হামফ্রের ক্রু। রেডের নাম শুনে বুঝে ফেলবে সে যা বোঝার। হামফ্রেও বুঝবে। ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে গেল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে। চমক ভাঙতে খেয়াল হলো অনেক কাছে এসে পড়েছে রাইডার। উপায় নেই–আত্মরক্ষার জন্য ওকে গুলি করতেই হচ্ছে, তাতে তার মুখও বন্ধ করে দেয়া যাবে চিরদিনের জন্য। কাঁপা হাতে নিশানা করে গুলি চালিয়ে দিল ও। দুই হাত শূন্যে তুলে স্যাডল থেকে উল্টে পড়ে গেল লোকটা। নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকল মাটিতে।

পাতলা হয়ে আসা গরুর ভিড় ঠেলে একপাশে সরে এল আলফ। পেছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে থাকা গরুর স্ট্যাম্পেডের শব্দ নদীর দিকে সরে যাচ্ছে। 'কুক!' ল্যুকের গলা শুনল ও।

কিছুটা দূর থেকে জবাব দিল কুক লোকটা, 'কে?'

'ফিরে গিয়ে তোমার বসকে বোলো! আবার যদি হুইস্কির দরকার হয়, চুরি না করে যেন কিনে নেয়!' তারপরই ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ শুনল ও, অন্ধকারে দূরে সরে যাচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে রেডকে খুঁজল আলফ, তারপর দক্ষিণে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ল্যুকের পেছন পেছন।

পুবের আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। ক্রীকের পাড়ে নির্দিষ্ট

জায়গায় পৌঁছে একটা সিগারেট বানাল রেড। ওটা ধরাতে যাবে, তখনই চোখ পড়ল ল্যুকের ওপর। আলফও আসছে তার পেছনে।

ঘোড়া থেকে নামল খুশি খুশি ল্যুক। 'বাব্বাহ্! দারুণ একটা কাজ হলো আজ! এত সহজে কাজ হবে চিন্তাই করিনি আমি!'

আলফকে দেখল পাঞ্চার। ঘোড়া থেকে নামছে সে। 'এক হার্ডারকে খুন করে এসেছে ও।'

চমকে উঠল কাউবয়। 'কী?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রেড। 'কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি আমি।'

কঠিন দৃষ্টিতে ছেলেটাকে দেখল ল্যুক পার্টিন। 'আমি মানুষ খুন করতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম।'

রেডের দিকে একপলক তাকাল আলফ। 'লোকটা আমাকে গুলি করতে যাচ্ছিল, তাই বাধ্য হয়ে মারতে হয়েছে ওকে।'

তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল ল্যুক, 'শুয়োরের বাচ্চা! আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর মতলব?'

'বিশ্বাস করো, ল্যুক, আমি ইচ্ছা করে করিনি!'

তেড়ে এল ও। 'তোমাকে আর দলে রাখব না, এই মুহূর্তে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও, নইলে তোমার ঘাড় মটকে দেব আমি!'

পিছিয়ে গিয়ে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটা। রেগেমেগে ক্রীক পার হয়ে দক্ষিণ দিকে ঘোড়া ছোটাল পার্টিন। সেদিকে চেয়ে গজগজ করে উঠল ছোকরা, 'আমাকে গাল দেয়ার শোধ আমি ঠিকই তুলে নেব সুযোগ পেলে।'

রেড নড়ে উঠল। কঠিন গলায় বলল, 'ওর মেজাজ ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত ওর সামনে থেকে সরে থেকো তুমি।'

চোখ লাল করে তাকাল আলফ। 'কথাটা কেন জানালে তুমি?'

'শোনো, ছোকরা, গোবর ভরা মাথা নিয়ে আমার কাজের মানে খুঁজতে যেয়ো না। এখন নিজের ভাল চাইলে ওর সামনে থেকে সরে থেকো তুমি।' বলা শেষ হতে নিজেও ঘোড়া ছোটাল পাঞ্চার।

শ্যাক পুড়ে যাওয়ার পরদিন সকালে ফোর্ট রেনোর সাট্‌লার বারে এসে ঢুকল বেন কানিঙ। চিন্তিত চেহারায় বীয়ারের অর্ডার দিয়ে টেবিলে বসল। রাতের ঘটনা এত সকালে রাষ্ট্র হওয়ার কথা নয়, জানে সে, তারপরও কাস্টমাররা মুখ টিপে হাসাহাসি করছে ওকে দেখে। কেন? সচেতন হলো সে। একটু পর বীয়ার নিয়ে এল টেন্ডার। মন্তব্য করার মত করে বলল, 'শুনলাম, হামফ্রে নাকি তার ফ্রেইটিঙ আউটফিট নিয়ে বেকায়দায় পড়েছে।'

'কে বলল তোমাকে?'

'কাল বিকেলে সার্কেল-আরের এক রাইডার এসেছিল। তোমাকে যাচ্ছে তাই বলে গালাগালি করে গেল সে।'

'আচ্ছা! তা ঘটনাটা কোথায় ঘটল জানতে পেরেছ?'

'কোমানচি ফোর্ডে।' কানিঙের না জানার ভান দেখে হাসল বারটেন্ডার। তার ঘড়েলিপনাকে তারিফ করল মনে মনে।

কাল শ্যাকে আগুন দিয়ে হামফ্রে যে ওয়াগন ভাঙার কথা বলেছিল, তার অর্থ এখন বুঝল কানিঙ। বীয়ার শেষ করে উঠে পড়ল। একটা কথাও না বলে রেনো থেকে বেরিয়ে সোজা কোমানচি ফোর্ডের দিকে ঘোড়া ছোটাল। কিন্তু জায়গামত পৌঁছে কিছু পেল না। খুঁজতে খুঁজতে নদীর তীর ধরে উজানের দিকে চলল সে।

ঘণ্টাখানেক পর দেখল বাঁকের মুখে দুটো ওয়াগনের ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে নদীতে। ভাল করে জায়গাটা লক্ষ করল সে, পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল। ওয়াগন দুটো ওপর থেকে নামার

সময় পাড়ের ভাঙনটা পাশ কেটে না যেয়ে সোজা লাফিয়ে পড়েছে পানিতে। মাটিতে ঘোড়ার ট্র্যাক না দেখে তার কারণ অনুমান করল–নিশ্চই ওয়াগন দুটোকে ওপর থেকে ইচ্ছা করে গড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

স্লোপ ধরে ওপরে এসে যেখানে ক্যাম্প ছিল, সেই জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল কানিঙ। ওয়াগনের পেছনের চাকা আটকানোর লম্বা কাঠ দুটো আর টুকরো করে কাটা দড়ি পড়ে থাকতে দেখে তার অনুমান সত্যি, সে কথা বুঝতে পারল। নিভে থাকা ক্যাম্প-ফায়ারের কাছাকাছি দুটো মাত্র কার্ট্রিজের খোসা দেখে বুঝল কোন লড়াই হয়নি। হলে আরও খোসা থাকার কথা। তার অর্থ একেবারেই অতর্কিতে হানা দেয়া হয়েছে। এবং হানাদারের সংখ্যাও নিশ্চই খুব কম ছিল। বেশি লোক থাকলে নিঝুম রাতে যে শব্দ হওয়ার কথা তাতে গার্ড সজাগ হয়ে যেত। বাধা দিত।

কাজটা কাদের হতে পারে? গভীর ভাবনায় ডুবে গেল সে। তবে যে-ই হোক, হানাদাররা যে দুর্দান্ত সাহসী আর ক্ষীপ্র ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এ কাজ কোন ইন্ডিয়ানেরও নয়। কারণ সার্কেল-আরের সাথে যেসব ইন্ডিয়ানদের বিবাদ আছে তারা কানিঙের আওতার লোক।' তাকে না জানিয়ে এতবড় ঝুঁকি নেয়ার কথা ওদের মাথায় আসবেই না। অতএব কাজটা সাদা মানুষেরই হবে। ও নিজে ছাড়া আর কোন সাদা মানুষের সাথে সার্কেল-আরের শত্রুতার কথা কখনও শোনা যায়নি। তাহলে?

হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা জাগল তার মনে। ঘটনাটা শত্রুতামূলক, সে আলামত স্পষ্ট। আর ও নিজে ছাড়া সার্কেল-আরের সাথে শত্রুতা আছে একমাত্র ল্যুক পার্টিনের। সার্কেল-আরের ক্ষতির সাথে লোকটার স্বার্থ আছে। রিজার্ভেশনে পা রেখেই হামফ্রেকে ধোলাই দিয়েছে সে। এলাকার আরেক

বিষফোঁড়া রেড ফ্রস্টকেও ব্যাটা নিজের সাথে জুটিয়ে নিয়েছে।

ওয়াগন ভাঙা আর গতরাতে শ্যাকে আগুন দেয়ার ঘটনা দুটো পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করল কানিঙ। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই হিসাব মিলে গেল তার। নিঃসন্দেহ হলো—এ কাজ ল্যুক পার্টিনের। উদ্দেশ্যও বুঝতে পারল।

চিন্তিত মনে ঘোড়ায় চাপল সে। ফিরে চলল প্রেইরীর প্রান্তর আর বন-জঙ্গল পেরিয়ে। প্রতিশোধ নেয়ার সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে জাগল, অমনি ঘোড়ার মুখ সার্কেল-আরের হেডকোয়ার্টারের দিকে ঘুরিয়ে দিল লোকটা।

অফিসে বসে গভীর ভাবনায় ডুবে ছিল জেক হামফ্রে। হঠাৎ দরজা দিয়ে বাইরে চোখ গেল, দেখল তার ব্ল্যাকস্মিথের পাশাপাশি হেঁটে আসছে পরম শত্রু, বেন কানিঙ। লোকটার গানবেল্ট ব্ল্যাকস্মিথের হাতে। অবাক বিস্ময়ে হাঁ হয়ে উঠল মুখ, পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল সে। ভাল ভুরুটা খানিক তুলে বলল, 'কি ব্যাপার! সিংহের গুহায় শিকারের হেঁটে হেঁটে প্রবেশ যে! আগুনে ঝলসে মগজ খোলতাই হয়েছে তাহলে!'

দাঁড়িয়ে পড়ল বেন কানিঙ। ধীর গলায় বলল, 'তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি। মোটা মাথাটায় মগজের ছিটেফোঁটা থাকলেও বুঝতে আমি আত্মসমর্পণ করতে আসিনি।'

'কি কথা, বলে ফেলো।'

'বলব, তার আগে তোমার এই লোকটাকে সরে যেতে বলো। আমার অস্ত্রটাও ওকে যত্ন করে রাখতে বলে দাও, কারণ ভবিষ্যতে তোমার বিরুদ্ধে ওটা কাজে লাগবে আমার।'

ইশারায় ব্ল্যাকস্মিথকে চলে যেতে বলে কানিঙকে নিয়ে ভেতরে এল হামফ্রে। দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে মুখোমুখি বসে সতর্ক চোখে তাকাল। 'তাড়াতাড়ি বলো, আমার সময়ের অভাব আছে।'

'বলছি। আগে বলো, কাল কেন তুমি আমাকে পুড়িয়ে মারতে

চেয়েছিলে?'

'ন্যাকামো হচ্ছে!' খেঁকিয়ে উঠল বিশালদেহী ফোরম্যান। 'কারণটা তোমারই ভাল জানার কথা, কোন সাহসে আমার ওয়াগন ভেঙেছ তুমি? জেনে রাখো, ফের যদি আমার ওয়াগনের ওপর হামলা করো, তোমার সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দেব আমি।'

চেয়ারে হেলান দিল কানিঙ। সংযত গলায় বলল, 'আমি তোমার ওয়াগন ভাঙিনি, হামফ্রে। আমি জানি, সুযোগ পেলেই তুমি আমার ঘাড় মটকে দেয়ার চেষ্টা করবে। আমিও যে তাই করব, তুমিও তা ভালই জানো। এইজন্যই এতগুলো বছর আমরা কেউ কারও গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটিনি। কারণ তাতে অযথা নিজেদের লোকবল, অর্থবলের ওপর চাপ পড়বে।'

দ্রুত নড় করল ফোরম্যান। 'তোমার কাজ কারবার পছন্দ না হলেও ওই কথা ভেবেই এতদিন সংযত থেকেছি আমি, অনেক সুযোগ পেয়েও তোমার ক্ষতি করিনি কখনও। অথচ তুমি ভেবেছ আমি বুঝি দুর্বল, তাই সেদিন ওয়াগন ভেঙে পরীক্ষা করলে আমি সত্যিই দুর্বল কি না।'

'আবার বলছি, আমাকে ভুল বুঝে বসে আছ তুমি, হামফ্রে,' একইরকম শান্ত গলায় বলল হুইস্কি পেডলার। 'আমি তোমার ওয়াগন ভাঙিনি।' একটু থেমে আবার বলল, 'তুমি বোধহয় আমার পার্টিনের রেঞ্জ দখল করার বিষয়টা ঠিক হজম করতে পারছ না। আসলে স্রেফ ভাগ্যের জোরে তোমাকে হারিয়ে ওখানে উঠেছি আমি। আগে থেকে ও ব্যাপারে কোনরকম পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি ছিল না।

'ওর আগের রাতে পার্টিন হারামজাদা আচমকা আমার বাড়িতে ঢুকে আমাকে নাকাল করে এসেছে। তার শোধ তুলতে লোকজন নিয়ে এসে দেখি চিড়িয়া খাঁচায়। তুমি ফাঁদ পেতে ওকে

ধরিয়ে দিয়েছ। ওর লোকজনও সব পালিয়েছে। ব্যস্, সুযোগ দেখে তোমার রান্না খাবার খেয়ে ফেললাম আমি।'

টেবিলের ওপর কিছুটা ঝুঁকে এল কানিঙ। 'যে সময় জায়গাটা তোমার হাত থেকে রক্ষার উপায় ভেবে আমি পেরেশান, ঠিক সেই সময়ে ওয়াগন ভেঙে তোমার কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা লাগাব, বিশ্বাস হয় তোমার?'

সন্দেহের ছায়া ফুটল ফোরম্যানের কাটাছেঁড়া চেহারায়। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। 'যুক্তি দিয়ে বিচার করলে তা হওয়ার কথা নয়, তবুও তো করলে তুমি।'

'ভুল। ভুল বলছ তুমি। কাজটা আর কেউ করেছে। কারণটাও বুঝতে পারি আমি, কেউ চাইছে তুমি খেপে উঠে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ো। পড়লেও তুমি। তারপর আমিও যেন পাল্টা আক্রমণ করি। পেরে না উঠলে ইন্ডিয়ানদের দিয়ে তোমার টুঁটি টিপে ধরি, ঠিক এটাই চাইছে কেউ।'

'কেউটা কে?'

'নিজেই ভেবে দেখো,' শুকনো গলায় বলল কানিঙ। 'ধরো, তোমার আমার মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেল, কি ঘটবে তখন? তোমার অর্ধেক ক্রু মরবে বাকি অর্ধেক পালাবে। তোমার রেঞ্জ, শ্যাক, লাইন ক্যাম্প জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হবে। না খেয়ে হাড্ডিসার হয়ে পড়বে গরুর পাল। কোম্পানি মালিকরা লোকসান বইতে রাজি হবে না, সার্কেল-আর বন্ধ করে দেবে তারা, ঠিক না?'

উত্তর দিল না হামফ্রে। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল কানিঙ, 'অন্যদিকে তুমি আমার ওপর হামলা করতে থাকলে ইন্ডিয়ানরাও তোমার বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করবে। শিগগিরি আর্মি সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে রিজার্ভেশনে আমিই সব নষ্টের গোড়া। আমাকে ওরা দেশছাড়া করার ব্যবস্থা নেবে তখন, তাই না?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল ফোরম্যান।

'তাহলে এবার বলো,' ঝুঁকে বসল হুইস্কি পেডলার। 'আমরা দু'জন এখান থেকে বিদায় হলে কে লাভবান হচ্ছে?'

ভুরু কোঁচকানোর চেষ্টা করল হামফ্রে। 'অনেক র‍্যাঞ্চারের।'

'তাদের মধ্যে বাছাই করে দেখো কার সাথে তোমার আর আমার একইসাথে স্বার্থের দ্বন্দ্ব চলছে, তাহলেই জবাবটা পেয়ে যাবে তুমি।' হেলান দিয়ে দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে বসল বেন কানিঙ।

ধীরে ধীরে হামফ্রের চোখ বড় হয়ে উঠল। 'মনে হচ্ছে, ল্যুক পার্টিনের কথা বলতে চাইছ তুমি!'

তার দিকে চেয়ে নড করল কানিঙ। এমনি সময়ে দরজায় নক্ হতে হাঁক ছাড়ল হামফ্রে, 'কি চাই?'

'একটু বাইরে আসবে, জেক?'

বারান্দায় বেরিয়ে পেছনে দরজা টেনে দিল সে। ভেতরে বসে কয়েকটা উত্তেজিত কণ্ঠ, বিচ্ছিন্ন দু'একটা শব্দ, মাঝে মাঝে হামফ্রের খিস্তি ইত্যাদি ছাড়া ওদের কথা কিছুই শুনতে পেল না কানিঙ। কয়েক মিনিটের মধ্যে ধুপ্ ধাপ্ পা ফেলে ফিরে এল ফোরম্যান, মাথা নিচু করে নিজের চেয়ারে বসে থাকল। রাগে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। বারকয়েক লাল চোখ তুলে সামনে বসা বেন কানিঙকে দেখল সে। তারপর মনস্থির করে নিয়ে সোজা হয়ে বসল।

'আমার তিন বছর বয়সী একপাল ষাঁড়ের চালান নিয়ে ক্যান্ডওয়েল যাচ্ছিল শেফার্ড। কাল রাতে নর্থ ফর্কের উজানে তিন লোক আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে নামিয়ে দিয়েছে ওগুলোকে। চোরাবালিতে গেছে দু'শোর মত। তিনশোর খবর নেই, হার্ডাররা যেগুলোকে জড়ো করতে পেরেছে, তার প্রত্যেকটার কম করেও কুড়ি পাউন্ড চর্বি গলে পানি হয়ে গেছে।'

কানিঙের চোখে চোখ রেখে বলল, 'গরু তাড়া করে নদীতে ফেলে যাওয়ার সময় কুককে ডেকে ওরা বলে গেছে, যদি আমার হুইস্কি লাগে, তাহলে যেন কিনে নিই।' ঢোঁক গিলল লোকটা। 'যারা ওয়াগন ভেঙেছে, যাওয়ার আগে তারাও চিৎকার করে এই একই কথা বলে গেছে।' কানিঙের ভুরু কুঁচকে উঠতে দেখে বলল, 'পার্টিনকে ফাঁসাব বলে তোমার এক গোপন ভাণ্ডার থেকে কয়েক বোতল হুইস্কি আসলেই জোগাড় করেছিলাম আমি।

'যারাই ওয়াগন ভেঙেছে বা গতরাতের স্ট্যাম্পেড ঘটিয়েছে, তারা ঘটনাটা এমনভাবে সাজাতে চেয়েছে যেন দেখলে আমার মনে হয় তুমি হুইস্কি চুরির শোধ নিচ্ছ।'

'অথচ তুমি নিজে দেখেছ গতরাতে আমি আমার ক্রুদের নিয়ে ওই শ্যাকেই ছিলাম।'

'জানি, জানি,' দুর্বল গলায় বলল হামফ্রে। 'এখন মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক।'

'আমি নিশ্চিত। আরও প্রমাণ যদি চাও, বলো।'

'এখন তাহলে কি করতে চাইছ?'

'প্রথমে, আমাদেরকে নিজেদের মধ্যে লড়াই বন্ধ করতে হবে,' বলল কানিঙ। 'পার্টিনকে আর কোন সুযোগ দেয়া যাবে না।'

'আর কি?'

উঠে পড়ল হুইস্কি পেডলার। 'সে তুমি ভেবে ঠিক করো। যদি চাও আমরা দু'পক্ষ মিলে হারামজাদাকে শেষ করি, আমার তাতে আপত্তি নেই। ওর শেষ না দেখা পর্যন্ত তোমার-আমার শত্রুতা শিকেয় তুলে রাখতে হবে।'

'তোমাকে একটা কথা জানানো হয়নি,' ফোরম্যান বলল। 'আমার এক ট্রেইল হ্যান্ড খুন হয়েছে স্ট্যাম্পেডিঙের সময়।'

পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওরা কয়েক মুহূর্ত। তারপর আবার হামফ্রে বলল, 'এসো তাহলে, আমরা

পার্টিনের মাথার ওপর পুরস্কারের টাকাটা পাঁচশো থেকে দু'হাজার ডলার করার ব্যবস্থা করি। অতিরিক্ত দেড় হাজার তুমি-আমি সমান সমান দেব। নতুন শর্ত হবে, জীবিত অথবা মৃত চাই হারামজাদাকে।'

সন্তুষ্ট হলো পেডলার। 'এই তো বুদ্ধি খেলছে মাথায়।'

চেয়ার ছাড়ল ফোরম্যান। 'নতুন আর কিছু মনে এলে দু'একদিনের মধ্যে তোমার সাথে যোগাযোগ করব আমি। এরমধ্যে বসের অনুমতিও নিয়ে নেব।'

'অসুবিধা নেই,' কানিঙ বলল। 'সবদিক ভেবেচিন্তে কাজে নামাই ভাল।'

নড করল হামফ্রে। ধীর কণ্ঠে বলল, 'মনে রেখো, তোমার সাথে আমার এই সন্ধি শুধু ল্যুক পার্টিনের মোকাবিলার স্বার্থে। তারপর সুযোগ পেলে তোমার নোংরা হাত ভাঙতে আমার কোন দ্বিধা থাকবে না।'

বেন কানিঙ নীরস গলায় বলল, 'আমারও সেই কথা।' চলে গেল সে। দু'জনের কেউই হাত মেলানোর চেষ্টা করল না।

দশ

ডার্লিঙটনের মার্ফি হোটেল। অন্ধকার পোর্চে বসে আছে রেড ফ্রস্ট। চুপচাপ আশপাশের লোকদের কথা গিলছে। এরমধ্যেই টের পেয়ে গেছে, তাদের এ ক'দিনের অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বসেছে। গতরাতে বেন কানিঙকে তার সব ক্রুসহ হামফ্রে যখন

ল্যুকের শ্যাকে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করছিল, সেই সময় ওরা সার্কেল-আরের গরু তাড়াতে ব্যস্ত ছিল নর্থ ফর্কে। কানিঙ নিজে বা তার লোকেরা যে স্ট্যাম্পেডিঙের জন্য দায়ী নয়, তা বুঝতে সময় লাগবে না জেক হামফ্রের। তখন ওয়াগন ভাঙার ব্যাপারটাও খতিয়ে দেখবে সে।

বিকৃত হয়ে উঠল রেডের চেহারা। আরও কিছু শুনতে পাওয়ার আশায় বসেই থাকল সে কান পেতে। হঠাৎ নজর গেল রাস্তার উল্টোদিকের বোর্ডওয়াকে, একটি মেয়েকে দাঁড়ানো দেখে সচকিত হয়ে উঠল সে। সেদিন হাজতে ল্যুকের সাথে দেখা করার পর টিনা হাওয়ার্থকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল সে। যদি আবার হুমকি আসে বা কোন জরুরী দরকার হয় তাহলে মেয়েটিকে হোটেলের পোর্চে এসে ওর খোঁজ নিতে বলে দিয়েছিল। কথাটা মনে হতে রাস্তা পেরিয়ে এল ফ্রস্ট। টিনার কাছে এসে হ্যাট তুলে নড করল। 'কোন খবর আছে?'

মৃদু হাসল মেয়েটি। 'হ্যাঁ। বেন কানিঙ আমার ঘরে বসে আছে, রেড। ল্যুকের সাথে নাকি জরুরী কথা আছে ওর। তাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই বলে আমার সাহায্য চাইতে এসেছে।'

'একা এসেছে?'

'ঘরে তো একাই ঢুকেছে। বাইরে কেউ আছে কি না দেখিনি।'

একমুহূর্ত ভেবে বলল রেড, 'আচ্ছা, তুমি যাও। আমি আসছি একটুপর।'

ইতস্তত করল টিনা। 'তুমি ওকে ল্যুকের কাছে নিয়ে যাবে, রেড?'

'বলতে পারি না। আগে ওর কথা শুনব আমি।'

ঘুরে বাড়ির পথ ধরল টিনা। কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাপার

বোঝার চেষ্টা করল পাঞ্চার। মতলব কী ব্যাটার? নিজের ধ্বংস ঠেকাতে সন্ধি করতে চায়? কিন্তু ব্যাপারটা ওর স্বভাবের সাথে মেলে না। তাহলে? স্ট্যাম্পেডিঙের পর থেকে ল্যুক পার্টিনের যা মেজাজ, তাতে লোকটাকে দেখার সাথে সাথেই মেরে ধরে বসবে না তো আবার! আলফকে তাড়িয়ে দিয়েও রাগ কমেনি তার, হামফ্রের লোকটা অযথা খুন হয়েছে বলে নিজেকেই দায়ী ভাবছে সে। আলফের অন্যায় হলেও লোকটা হামফ্রের নগণ্য এক ভাড়াটে অস্ত্রধারী ছিল বলে সান্ত্বনা দিয়েও ওর রাগ কমাতে পারেনি রেড। তারওপর এখন যখন শুনবে ঘটনা কেঁচে গেছে, তখন যে কী ঘটবে ঈশ্বরই জানেন। এ অবস্থায় কানিঙকে দেখে সে খুশি হবে, এমনটা আশা করার কোন কারণ নেই। তবু দেখা যাক্, কি করা যায়। হাঁটতে শুরু করল ফ্রস্ট।

টিনা হাওয়ার্থের বাড়ির আশপাশ, সামনে-পেছনে ভাল করে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নিয়ে দরজায় নক্ করল সে। দরজা খুলে তাকে পার্লারে নিয়ে এল টিনা। হ্যাট হাতে নিয়ে পায়চারি করছিল বেন কানিঙ, রেডকে দেখে অমায়িক চেহারা করে তাকাল।

লোকটাকে পাত্তা দিল না পাঞ্চার। 'দরজাটা খোলা রাখলে ভাল হয়,' টিনাকে বলল। ভেতরের গন্ধ সুবিধার মনে হচ্ছে না।'

খোঁচাটা গায়ে মাখল না কানিঙ। 'আমি পার্টিনের সাথে দেখা করব, ফ্রস্ট।'

'ল্যুক তোমাকে দেখলেই খুন করবে।'

'সেটা ওর উচিত হবে না, কারণ আমার কাছে ওর জন্য দরকারী কিছু তথ্য আছে।'

'কি তথ্য?'

'সেটা ওকেই বলব।'

'ওসব অচল চাল চালতে ইন্ডিয়ানরাও এখন লজ্জা পায়। ল্যুকের কাজে লাগবে এমন কি তথ্য থাকতে পারে তোমার

কাছে? সত্যি যদি তার উপকার করতে চাও তাহলে আমি বলছি তথ্য দিয়ে নয় তুমি মরে পড়ে থাকো।'

'রেড!' বেন কানিঙ এখানকার প্রতিষ্ঠিত শক্তি। অথচ তার সাথে রেডকে যা-তা ব্যবহার করতে দেখে ঘাবড়ে গেছে টিনা।

ওর দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসল রেড। 'ভয় পেলে নাকি, টিনা? আরে ও একটা খচ্চর ছাড়া কিছু নয়। ওকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

একদিকের ভুরু খানিক উঁচু করল কানিঙ। ফ্রস্ট ওর দিকে ফিরতে বলল, 'ও নয়, আমি দেখছি ভয় তুমিই পাচ্ছ।'

দাঁত ঢাকা পড়ে গেল পাঞ্চারের। থমথমে হয়ে উঠল চেহারা। আবার মুখ খুলল হুইস্কি পেডলার, 'আমাকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই তোমার, ফ্রস্ট। দরকার হলে আমার অস্ত্র তোমার কাছে রাখো। তোমাদের ওয়াগন আছে, ক্রু আছে, আমাকে সেখানে রেখে পার্টিনকে নিয়ে এসো গিয়ে। তবু চলো, আমাকে তার সাথে কথা বলিয়ে দাও।'

পাঞ্চারকে ভুরু কুঁচকে ভাবতে দেখে অধৈর্য হয়ে উঠল কানিঙ। 'এত চিন্তার কি আছে এরমধ্যে?'

কর্কশ স্বরে ফ্রস্ট বলল, 'তোমার গানম্যানরা পিছু নেবে না, তার নিশ্চয়তা কি?'

'মোটামাথা বেশি খেলাতে গেলে যা হয় তোমার দেখছি সেই অবস্থা,' বিদ্রূপ করল কানিঙ। 'এখন রাত, অন্ধকারে ট্রেইল পাওয়া সম্ভব নয় জেনেও এই প্রশ্ন করছ?'

মেজাজ গরম হয়ে উঠল রেড ফ্রস্টের। দাঁতে দাঁতে পিষে বলল, 'তোমার মত একটা বুড়ো গাধাকে আমি পরোয়া করি না।'

'তাহলে দেরি কিসের, চলো যাই।'

'দাঁড়াও,' এগিয়ে এল পাঞ্চার। সার্চ করে লোকটার শোল্ডার হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করে নিল 'আমার কথামত চলবে

তুমি। খট্‌কা লাগলে তোমার বেজির মত মাথাটা গুঁড়ো করে দিতে বাধবে না আমার।'

কানিঙকে সামনে রেখে বেরিয়ে যেতে পা বাড়াল রেড। উদ্বিগ্ন চেহারায় কাছে এগিয়ে এল টিনা হাওয়ার্থ। 'সাবধান থেকো, রেড।'

ওর দিকে তাকাল পাঞ্চার। তার মনে হলো এরকম সুন্দরী একটি মেয়েকে এই বয়সে বিষাদভরা চেহারায় মানায় না। হেসে অভয় দিল, 'থাকব।' বেরিয়ে এল সে।

পেমাস্টারের একটা শাখা ক্রীকের পাড়ের নিচে ওয়াগন রেখে ক্যাম্প করেছে ল্যারি গোমস। ক্রীকের উঁচু পাড়, ঘন উইলো বন আর ঝোপ ঝাড় জায়গাটাকে এমনভাবে আড়াল করে রেখেছে যে, দূর থেকে এখানে কিছু আছে বোঝার উপায়ই নেই। ডার্লিঙটন থেকে বেরিয়ে প্রচুর ঘোরাঘুরি করেছে রেড। কেউ অনুসরণ করছে না নিঃসন্দেহ হয়ে নিয়ে তবে কানিঙকে ক্যাম্পে নিয়ে এসেছে। ততক্ষণে প্রায় তিনঘণ্টা কাবার।

ঘোড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ল্যারি গোমসের। রেডের সাথে কানিঙকে দেখে খেঁকিয়ে উঠল, 'বজ্জাতটা এখানে কি করছে?'

'ওর ওপর চোখ রাখো তুমি,' আগুন উস্‌কে দিয়ে রেড বলল। 'ও ল্যুকের সাথে কথা বলতে চায়। আমি নিয়ে আসছি ল্যুককে।'

ঘোড়া নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল সে। খানিক পশ্চিমে ছুটে উত্তরে ঘুরল। সিকি মাইল যেয়ে এক জায়গায় থেমে দু'বার সিটি বাজাল। প্রায় সাথে সাথে জবাব এল। পরমুহূর্তে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ল্যুক পার্টিন। ক্যাম্পে থেকে ধরা পড়তে চায় না বলে এই জায়গা বেছে নিয়েছে সে। 'কি খবর, রেড?'

'কানিঙ ক্যাম্পে বসে আছে। তোমার সাথে কথা বলতে চায়।'

'কানিঙ?'

'হ্যাঁ। আরও খবর আছে,' বলল পাঞ্চার। 'জেক হামফ্রে গতরাতে তোমার শ্যাকে আগুন দিয়ে কানিঙকে তার লোকজনসহ পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিল। পালাতে গিয়ে মারাও গেছে দুই ক্রু।'

কয়েকমুহূর্ত চুপ থেকে মুখ খুলল কাউবয়। তিক্ত গলায় বলল, 'আমাদের স্ট্যাম্পেডিঙের উদ্দেশ্য তাহলে মাঠে মারা গেল, না?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। কানিঙ একই সময় দুই জায়গায় থাকতে পারে না।'

ল্যুক পার্টিনের মনের অবস্থা বুঝতে পারছে রেড, কিন্তু কিছু করার নেই এখন। কেঁচে গেছে ব্যাপারটা। ক্যাম্পের পথ ধরল দু'জনে। ক্যাম্পে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে কানিঙের দিকে তাকাল ল্যুক। রেড লক্ষ করল ওর ধূসর চোখে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে যেন। চেহারা থমথমে। চোয়াল দৃঢ়। রেড জানে কারও মধ্যে এমন যুদ্ধংদেহী ভাব দেখলে তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে হয়। কানিঙ কি তা জানে? ভাবল সে।

দৃঢ় পায়ে আগুনের কাছে দাঁড়ানো কানিঙের উল্টোদিকে এসে থামল ল্যুক। ক্রুরা দূরে দাঁড়িয়ে প্রত্যাশা নিয়ে দেখছে ওদের।

'তোমাকে এখানে কিছু খেতে বা পান করতে দেয়ার ইচ্ছা নেই আমার,' নিচু গলায় বলল ল্যুক। 'কুকুরকে আমরা ক্যাম্পের বাইরে নিয়ে খেতে দিই।'

কানিঙের চেহারা পাল্টাল না। 'এখানে খেতে আসিনি আমি। এসেছি কথা বলতে।'

'কি কথা, বলে ফেলো।'

চারদিকে দেখল কানিঙ। 'গোপনে বলতে চাই।'

'তাহলে জাহান্নামে যাও তুমি!'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' শান্ত করার চেষ্টা করল কানিঙ। 'মাথা গরম

করার দরকার নেই। এখানেই বলছি। হামফ্রের গরু তাড়াতে গিয়ে ভুল করে বসেছ তুমি, পার্টিন। আমার ওপর দোষ চাপাতে চেয়েছিলে, কিন্তু ওই সময় হামফ্রে নিজে আমাকে আর আমার লোকদেরকে শ্যাকে আটকে রেখেছিল।'

'কি করে বুঝলে?'

মৃদু হাসির ভঙ্গি করল হুইস্কি পেডলার। 'হামফ্রের সাথে কথা হয়েছে আমার। চমৎকার চাল চেলেছিলে, পার্টিন। শুধু একটু তাড়াহুড়া করে ফেলেছ, এই যা। আমাদের মধ্যে লড়াই বাধানোর তোমার চেষ্টায় আর কাজ হবে না। এখন আমরাই তোমাকে সাইজ করব।'

'তোমার কথায় আমার ভয় ধরে যাচ্ছে।'

'ভয় তোমার ধরছে না, পাগল হয়ে যাচ্ছ তুমি,' বলল কানিঙ। 'নইলে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করতে।'

'তুমি বুঝিয়ে দাও কষ্ট করে।'

ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল পেডলার, 'হামফ্রের গরু, রেঞ্জ বা ক্রুর যত ক্ষতিই হোক না কেন, ভবিষ্যতে সে আমাকে দায়ী করবে না। সে ধরে নেবে কাজটা তুমিই করেছ। বুঝতে পারছ ব্যাপারটা?'

'পরিষ্কার।'

'তোমার বিরুদ্ধে আমি আর হামফ্রে একজোট হয়েছি। তোমার সব খোঁজ-খবর জোগাড় করে তোমাকে গেঁথে তুলতে তৈরি হচ্ছি আমরা।'

'তারপর?' নির্বিকার দেখাল ল্যুককে।

'ধরো, তোমার গতিবিধির একটা খবর আমার "কানে পৌঁছল", সেটা আমি হামফ্রেকে জানালাম। তারপর আমরা আমাদের লোকজন নিয়ে তোমাকে ধরতে কানসাসের দিকে অর্ধেক রাস্তা ছুটে গেলাম।' ঢোক গিলল সে। চকচকে চোখে

দেখছে ওকে। 'তুমি তোমার লোকজন নিয়ে সেই সুযোগে সার্কেল-আর জ্বালিয়ে দেবে। যন্ত্রপাতি ভাঙবে। ঘোড়া যত আছে, বহুদূরে তাড়িয়ে দেবে। সমস্ত গরু দুটো রেঞ্জে ছড়িয়ে দিয়ে ঘাসে আগুন ধরিয়ে দেবে।

'তাহলে সামনের তারিখ মত গরু ডেলিভারি করতে পারবে না হামফ্রে। লোকজন, ঘোড়া জোগাড় করে যখন গরু খুঁজে আনতে পারবে সে, ততদিনে ওগুলোর হাড্ডিসার অবস্থা হবে। ঘাসের অভাবে স্বাস্থ্য বলে কিছু থাকবে না। এবং সাপ্লাই কন্ট্রাক্ট রক্ষা করতে না পারলে লাখ লাখ ডলার ক্ষতি হবে কোম্পানির। বাধ্য হয়ে সার্কেল-আর বন্ধ করে দিতে হবে এযরা মাইলসকে।'

ল্যুককে মৃদু হাসতে দেখল রেড। একটু পর তাকে বলতে শুনল, 'বুঝলাম। কিন্তু বিনিময়ে আমরা কি পাচ্ছি?'

'তোমাকে বিরক্ত না করার গ্যারান্টি, এবং জোর রেঞ্জের নির্ভেজাল দলিল।'

হাসি বন্ধ করে স্থির চোখে লোকটার দিকে তাকাল ল্যুক পার্টিন। 'আর সার্কেল-আর রেঞ্জ দুটো তুমি দখল করবে, তাই না?'

'ঠিক।'

আচমকা চিৎকার করে উঠল কাউবয়, 'শালা বিশ্বাসঘাতক! দূর হও আমার সামনে থেকে!'

ভুরু কোঁচকাল হুইস্কি পেডলার। 'তার মানে তুমি আমার...'

'তার মানে আমি তোমাকে খুন করব, কানিঙ! তুমি এতটা নীচ জানলে আগেই করতাম।'

আড়ষ্ট হাসি দিল কানিঙ। 'এজন্য পস্তাতে হবে তোমাকে।' ঘুরে হাঁটা ধরল সে।

ল্যারি ডাকল, 'তোমার ঘোড়া ওদিকে, কানিঙ!'

থামল না সে। সাদা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে

আলোর বৃত্তের বাইরে, ক্রীকের উজানের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। বোধহয় শুনতে পায়নি।

বিপদটা প্রথম টের পেল রেড। ছুটে এসে ধাক্কা মেরে ল্যুককে মাটিতে ফেলে দিল সে, পরপর কয়েক লাথিতে জ্বলন্ত কাঠের টুকরোগুলো দূরে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে ক্যাম্প-ফায়ারের আগুন নিভিয়ে দিল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ক্যাম্পের চারদিক থেকে একযোগে অনেকগুলো রাইফেল গর্জে উঠল।

ব্যাপার বুঝতে এক সেকেন্ডও নষ্ট করল না ল্যুক পার্টিন। চিৎকার করে ক্রুদের পাল্টা গুলি না চালানোর নির্দেশ দিল সে। তারপর বুলেটের হাত থেকে বাঁচতে ক্রল করে সরে যেতে শুরু করল। কারও শরীরে হাত লাগতে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'রেড?'

'আমি দুঃখিত, ল্যুক,' হড়বড় করে উঠল পাঞ্চার। 'খচ্চরের বাচ্চাটা যখন বলল—আমাকে তোমাদের ওয়াগনের কাছে নিয়ে চলো, তখনই মতলব বোঝা উচিত ছিল আমার।'

'তাতে কোন ক্ষতি হয়নি,' কঠোর গলায় বলল ও। 'বরং আমাদের শত্রুদের নতুন অবস্থান জানতে পারলাম। এখন তুমি চুপচাপ লোকদের নিয়ে বনের দিকে সরে যাওয়ার চিন্তা করো। কানিঙের লোকেরা অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘেরাও ছোট করে আনবে। আমি দেখি কিছু করতে পারি কি না।'

ক্রল করে ক্রীকের পাড়ে ঝোপের মধ্যে এসে ঢুকল ল্যুক। দু'লাইনে সাতটা রাইফেল থেকে গুলি আসছে। রেড আগুন নিভিয়ে দেয়ায় পুরো ক্যাম্প এখন অন্ধকার, লক্ষ্যহীন গুলি চালাচ্ছে শত্রুরা। নেহায়েত মন্দকপাল না হলে এভাবে সারারাত গুলি চললেও কারও গায়ে গুলি লাগার কথা নয়।

হিসাব করছে ল্যুক। এভাবে গুলি চালানো অর্থহীন যখন কানিঙ বুঝবে, তখন দ্রুত তার লোকদের এখানে আসতে বলবে। হাতাহাতি লড়াইয়ে দু'পক্ষের লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখা দেবে।

কানিঙের তাতে মাথাব্যথা না থাকলেও ল্যুকের আছে। এই নিরীহ কিন্তু কর্মঠ পাঞ্চাররা ওর জন্যই এখন বিপদের মুখোমুখি। ওদের মরতে দিতে পারে না সে। সময় বেশি নেই, তাই যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

ক্রল করে পানির কিনারায় নেমে এল ও। গানবেল্ট খুলে নিল যাতে পানিতে ভিজে না যায়। একহাতে উঁচু করে ধরে নিঃশব্দে নেমে পড়ল ঠাণ্ডা স্রোতের মধ্যে। অল্প পানি, তাতে পিঠ দিয়ে স্রোতের সাথে ভেসে চলল। ঠাণ্ডায় শরীর জমে যাওয়ার অবস্থা, কিন্তু কিছু করার নেই। ক্রীকের পাড়ে আড়াল থেকে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে কানিঙের এক গানম্যান। দম বন্ধ রেখে বলতে গেলে লোকটার রাইফেলের ব্যারেলের নিচ দিয়ে ভেসে এল ও।

আরও খানিকটা সরে এসে পানি থেকে উঠল। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে ঠক্ ঠক্ করে। এই সময় কানিঙের চিৎকার ভেসে এল। 'সামনে এগোও সবাই!' আর সময় পাওয়া যাবে না। সবচেয়ে কাছের লোকটার দিকে এগোল ল্যুক—এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। বোল্ট টানা আর ট্রিগার টেপায় লোকটা এত ব্যস্ত যে অন্য কোনদিকে নজরই নেই। পেছন থেকে এল কাউবয়, কোল্টের বাঁট দিয়ে ধাঁই করে মেরে বসল লোকটার মাথায়। নিঃশব্দে ঢলে পড়ল লোকটা। তার রাইফেল আর বেল্ট তুলে নিয়ে কিছুটা সরে এসে পজিশন নিল ল্যুক পার্টিন। কানিঙের প্রতিটা লোকের গানফ্ল্যাশ দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট।

উজানের একটা গানফ্ল্যাশ টার্গেট করে পরপর পাঁচটা গুলি করল ও। সন্তুষ্ট হয়ে লক্ষ করল রাইফেল রিঙে একটা ফাটল তৈরি হয়েছে। এবার বাঁদিকে, ক্রীকের ভাটির লোকটাকে টার্গেট করল ও। দ্বিতীয় গুলি করার সাথে সাথে দীর্ঘ এক মরণ চিৎকার ভেসে এল ওদিক থেকে। কানিঙের বাকি লোকদের কারও বুঝতে বাকি রইল না চিৎকারটা তাদেরই এক সঙ্গীর, মুহূর্তে গুলি

চালানোর উৎসাহে ভাটা পড়ল তাদের।

কানিঙের চিৎকার শুনল ল্যুক। 'আগে বাড়ো সবাই, আমি বলছি আগে বাড়ো!' কিন্তু অবস্থান ছেড়ে নড়ল না কেউ, উল্টে একে একে বাকি রাইফেলগুলোও নীরব হয়ে গেল। পশ্চিম পাড়ের রিজের দুটো রাইফেল চুপ হয়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছে লোকগুলো। কি ঘটেছে বোঝার চেষ্টা করছে। চেঁচিয়ে, হুমকি-ধমকি দিয়েও লোকগুলোকে সচল করতে পারছে না বেন কানিঙ।

সময় কত হয়েছে জানে না ল্যুক। আচমকা দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতে দেখে চমকে তাকাল ক্যাম্পের দিকে মনে হচ্ছে কানিঙের লোকদের কেউ একজন এতক্ষণ গুলির কভার নিয়ে ক্যাম্পের মাঝখানে শুকনো ঘাস-পাতা জড়ো করে কাজটা ঘটিয়েছে। আলোয় ক্যাম্পের চারদিক বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এবার ওরা খুঁজে খুঁজে ল্যুকের ক্রুদের মারবে। নিজের ক্রুদের খুঁজতে লাগল শঙ্কিত ল্যুক। চাক ওয়াগনটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কোন মানুষের দেখা নেই ওদিকে। রেড কি তবে···।

এমন সময় পুবদিকের রিজ আর ক্রীকের ভাটির দিক থেকে একযোগে কয়েকটা রাইফেল গর্জে উঠল। এবার বুঝল ল্যুক, পশ্চিম রিজ থেকে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে রেড সবাইকেসহ ওদিক দিয়ে ঘেরাওর বাইরে, কানিঙের রাইফেল-ম্যানদের পেছনে চলে গেছে। আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থাও করেছে। এখন কানিঙের অবশিষ্ট লোকেরা আগুন আর ওদের মাঝখানে পড়ে গেছে।

ওদের পাতা ফাঁদের পুনরাবৃত্তি করেছে রেড। ছক উল্টে গেছে বোঝার সাথে সাথে পিঠটান দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল শত্রু। তাড়াহুড়োয় পালাতে গিয়ে একজন বোকার মত ক্যাম্পের মধ্যে দিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল। একঝাঁক বুলেট মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন করে দিল তাকে। বাকিরা যে যেদিক দিয়ে সম্ভব ঝোপ-ঝাড় ভেঙে ছুটে

পালাল। অনেকক্ষণ পাল্টা গুলি আসছে না দেখে ল্যুকের ক্রুরা ক্যাম্পে জড়ো হতে শুরু করল।

বাহুতে গুলি লেগেছে ফিচ গাওয়ানের, শার্টের আস্তিন রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। দ্রুত তার ক্ষত ব্যান্ডেজ করে দিল ল্যুক। রেড জানাল কানিঙের তিন রাইফেলম্যান মরেছে। স্পেন্সকে ঘোড়া নিয়ে আসতে বলল সে, যাতে কানিঙ লোক জোগাড় করে আবার হামলা করার আগেই এখান থেকে ওয়াগন নিয়ে সরে পড়া যায়।

র‍্যাঙলারকে পা বাড়াতে দেখে ল্যুক ডাকল, 'দাড়াও, স্পেন্স।' থেমে গেল লোকটা। ওর বলার সুরে এমন কিছু ছিল যা শুনে অন্যদেরও কানে লেগেছে।

'অনেক বোকামি হয়েছে,' ল্যুক বলতে শুরু করল। এখন বুঝতে পারছি রেঞ্জ ফিরে পাওয়া সহজে সম্ভব হবে না। ওটা পেতে হলে আমাকে যুদ্ধবাজ ক্রু জোগাড় করতে হবে। তোমরা গানম্যান নও, সে কাজের উপযুক্ত পয়সাও আমি তোমাদের দিচ্ছি না। তাই ঠিক করেছি তোমাদেরকে ছেড়ে দেব।'

সবাইকে একবার দেখে নিয়ে আবার মুখ খুলল, 'ঘোড়া-খাবার যা লাগে, নিয়ে টেক্সাসে ফিরে যাও তোমরা। ফোর্ট ওয়র্থের স্টকম্যানের ব্যাঙ্ক থেকে বেতনের টাকা তুলে নিয়ো। আমি তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট নই। তোমরাও মনে কষ্ট নিয়ো না। যদি কখনও সুযোগ আসে তোমাদের ডাকব আবার। সম্ভব হলে চলে এসো।'

স্পেন্স ক্লান্ত গলায় বলল, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে, তবু তোমার প্রস্তাব আমি মেনে নিচ্ছি, ল্যুক। আমিও জানি এখানে থেকে তোমার সত্যিকারের কোন কাজে আসতে পারছি না আমি।'

'আমি থাকছি,' শান্ত গলায় ঘোষণা করল ল্যারি।

'আমিও,' বলল রেড ফ্রস্ট।

ফিচ গাওয়ান, হেনরি আর মিচ খানিকক্ষণ চুপ থেকে স্পেন্সের উদ্দেশে নড করল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল ওরা চারজন। ওদের ঘোড়ার আওয়াজ মিলিয়ে যেতে গম্ভীর চেহারায় ওয়াগনের দিকে তাকাল কাউবয়। দীর্ঘশ্বাস চেপে স্থির গলায় বলল, 'ল্যারি, রেড, খাবার আর জিনিসপত্র যা যা সম্ভব বের করে নাও। আমি ওটা পুড়িয়ে দেব।'

সব আশা, সব স্বপ্নের প্রতীক চাক ওয়াগনটায় নিজ হাতে আগুন ধরাল ল্যুক পার্টিন। চেহারা থমথমে তার। কাজ সেরে একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে ঘোড়ার দিকে হেঁটে চলল। রেড, ওটিও চলল নীরবে। কিছুদূর এগোতে ক্রীকের পাড় থেকে কারও দুর্বল গলা ভেসে এল। 'আমাকে রেখে যেয়ো না।'

চমকে সেদিকে তাকাল সবাই। একটা ঝোপের কাছ থেকে কথাটা এসেছে বুঝতে পেরে এগোল। মাটিতে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে আছে কে যেন। বিড়বিড় করছে। তার পাশে হাঁটু মুড়ে দেশলাই জ্বালাল ল্যুক। কানিঙের এক ক্রু লোকটা, নিতম্বের পাশে গুলি লেগেছে। শার্ট আর লিভাইস ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

ওর হাত চেপে ধরল লোকটা। 'আমাকে ফেলে যেয়ো না, পার্টিন। আমার চলার ক্ষমতা নেই।'

'কানিঙ তোমাকে নিতে আসছে,' নির্দয় কণ্ঠে বলল ল্যুক।

আরও শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরল লোকটা। 'সেই তো আমাকে গুলি করেছে,' তিক্ত গলায় বলল সে। 'আমি তার নির্দেশমত তোমার ক্যাম্পের দিকে যাইনি বলে এই দশা করেছে আমার।'

'আমাদের উপকার হয়েছে তাতে,' খোঁচা মেরে বসল ল্যারি।

করুণ মিনতি করল লোকটা, 'প্লীজ, আমাকে রেখে যেয়ো না। কানিঙ যদি ফিরে আসে, এবার নিশ্চই আমার বুকে গুলি করবে।'

পাঞ্চারের দিকে তাকাল পার্টিন। 'কি মনে হয়, সত্যি বলছে?'

মাথা দোলাল লোকটা। 'কানিঙের দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়।'

'কি নাম তোমার?' ল্যুক বলল।

'অগাস্টিন। গাস বলে ডাকে সবাই।'

মুহূর্তখানেক চুপ থেকে রেডকে বলল ল্যুক, 'তাহলে কষ্ট করে এর জন্য একটা ঘোড়া নিয়ে এসো। রেখে যাওয়া ঠিক হবে না লোকটাকে।'

কয়েকমিনিট পর চারটে ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো ওরা। ল্যুকের মুখে কোন কথা নেই। কিছু ক্রু, একটা ওয়াগন, আর একপাল গরু নিয়ে একদিন এ অঞ্চলে এসেছিল সে। একটা রেঞ্জ, শ্যাক আর এক পার্টনারও ছিল তার। আজ সে সবের কিছু অবশিষ্ট নেই। গরুগুলো থেকেও নেই। দু'জন মাত্র সাথী আর আহত এক শত্রুকে নিয়ে চলে যাচ্ছে সে। সবচেয়ে বড় কথা, টেক্সাসের মুক্ত, স্বাধীন ট্রেইল বস্ ল্যুক পার্টিন আজ আইনের চোখে ওয়ান্টেড।

এগারো

সাট্‌লার পোস্টের স্টোর থেকে কেনাকাটা সেরে পড়ন্ত বেলায় বাড়ির পথ ধরল লিসা হপকিন্স। দুল্‌কি চালে ঘোড়া চলছে। দীর্ঘ ঢাল বেয়ে নেমে চলেছে ক্যানাডিয়ানের দিকে। মাঝামাঝি পৌঁছতে পেছনে ঘোড়ার শব্দ শুনল মেয়েটি। মাথা ঘুরিয়ে তাকানোর আগেই ঘোড়াটা ওর পাশে চলে এল। 'আফটারনুন,

মিস হপকিন্স,' হ্যাট ছুঁয়ে বলল রাইডার। চেহারায় হাসি হাসি ভাব।

'গুড আফটারনুন,' প্রভাবশালী কানিঙকে দেখে বলল লিসা। ঘোড়ার গতি আরও কমিয়ে দিল।

'মিস হপকিন্স, একটা ব্যাপারে তোমার মত জানা দরকার মনে করে এলাম।'

'কোন ব্যাপারে, মিস্টার কানিঙ?'

'গতরাতে পেমাস্টার ক্রীকে আমার ওপর দুই লোক হামলা করেছিল। বাধা দিতে গিয়ে তিন ক্রু খুন হয়েছে আমার। কদিন আগে সার্কেল-আরের একপাল গরু তাড়িয়ে নদীতে ফেলার সময় ওই দু'জনই ঠাণ্ডা মাথায় নিরীহ এক হার্ডারকেও খুন করেছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে, ওই লোকদুটো মুক্ত থাকলে এলাকায় কেউই নিরাপদে চলতে-ফিরতে পারবে না।' লিসার চোখে চোখ রাখল সে। 'লোক দুটো কে কে, অনুমান করতে পারো তুমি?'

'নাহ্!' চোখ কুঁচকে উঠল ওর চিন্তায়।

'ল্যুক পার্টিন আর রেড ফ্রস্ট।'

'না!' লিসা তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'ওরা এ কাজ করতে পারে আমি বিশ্বাস করি না!'

'কথাটা সত্যি, অবিশ্বাস করার কিছু নেই, মিস লিসা।'

দ্রুত মাথা নাড়ল ও, নীল চোখে বিভ্রান্তি। 'ঝামেলা পাকানো বা ছোটখাট অপরাধ সে করতে পারে, কিন্তু খুন-টুন ল্যুক পার্টিনের দ্বারা সম্ভব, আমার বিশ্বাস হয় না।'

'তাকে ভালই চেনো তাহলে?'

'দেখেছি...মানে, হ্যাঁ।'

'কোথায় দেখেছ, তোমাদের বাড়িতে?'

মেয়েটির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ। কিন্তু তা নিয়ে তোমার এত কৌতূহল কেন, মিস্টার কানিঙ?'

'কারণ ওকে ধরতে তুমি আমাদের সাহায্য করবে,' নরম স্বরে বলল সে।

'আমি?' ঘোড়া পুরোপুরি থামিয়ে দিল মেয়েটি। 'পারলেও আমি তা করব না, মিস্টার কানিঙ! কিসে তোমার ধারণা হলো আমি তোমাকে এ কাজে সাহায্য করব?'

'না, মানে,' কিছুটা মিনমিনে গলায় বলল লোকটা, 'আমার ধারণা ছিল তোমার বাবার বীফ কন্ট্রাক্টিং ব্যবসা ঠিকঠাক রাখতে সম্ভাব্য সব করবে তুমি।'

'অবশ্যই করব!' লিসার চোখে ভয়ের ছাপ কানিঙের নজর এড়াল না।

হাত ঝাড়া দিয়ে বাতিল করার ভঙ্গি করল সে। 'তাহলে উপায় নেই, আমাকে তোমার সাহায্য করতেই হবে, মিস হপকিন্স। ল্যুক পার্টিন আমাকে খুন করতে চায়, ধ্বংস করতে চায়। আরও ডজনখানেক অপরাধ করেছে সে। আমি যদি ইন্ডিয়ানদেরকে বলে দিই, তাহলে তোমার বাবার অসুবিধা হবে। যদি তা না চাও, তাহলে পার্টিনকে গ্রেফতার করতে তুমি আমাকে সাহায্য করবে।' মৃদু হাসির ভঙ্গি করল হুইস্কি পেডলার। 'আমি তোমাকে কোন অন্যায় কাজ করতে বলছি না, আইনের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বলছি শুধু।'

'কিন্তু আমি তো জানি না ল্যুক কোথায়।'

'টিনা হাওয়ার্থ জানে। তুমি জানতে চাইলে সে তোমাকে বলবে।'

'তাহলে তুমি নিজে কেন যাচ্ছ না তার কাছে?'

'কারণ ও আমাকে বলবে না।' গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল কানিঙের।

অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না মেয়েটি। এতদিন যে ভয় ও

পাচ্ছিল, যে জন্য বাবাকে বারবার সাবধান করতে চেয়েছে, আজ তাই সত্যি হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ল্যুক পার্টিনের ওপর রাগ হচ্ছে ওর। কিন্তু যত রাগই হোক, তাকে খুনের দায়ে ধরিয়ে দিতে পারবে না ও।

মেয়েটির মনের কথা আন্দাজ করতে কষ্ট হলো না চতুর কানিঙের। 'মিস হপকিন্স,' অমায়িক চেহারা করে সে বলল, 'তোমার চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই, পার্টিনকে খুনের দায়ে ধরা হবে না।'

'কিন্তু এইমাত্র তুমি বললে...'

'আমি বলেছি সে খুন করার অপরাধে অপরাধী। কিন্তু ধরতে পারলে তার বিচার হবে হুইস্কি পেডলিঙের জন্য। যার শাস্তি কয়েকমাসের জেল আর কিছু জরিমানা। আশা করা যায় ওতেই শুধ্‌রে যাবে সে। আমরাও নিরাপদ থাকব। ব্যস্।'

'তুমি সত্যি বলছ, মিস্টার কানিঙ?'

অমায়িক হাসিটা চওড়া হলো তার। 'চারপাশে নজর বোলালে তুমি নিজেই তা বুঝতে পারবে। ডার্লিঙটনের ল্যাম্প পোস্টে, মার্ফি হোটেলের সামনে, পোস্ট অফিসে পার্টিনের ছবিসহ ওয়ান্টেড পোস্টার ঝুলছে। পড়ে দেখো, ওগুলোয় তাকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়নি কিন্তু।'

'কিন্তু আমি ধরিয়ে দিতে সাহায্য না করলে তাই লেখা থাকবে পরেরবার, এই তো?'

নড করল হুইস্কি পেডলার।

'এবং বাবার ব্যবসার ক্ষতি হবে।'

গম্ভীর মুখে আবারও নড করল বেন কানিঙ। বলল, 'তোমার বুদ্ধি আছে। ল্যুক পার্টিন যে রাতে তোমার বাড়ি আসবে, সে রাতে সামনের জানালায় আলো ঝুলিয়ে দেবে। আর্মি এসে

গ্রেফতার করবে ওকে। আজকের সন্ধ্যা থেকে এক সপ্তা আমার লোক তোমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখবে। গুড বাই, মিস হপকিন্স।' হ্যাট ছুঁয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে চলল সে। আরও কিছুক্ষণ পর ডার্লিঙটন পৌঁছে টিনা হাওয়ার্থের বাড়ির পথ ধরল লিসা।

গ্যারিসন ডাক্তারের কাছ থেকে কানিঙের রাইডার গাসের জন্য ওষুধ নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল ল্যারি গোমস। ওষুধ রেখে পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে ল্যুক পার্টিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'টিনা হাওয়ার্থ দিয়েছে,' গম্ভীর মুখে বলল সে।

গাসকে পানি খাওয়াচ্ছিল ল্যুক, কাজ শেষ হতে কাগজটা নিয়ে দ্রুত পড়ল। টিনা দিলেও নোটটা মিস হপকিন্সের। লিখেছে, তার বাবা কি একটা ঝামেলায় পড়েছে, তাই ওকে দেখা করতে বলেছে তাড়াতাড়ি। ভাবনায় পড়ল ল্যুক, কি এমন ঝামেলা হলো হপকিন্সের যা লিখে জানানো গেল না? রেডও পড়ল নোটটা, কোন মন্তব্য না করে ফিরিয়ে দিল। যাবে ঠিক করল ল্যুক। ল্যারি সঙ্গ নিতে চাইল। ফোরম্যানের চাকরি নিয়ে এসে বয়স্ক মানুষটা এখন বলতে গেলে বেকার হয়ে পড়েছে, তাই ল্যুক বাধা দিল না। রেডকে গাসের কাছে রেখে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে।

সন্ধ্যারাতের একটু পর ডার্লিঙটনের উপকণ্ঠে জন হপকিন্সের বাড়িতে পৌঁছুল ওরা। বাইরের কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে টোকা দিতে লিসা দরজা খুলে দিল। সামনে ল্যুক পার্টিনকে দেখে আঁতকে উঠে সাথে সাথে মুখে হাত চাপা দিল।

বিস্মিত হলো ল্যুক। 'কি হলো তুমিই না ডেকেছ! নাকি...'

'না–হ্যাঁ, হ্যাঁ,' আমতা আমতা করে বলল মেয়েটি। 'এসো, পার্লারে এসে বোসো।'

ওর পেছন পেছন এসে সোফায় বসল ওরা। 'হপকিন্স কোথায়?' বলল ল্যুক।

রুমের মাঝখানে বড় টেবিলের ওপর রাখা লণ্ঠনটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল লিসা। 'বাইরে গেছে। মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে,' অনিশ্চিত গলায় বলল ও। 'ল্যুক! তুমি নাকি বেন কানিঙের তিন লোককে খুন করেছ, সত্যি?'

পানসে হাসি হাসল ল্যুক। 'আচ্ছা, সে খবর তাহলে তোমার কানেও পৌঁছে গেছে?

'কথাটা কি সত্যি?'

ল্যারি বলল, 'একটু ভুল আছে, মিস। সংখ্যাটা তিন নয়, সাড়ে তিন হবে।'

লিসাকে ভুরু কোঁচকাতে দেখে ল্যুক ব্যাখ্যা করল, 'একজন আহতও হয়েছে। আমরা তার দেখাশোনা করছি।'

মেয়েটির চেহারা কঠিন হয়ে উঠল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'যাতে সুস্থ হয়ে উঠলে ওই লোকটাকেও মেরে রক্ত পান করতে পারো, না?'

একটুও বদলায়নি ও, হতাশ হয়ে ভাবল ল্যুক। আজও একইরকম ঠোঁটকাটা রয়ে গেছে। 'না, ঠিক করেছি আগে ওকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা তাজা করব। তারপর থ্যাঙ্কসগিভিঙ ডের ভোজে লাগাব। চাইকি তোমাকেও হয়তো দাওয়াত করব সে অনুষ্ঠানে।'

পা ঠুকে ঝাম্‌টা মারল লিসা। 'মানুষের জীবন-মরণ নিয়ে ইতরের মত মশকরা করতেও তোমার বাধে না দেখছি।' বড় টেবিলের ওপর থেকে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে জানালার সামনের এক নিচু টেবিলে রেখে সরে এসে বসল মেয়েটি।

'কি হয়েছে তোমার বাবার?' প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করল

ল্যুক পার্টিন।

'জানি না আমি,' রকিঙ চেয়ারে দোল খেতে খেতে শীতল গলায় বলল ও। 'হবে হয়তো তোমার কারণে কোন ঝামেলায় পড়েছে।' স্কার্টের সুতো খুঁটতে খুঁটতে আবার বলল, 'জেল খেটেছ কখনও, ল্যুক?'

'তোমার তো তা ভালই জানার কথা।'

মৃদু হাসল লিসা। 'যে জেল তুমি ভাঙতে পারো, সে জেলের কথা বলছি না। যেখানে মাসের পর মাস আটক থাকলেও পালানোর সুযোগ আসে না, সেই জেলের কথা বলছি।'

'না। কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি চাও আমি জেলে বসে পচি?'

রহস্যমাখা গলায় বলল লিসা, 'তাই তো চাই আমি।'

ঘোঁৎ করে উঠল ল্যারি। হাল ছেড়ে সোফায় হেলান দিল ল্যুক। এই মেয়ের সাথে তার সদ্ভাব গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। ওর বাবার টাকাটা; যেটা ল্যুকের বিশ্বাস ও-ই মেরে দিয়েছে, একবার শোধ করে দিতে পারলে এ জীবনে আর কখনও হপকিন্সদের মুখোমুখি হবে না ল্যুক। কি কুক্ষণেই যে সেদিন কর্ন কিনতে গিয়েছিল সে, নইলে তো এই মেয়ের সাথে দেখাই হয় না। মনে মনে সেই দিনটার মুণ্ডুপাত করল ও।

ঘাড় সোজা করে কান পাতল লিসা। পরমুহূর্তে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'বোধহয় বাবা। কি যে···'

খুব কাছ থেকে গুলির শব্দ হলো, জানালার কাঁচ ভেঙে ঢুকে পড়ল তপ্ত বুলেট। ল্যুকের কান প্রায় ছুঁয়ে ঢুকে গেল পেছনের লগের দেয়ালে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রুত নড়ে উঠল ল্যুক, এক ঝট্‌কায় কোল্ট বের করে নিয়েই পাশে গড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে গুলি করে চুরমার করে দিল লণ্ঠন। চেঁচিয়ে ল্যারিকে পেছনের দরজা বন্ধ করতে বলে লিসাকে ধাক্কা মেরে ফ্লোরে ফেলে দিল বাইরে

থেকে তখন বিরামহীন গুলি ছুটে আসতে শুরু করেছে।

লিসার ফোঁপানোর শব্দে ক্রল করে ওর দিকে এগোল ল্যুক, তার কাঁধে হাত রেখে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'গুলি লেগেছে?'

ঝট্ করে ওর দু'হাত চেপে ধরল মেয়েটি। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি একটা ভুল করে ফেলেছি, ল্যুক! মহা অন্যায় করে ফেলেছি!'

'মানে?' ফাঁপা গলায় বলল ও।

হাউমাউ করে উঠল লিসা। 'কানিঙ গুলি চালাচ্ছে বাইরে থেকে। আমাকে ও বলেছিল, তোমাকে আর্মির হাতে তুলে দেবে, তাই মিথ্যা বলে তোমাকে আসতে বলেছি। তুমি এসেছ, তা বোঝানোর জন্য লণ্ঠনটা জানালায় রেখেছিলাম আমি।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না ল্যুক। ফ্লোরে শুয়ে আছে বলে গুলি নাগাল পাচ্ছে না ওদের, মাথার হাতখানেক উঁচু দিয়ে দেয়ালে গিয়ে বিঁধছে।

'এখন দেখছি মিথ্যা বলেছিল কানিঙ, তোমাকে মেরে ফেলতে চাইছে!' কাঁদতে কাঁদতে বলল ও। 'আর আমি বোকার মত তোমাকে ওর ফাঁদের মধ্যে এনে আটকে দিয়েছি!'

তেতো গলায় নিচু স্বরে বলল ল্যুক, 'হুম্! তাহলে এই ব্যাপার!'

'দোহাই ল্যুক, একটা কিছু করো! ওরা যাতে তোমাকে ধরতে না পারে সে জন্য আমি সব করতে পারি এখন।'

গলার স্বর যতটা সম্ভব নরম করে বলল ও, 'তাহলে আগে কান্না বন্ধ করো। আমি জানি আমাকে তুমি ঘৃণা করো। কিন্তু, লিসা...'

'এতদিন আমিও তাই ভেবেছি। কিন্তু, এখন বুঝতে পারছি তা নয়। তোমাকে ঘৃণা করি না আমি। কানিঙ বলেছিল তুমি তার

রাইডারদের খুন করেছ। একটু আগে তুমিও তা স্বীকার করেই আমাকে বাধ্য করলে ভুলটা করতে। এখন আমি কি করব? ওই লোকটা তো তোমাকে স্রেফ খুন করতে চাইছে।'

ভাবছে ল্যুক। ওর দিকে মন নেই। বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'থামো।'

করিডরের ওপাশ থেকে ল্যারি কাঁপা গলায় বলল, 'ওরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। এগিয়ে এলেই আমরা শেষ।'

জবাব দিল না কাউবয়। ভাবছে মেয়েটিকে এখান থেকে বের করতে হবে আগে। ল্যারিকেও। অনুগত নিরীহ লোকটা নইলে অযথা প্রাণ হারাবে। তাছাড়া যে অবস্থা, তাতে একজন লোক বেশি থাকলেও কোন লাভ নেই। লিসার হাত ধরল ও। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আমি ওদের···'

'না, আমি যাব না। আমি এখানেই থাকব। মরতে হয় তোমার সাথে মরব!'

'চুপ করো!' ধমকে উঠল ও। 'বাইরে থাকলে বরং আমার বেশি উপকার করতে পারবে তুমি। আর শোনো, ল্যারিকেও নিয়ে যেতে হবে। তার বিরুদ্ধে ওদের কোন অভিযোগ নেই। বেরোনোর পর তাকে তোমার বাবার গরুর পালের কাছে গিয়ে সতর্ক থাকতে বলবে। কারণ আমি পালালে ওরা সেখানে গিয়ে হামলা করবে।'

'তুমি কি করে বেরোবে, ল্যুক?'

'যে করে হোক বের আমি হবই!' গুলির শব্দ ছাপিয়ে বলল কাউবয়। 'তুমি বাইরে গিয়ে চেষ্টা করবে কানিঙ যেন ঘরে আগুন দিতে না পারে। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ,' দুর্বল গলায় বলল লিসা।

ল্যুক টের পেল ল্যারি ক্রল করে আসছে। কাছে এসে ডেকে উঠল সে, 'ল্যুক, তুমি কি লড়াই চালাতে চাও?'

'হ্যাঁ, তবে আগে মিস হপকিন্সকে এখান থেকে বের করতে হবে। তারপর কানিঙ পারলে এসে ধরুক আমাদের।'

'ঠিক আছে,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ল্যারি গোমস।

গোলাগুলির তেজ সামান্য কমতে চিৎকার করে কানিঙকে ডাকল ল্যুক। 'মিস হপকিন্স এখানে আছে! গুলি থামিয়ে তাকে বের হতে দাও!'

'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও ওকে!' চেঁচিয়ে বলল কানিঙ। গুলি থেমে গেল।

লিসাকে দাঁড় করাল ল্যুক। ল্যারিকে বলল সামনের দরজাটা খুলে দিতে। সে এগোতে পেছন পেছন মেয়েটিকে নিয়ে চলল ল্যুক।

দরজা খুলে পাল্লা ফুটখানেক ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল ল্যারি। ইয়ার্ডের বাইরে কানিঙের লোকদের কথা কানে আসছে। তাদের পেছনে শহরের উৎসুক লোকজনের এগিয়ে আসার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে।

'হারামীরা আমাদেরকে সবার সামনেই খুন করবে মনে হচ্ছে, ল্যুক,' তিক্ত গলায় বলল ল্যারি। সঙ্গে সঙ্গে কানের পেছনে পিস্তলের বাড়ি খেয়ে ঝপ্ করে বসে পড়ল। ঢলে পড়ার আগে তাকে ধরে ফেলল ল্যুক। লিসার আঁত্‌কে ওঠা দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'উপায় ছিল না। জ্ঞান থাকলে আমাকে ছেড়ে কিছুতে যেত না ও। ওজন বেশি হবে না, ওকে নিয়ে যেতে পারবে তুমি কষ্ট করে?'

দুই হাত ধরে লোকটাকে উঁচু করল ল্যুক। তার একটা হাত নিজের ঘাড়ের ওপর রেখে কোমর পেঁচিয়ে ধরল লিসা। একবার

চেষ্টা করে বলল, 'পারব, ল্যুক।'

তার অস্ত্র আর গুলির বেল্ট খুলে রেখে হাঁক ছাড়ল ও, 'লিসা যাচ্ছে, কানিঙ!'

'ঠিক আছে!'

দরজার বাইরে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল লিসা, দৃঢ় গলায় বলল, 'ল্যুক, তোমাকে বাঁচতেই হবে। নইলে আমি নিজেকে নিজে খুন করব।' ওর উত্তর শোনার জন্য দেরি না করে হাঁটতে শুরু করল। ইয়ার্ডের মাথায় কানিঙের দুই-তিন সঙ্গী আহত লোকটা ল্যুক পার্টিন নয় দেখে ছেড়ে দিল ওদের। সাথে সাথে গুলি শুরু হয়ে গেল আবার।

নিজেকে এবং এতবড় ঘর, একসঙ্গে দুটো রক্ষা করা একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। কানিঙও নিশ্চই গুলি ছুঁড়ে বেশি সময় নষ্ট করবে না, ঝাঁপিয়ে পড়তে বলবে লোকদের। তবু আশা আছে লিসা যদি আগুন দেয়া ঠেকাতে পারে, তাহলে দোতলায় উঠে নিজেকে কিছুক্ষণ অন্তত টিকিয়ে রাখতে পারবে ও।

ভাবতে ভাবতে পেছনের দরজায় জোর ধাক্কার আওয়াজ শুনতে পেল ল্যুক। সাথে সাথে করিডর দিয়ে এগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। দোতলার দু'দিকে দুটো জানালা। একটা দিয়ে তারাভরা আকাশের একটা অংশ দেখা যায়, অন্যটা পোর্চের ছাদ সোজা ওপরে।

একটু পরই পেছনের দরজা ভেঙে পড়ার শব্দ উঠল। নিচে দুদ্দাড় পায়ের শব্দে বুঝল কয়েকজন ঢুকে পড়েছে ভেতরে। সমানে গুলি চালাচ্ছে আন্দাজে। পোর্চের দিকের জানালার পাশে বসে সিঁড়ির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখল ও।

খোঁজাখুঁজি করে নিচে ওকে কোথাও না পেয়ে লোকগুলো নিশ্চিত হলো ল্যুক পার্টিন দোতলায়। কাভার ফায়ারিঙের আড়ালে

সিঁড়ি বেয়ে দু'জন ওপরে উঠে এল। প্রথমজন মাথা উঁচু করে যেই তাকাতে গেছে, অমনি ট্রিগার টিপে দিল ও। উড়ে গেল লোকটার কপাল ও তালুর অনেকখানি। উড়ে সে-ও অদৃশ্য হয়ে গেল, তার পরপরই ধপ্ করে ভারী আওয়াজ উঠল নিচে। সঙ্গের লোকটা দেড় লাফে হাওয়া হয়ে গেল। কানিঙের হাজারও তর্জন-গর্জন কানেই তুলল না কেউ, এগিয়ে এল না আর।

সমানে ধমক-ধামক মেরে চলেছে হুইস্কি পেডলার। এমন সময় বাইরে ঘোড়া থামার শব্দ পেল ল্যুক। ইয়ার্ডের মাথা থেকে ভারী গলায় হাঁক ছাড়ল কেউ, 'কানিঙ!'

'কে?'

'আমি ক্যাপ্টেন রবার্ট, কানিঙ!' ক্রুদ্ধ গলায় বলল আগন্তুক। 'এখানে কি হচ্ছে এসব?'

'কী মনে হয় তোমার?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল হুইস্কি পেডলার।

'ল্যুক পার্টিনকে শুনলাম আটকে মারার ব্যবস্থা করেছ তুমি?'

'ঠিকই শুনেছ!'

ঘোড়ার শব্দটা পোর্চের দিকে এগিয়ে আসছে। শক্ত মাটিতে ওটার নালের আঘাতে শব্দ হচ্ছে।

'এ ক্ষমতা তোমাকে কে দিল?' ক্যাপ্টেনের স্বরে কাঠিন্য ফুটল। 'হুইস্কি পেডলিঙ আর জেল পালানোর জন্য এজেন্সি ল্যুক পার্টিনকে চায়, তার লাশ নয়। তুমি ওকে আটকে রাখো, আমি ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি। খবরদার, আর গুলি চালাবে না! তুমি আর্মিও নও, পুলিশও নও!'

কানিঙের প্রশ্ন ভেসে এল, 'মেজর পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'না। আমি অফিসার্স মেসে ছিলাম। এজেন্সির আসামীকে চাওয়ার অধিকার আমার আছে বলে নিজে থেকেই এসেছি।'

'ল্যুক পার্টিন এখন আর তোমার আসামী নয়, ক্যাপ্টেন!'

কঠোর গলায় বলল লোকটা। 'যে আগে মারতে পারবে, ও এখন তার। মার্ফি হোটেলে গেলেই নোটিস দেখতে পাবে তুমি। শুধু জীবিতই নয়, মৃত ল্যুক পার্টিনের জন্যও পুরস্কার পাওয়া যাবে। আজই সন্ধ্যায় এজেন্সির অনুমতি নিয়ে নোটিস টানানো হয়েছে।'

লম্বা সময় চুপ রইল অফিসার, তারপর আবার তার গলা শোনা গেল, 'কথাটা মিথ্যা হলে কিন্তু কপালে দুঃখ আছে তোমার, কানিঙ।'

'সে দেখা যাবে'খন, আগে নোটিসটা তো পড়ে এসো! ততক্ষণে এটাকে নিকেশ করি আমি। পরে এসে লাশটা আমার কাছ থেকে বুঝে নিয়ে যেয়ো।'

জন হপকিন্সের বাড়ি ঘেরাও করে কাউকে প্রাণে মারার সাহস লোকটা কোত্থেকে পেয়েছে, এবার বুঝল পার্টিন। এ-ও বুঝল এক্ষুণি পালাতে না পারলে আজ আর বাঁচা যাবে না। কানিঙ আটঘাট বেঁধেই নেমেছে।

'তবু আমি না ফেরা পর্যন্ত ওকে তুমি খুন করবে না। আমি এখুনি আসছি।' বলল ক্যাপ্টেন।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠল আবার। ল্যুক অনুমান করতে পারল ঘুরছে ওটা ফিরে যাওয়ার জন্য। সময় নষ্ট না করে পোর্চের কাঠের ছাদে নেমে এল ও। সাবধানে কিনারায় এসে উঁকি দিয়ে নিচে আবছা কাঠামোটা দেখতে পেল। হাঁটতে শুরু করেছে ক্যাপ্টেনের ঘোড়া। কোল্ট হোলস্টারে রেখে দু'পা ছড়িয়ে শূন্যে ভেসে পড়ল ল্যুক। পরমুহূর্তে পড়ল এসে ঘোড়াটার পিঠে, ক্যাপ্টেনের ঠিক পেছনে।

পার্লারে ফিরে গিয়ে কানিঙ তখন লোকজনকে ওপরে ওঠার জন্য তাড়া লাগাচ্ছে চিৎকার করে। হঠাৎ ক্যাপ্টেনের চিৎকার শুনে ছুটে বেরিয়ে এল। দেখল ক্যাপ্টেন পড়ে আছে, আর তার ঘোড়া

নিয়ে কেউ একজন ছুটে পালানোর আয়োজন করছে। দেখেই বুঝে ফেলল সে কি ঘটেছে। চিৎকার করে ডাকল সবাইকে, 'জলদি এসো তোমরা! হারামজাদা পালাচ্ছে, ধরো ওকে!' বলতে বলতেই গুলি করল সে।

কর্ন খাওয়া শক্তিশালী আর্মির ঘোড়াটা স্পার রাওয়েলের সঙ্কেত বুঝতে দেরি করল না। মুহূর্তে তীরবেগে ছুট্ লাগাল কাছাকাছি বার্নের দিকে। কানিঙ গুলি করার আগেই ওটার আড়ালে পৌঁছে গেল ঘোড়াটা। তারপর ছুটল কটনউডের দিকে। পেছনে অনেকগুলো রাইফেল গর্জন করছে, কিন্তু আর ভয় নেই। একে অন্ধকার, তারওপর গাছের ফাঁক দিয়ে পথ করে ছুটছে ট্রেনিঙ পাওয়া আর্মির ঘোড়া। ল্যুক জানে প্রয়োজনের চরম মুহূর্তে শুধু ভাগ্যই ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে এবার। ঠিক করল ভবিষ্যতে আর কোন মেয়ের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে বোকার মত ফাঁদে পা দেবে না।

বারো

জন হপকিন্সের চেহারা বিভ্রান্ত। ঘোরপ্যাঁচ বাদ দিয়ে মোদ্দাকথা বোঝার চেষ্টা করছে সে। 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ,' চড়া গলায় বলল সে। 'বেন কানিঙ তার অনুগত ইন্ডিয়ানদের লেলিয়ে দিয়ে আমার গরু লুঠ করবে, আমার ক্রুদের গুলি করে মারবে.

আর আমি বাধা দিলে ইন্ডিয়ান ওয়ার শুরু হয়ে যাবে?'

'ঠিক তাই,' গম্ভীর মুখে বলল ল্যুক পার্টিন।

হপকিন্সের চোয়াল পরস্পরের সাথে দৃঢ়ভাবে চেপে বসল। 'আমি একজন আমেরিকান। সৎভাবে ব্যবসা করে খাই। আমি কানিঙকে রিজার্ভেশনে আনিনি, হুইস্কি পেডলিঙ করে ইন্ডিয়ানদের কিনে নিতে তাকে সাহায্যও করিনি। ইন্ডিয়ানদের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য তাদেরকে আধপেট খাইয়ে রাখার চক্রান্ত বা এখানকার পরিস্থিতি আজকের পর্যায়ে নিয়ে আসার দায়, কোনটাই আমার নয়। অথচ এসবের জন্য তোমার কথামত আমাকে ভুগতে হবে মুখবুজে। নাহ্, এ অন্যায় মেনে নেয়া যায় না। আমি লড়াই করব।'

'এর অর্থ ভেবে দেখেছ?' ল্যুক বলল।

'হ্যাঁ।' চেহারা লাল হয়ে উঠল কন্ট্রাক্টরের।

দাঁড়িয়ে পড়ল রেড ফ্রস্ট। 'ঝামেলা ঘাড়ের ওপর এসে পড়ার আগে এই গরুগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা তো আমরা করতে পারি।'

ল্যুক যোগ করল, 'ইন্ডিয়ানরা দীর্ঘদিনের পুষে রাখা কুসংস্কার এখনও বিশ্বস্তভাবে মেনে চলে। যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে ওরা কোন হামলা না চালিয়ে বসে, তাহলে রাতেও করবে না। সেক্ষেত্রে সারারাত গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে ইস্যু কোরালে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হলেও হতে পারে।'

পরামর্শটা পছন্দ হলো হপকিন্সের। ক্রুদের ডেকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে তাদের টাকা পয়সা নিয়ে চলে যাওয়ার প্রস্তাব দিল সে, কিন্তু রাজি হলো না একজনও। জানিয়ে দিল ইন্ডিয়ানদের ভয়ে পালানোর চাইতে লড়াই করে মরতে প্রস্তুত সবাই।

'তাহলে সতর্ক থেকে পাহারা দাও,' বলল জন। 'সন্ধ্যায় খেয়ে নিয়ে সব গরু জড়ো করে বেরিয়ে পড়ব আমরা।' ক্রুরা চলে

গেলে ল্যুক এসে চাকা ওয়াগনের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। কাল রাত থেকে একটানা ছুটেছে সে। সরাসরি এলে পথ বেশি নয়, কিন্তু ট্র্যাক মুছে এগোতে গিয়ে অনেক ঘুরতে হয়েছে।

ফাঁকা জায়গা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। তাই সময় লেগেছে কয়েকগুণ। দুপুর নাগাদ পৌঁছে এতক্ষণ কাজের কথায় ব্যস্ত ছিল সবাইকে নিয়ে।

ওকে দেখে সবার সাথে লিসাও খুশি হয়েছে, কথা বলতে চেয়েছে। পাত্তা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁবুর একপাশে চুপচাপ মনমরা হয়ে বসে রয়েছে। দু'একবার চোখাচোখি হলেও ল্যুক সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

একটুপর মন শক্ত করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল লিসা। ওর পাশে এসে বসল হাঁটু মুড়ে। 'আমি আমার কাজের জন্য কতখানি অনুতপ্ত, তা বোধহয় তোমাকে বলে লাভ নেই, ল্যুক!'

'আমার তাই বিশ্বাস,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ও।

'কিন্তু কাল রাতে তোমার কথায় ধরে নিয়েছিলাম তুমি বুঝি ওটাকে আমার বোকামি হিসাবেই নিয়েছ, ক্ষমা করে দিয়েছ আমাকে।'

'ওই ঘর আর এই জায়গা, দুটোর পরিবেশ আলাদা,' স্বাভাবিক স্বরে বলল যুবক। 'ওখান থেকে তোমাকে বের করতে গিয়ে ও কথা বলেছিলাম। কিন্তু এখানে তুমি আমি দু'জনেই মুক্ত।'

'ল্যুক,' লিসা বলল, 'আমি দুঃখিত।'

'শুনেছি।'

'যেভাবে বলবে, সেভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি আছি আমি।'

'তার কোন প্রয়োজন নেই,' বিড়বিড় করে বলল ল্যুক। 'কানিঙের কথা বিশ্বাস করে তুমি আমাকে তার হাতে তুলে দিতে

গিয়েছিলে। কারণ তুমি তোমার বাবাকে সাহায্য করতে চেয়েছ। ঠিক আছে, তোমার কথা বিশ্বাস করছি আমি। আর কথা বাড়ানোর দরকার কি? ঠিকই তো করেছ তুমি।'

'কিন্তু, ল্যুক, আমি···। আমি···'

'অনর্থক নিজে নিজেই দুঃখ পাচ্ছ তুমি,' হালকা স্বরে বলল কাউবয়। 'সারাক্ষণ খারাপ কিছু ঘটার ভয়ে তটস্থ থেকেছ এতদিন, আর সুযোগ পেলেই আমার ওপর তার দায় চাপাতে চেয়েছ। আমাকে দেয়া তোমার বাবার টাকাটা চুরি করার মত রুচিহীন কাজ করতেও তোমার বাধেনি। বর্তমান পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠলে আবার নিশ্চই কোন উসিলা তৈরি করে নেবে তুমি আমার পেছনে লাগার। তোমার বাবা একজন ভালমানুষ। এই রিজার্ভেশনে একমাত্র সে-ই আমাকে সাহায্য করেছে। তাই তাকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। দয়া করে তুমি যদি বাগড়া না দাও, তাহলে আমার সুবিধা হয়।'

চুপ হয়ে গেল লিসা। দর্পচূর্ণ হয়েছে। কামড়ে ধরে নিচের ঠোঁটের কাঁপুনি ঠেকানোর চেষ্টা করছে। 'এ সবই আমার পাওনা, ল্যুক। মনে করিয়ে দেয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।' উঠে জোরপায়ে তাঁবুর মধ্যে চলে গেল। একটুপর ঘুমিয়ে পড়ল ল্যুক পার্টিন।

সন্ধ্যার একটু আগে ভাগে সাপার খেতে বসল সবাই। কয়েকজন ক্রুর সাথে প্রথম ব্যাচে বসল ল্যুক। খাওয়া শেষ হতে কানিঙের আহত রাইডার, গাসের জন্য খাবার নিয়ে তাঁবুতে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। লোকটা একপায়ে দাঁড়িয়ে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার কসরত করছে। ওকে ঢুকতে দেখে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, 'একবারও পড়িনি এখন পর্যন্ত।'

খেতে শুরু করল গাস। কিছুক্ষণ নীরবে মুখ চালিয়ে বলল,

'অনেক করলে তুমি আমার জন্য, মিস্টার। দয়া করে এখন যদি একটা ঘোড়া দাও তাহলে টেক্সাস চলে যাব আমি। আর কখনও আমাকে দেখবে না এদিকে।'

'দুর্বল শরীর নিয়ে এত দূরের পথ একা যেতে পারবে?'

'পারব বোধহয়। তাছাড়া তোমাদের মাথায় এমনিতেই বিপদ, এ অবস্থায় আমার বোঝা হয়ে থাকা ঠিক নয়।'

বেরিয়ে আসার মুখে ল্যুক বলল, 'ঠিক আছে, তৈরি হয়ে এসো তুমি। আমি ঘোড়া জোগাড় করছি।'

দ্বিতীয় ব্যাচে বাপ-মেয়ে অন্যদের সাথে খেতে বসেছে। জনের পাশে বসে ল্যুক বলল, 'একটা ঘোড়া বিক্রি করবে?'

মুখ তুলল সে। 'উঁহু!' মুখের খাবার গিলে বলল, 'বিক্রি নয়, তুমি চাইলে একটা এমনিতেই দিয়ে দেব। কিন্তু কি হবে ঘোড়া দিয়ে?'

'গাসের জন্য দরকার, ও টেক্সাস ফিরে যেতে চায়।'

হপকিন্সের নির্দেশে একটা হ্যামার হেডেড ব্লু রোয়ান নিয়ে এল র‍্যাঙলার। ওটার স্যাডলের সাথে কিছু খাবার আর পানির ক্যানটিন বেঁধে দিল। একটু পর পা টেনে টেনে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল গাস। ল্যুক তাকে স্যাডলে চড়তে সাহায্য করল। রেড একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে একবার দেখে নিয়ে ল্যুকের দিকে তাকাল লোকটা। 'আমাকে সাহায্য করার বিনিময়ে তোমাকে একটা খবর জানাতে চাই, ল্যুক। আমার অনুরোধ, যেটুকু বলব তার বেশি জানতে চেয়ো না।'

ল্যুক তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ইশারায় রেডকে দেখিয়ে বলল লোকটা, 'ওর সাথে কাল আমার কিছু কথা হয়েছে। তুমি জো লারকিন্সের পার্টনার শুনেছি। তার খুনীকে যাতে ধরতে পারো, সে জন্য একটা তথ্য দিচ্ছি আমি। জোর সাথে এক

লোকের মারামারি লেগেছিল তোমাদের শ্যাকের ইয়ার্ডে। তাকে খুব জোরে লাথি মারতে গিয়ে মিস্ করে লোকটা। তার স্পার ঢুকে যায় কোরালের গেটের জোড়া খুঁটির মাঝখানে। ওভাবে আটকা পড়ে লোকটা বেদম মার খাচ্ছিল জোর হাতে। এমন সময় লোকটার এক রাইডার ঘোড়া নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর ন পড়ে যায় জো। তখন রাইডারের শটগান নিয়েই তাকে গুলি করে বসে লোকটা। সাথে সাথে মারা যায় জো লারকিন্স।

'লোকটা কে, আর তুমি এত সব জানলে কি করে?' স্থির চোখে তাকিয়ে বলল ল্যুক পার্টিন।

'যা বলছি শোনো। লোকটার নাম বললে ভয় আছে, তাই বলব না। তবে তার যে স্পারটা জোর কোরালের গেটে আটকা পড়েছিল, টানাটানি করে খুলতে গিয়ে ওটা ভেঙে যায়। খুনী লোকটা সেই ভাঙা স্পারটা মেরামত করে নিয়ে এখনও ব্যবহার করে। স্পারের ভাঙা টুকরোটা এখনও ওখানেই থাকার কথা। ওটা খুঁজে নিয়ে যাকে যাকে তোমার সন্দেহ হয় তার স্পারের সাথে মিলিয়ে দেখো। যার সঙ্গে মিলে যাবে সেই জোর খুনী।' নিজের বুটজোড়া দেখাল গাস। 'আমাকে দিয়েই পরীক্ষা শুরু করো। দেখো আমার স্পার ভাঙা কি না।'

দেখল ল্যুক। ঠিকই আছে। 'আমি চলি। সাহায্যের জন্য আবারও ধন্যবাদ।' সবাইকে বিদায় জানিয়ে ঘোড়া ছোটাল সে। তাকে থামাতে গেল ও, কিন্তু রেড দ্রুত এসে বাধা দিল।

'লাভ হবে না,' বলল সে। 'আমি সারারাত চেষ্টা করেও এর বেশি বের করতে পারিনি।'

'ও এত কিছু জানল কি করে?' প্রশ্ন করল ল্যুক।

'কানিঙ আর হামফ্রে, দু'জনেরই কাজ করেছে ও। ঘটনার সময় ওখানেই ছিল।'

'খুনী তাহলে ওদেরই একজন?'

'অথবা ওদের কোন ক্রু বা ভাড়াটে রাইডার।'

সন্ধ্যার কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যাম্প গুটিয়ে রওনা হলো ওরা। সামনে ল্যুক, তার পেছনে গরুর পালের দু'দিকে রেড আর ল্যারি। সবার পেছনে জন আর চাক ওয়াগন। লিসা বসে আছে ওটায়। চেহারা খুবই মলিন।

ল্যুক তাড়াতাড়ি এগোতে চাইলেও দলটার চলার গতি খুব মন্থর। এত খেয়েও মন ভরেনি ষাঁড়গুলোর। কচি ঘাস দেখলেই মুখ লাগাচ্ছে। বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। ঘাম ঝরিয়েও বেয়াড়া ষাঁড়গুলোকে ঠিকমত চলতে রাজি করাতে পারছে না হপকিন্সের ক্রুর দল। রাত শেষ হয়ে গেলেও তাই পথ চলা শেষ হলো না ওদের।

পুবের আকাশ ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসছে দেখে উদ্বেগ বাড়ছে ল্যুকের। স্টিরাপে দাঁড়িয়ে পেছনের ক্রুদের দু'হাত নেড়ে তাড়া লাগাল ও। তারপর ঘুরে সামনে তাকাতে নজর পড়ল একদল লোকের ওপর। শাইয়ান। সংখ্যায় কুড়ি পঁচিশজন হবে। বেশ কিছুটা দূরের এক রিজের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে ওদের চলার পথের দিকে এগোচ্ছে আড়াআড়ি।

আর্মি ইস্যু কোরাল এখনও কিছুটা দূরে। দ্রুত চিন্তা করে ডানদিকে সরে রেডকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল ল্যুক। শাইয়ান দলটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভাব-ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় আজ ভিন্ন মতলব আছে। ল্যুকও সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্দেশ জারি করেছে–যাই হোক, আজ সামান্যতম ছাড়ও দেবে না ব্যাটাদের। তাতে যদি ওদের সবক'টাকেও খুন করতে হয়, তাও সই। ডানদিকে তাকিয়ে দেখল রেড সবাইকে নির্দেশ পৌঁছে দিয়ে জায়গামত চলে গেছে। পেছনে, দু'পাশে ক্রুদের

তৎপরতা বেড়ে গেছে। প্রত্যেকের রাইফেল হাতে উঠে এসেছে।

ব্যবধান কমে আসতে হাত তুলে ওদের থামতে নির্দেশ দিল শাইয়ানদের সর্দার মত লোকটা। দলের সবাই লাইন বেধে দাঁড়িয়ে আছে। তীর-ধনুকের পাশাপাশি দু'তিনটা বেআইনী রিপিটিঙ রাইফেলও দেখা যাচ্ছে ওদের হাতে। নির্দেশ উপেক্ষা করে পেছন পেছন আসা প্রথম ষাঁড়টাকে কিছুটা ডানে ঠেলে দিল ল্যুক। ওটাকে অনুসরণ করে আসা পেছনের সারির ষাঁড়গুলোও সরতে শুরু করল।

চঞ্চল হয়ে উঠল শাইয়ানদের দলটা। আবার হাত তুলে থামতে নির্দেশ দিল সর্দার। পাত্তা না দিয়ে এগোতেই থাকল ল্যুক। হাতে কোল্ট প্রস্তুত। কিছু একটা বলল সর্দার, অমনি পাশের লোকটা রাইফেল তুলল। কিন্তু তাক্ করতে পারার আগেই গুলি খেয়ে পড়ে গেল হাত-পা ছড়িয়ে। সাথে সাথে গরুগুলোর দু'পাশ আর পেছন থেকে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। সেইসাথে বাজখাঁই গলার চিৎকার। ভড়কে গেল গরুর পাল। অজানা ভয়ে ছুটতে শুরু করল সামনের দিকে।

ওদিকে শাইয়ানরাও তীর ছোঁড়ার পাশাপাশি গুলি করছে সমানে। কিন্তু ওদের ঘোড়া নড়াচড়া করছে বলে লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না। চিৎকার, গুলির শব্দ আর অসংখ্য ষাঁড়ের ধুলোর ঝড় তুলে ছুটে আসা দেখে ঘাবড়ে গেছে ওগুলো। দ্রুত পালাতে অস্থির হয়ে উঠেছে।

শাইয়ানদের গুলি কারও গায়ে না লাগলেও সামনেই রাইফেলের আওয়াজ শুনে ভীত সন্ত্রস্ত ষাঁড়গুলো আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। পেছনের একটা অংশ দিক পরিবর্তন করে অন্যদিকে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ক্রুরা তা হতে দিতে রাজি নয়। ঘন ঘন ফাঁকা গুলি করে যতটা সম্ভব সোজা চলতে বাধ্য করছে ওদের।

দেখতে দেখতে শাইয়ানদের ওপর উঠে পড়ল গরুগুলো। ল্যুক ওদের পার হয়ে সামনে চলে এল। ডানদিকে রেড ও দুই ক্রু গরুগুলোকে সোজা পথে চালাতে প্রচুর ঘাম ঝরাচ্ছে। পেছনে ধুলোর জন্য বেশিদূর দেখা যায় না, বাঁদিকে ছুটন্ত গরুর ফাঁকে ফাঁকে শাইয়ানদের ক'জন পালানোর চেষ্টা করছে। হপকিন্সের ক্রুরাও ব্যস্ত ভীষণ।

মুখে ফেনা তুলে ছুটছে গরুর পাল। কায়দা করে না থামালে শক্তি থাকা পর্যন্ত থামবে না ওরা। ল্যারি গোমস কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেও পারল না। ল্যুককে একবার তাকাতে দেখে আঙুল তুলে দূরে দেখিয়ে বলল কিছু চিৎকার করে। কথা শুনতে না পেলেও তার আঙুল অনুসরণ করে তাকাতে ইস্যু কোরাল নজরে পড়ল ল্যুকের। ইশারায় তাকে গিয়ে কোরালের গেটগুলো খুলে দিতে বলল ও। উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে আবার কিছু বলল ল্যারি, যার একটা শব্দও ওর কানে পৌছল না। সময় নেই দেখে তাকে তাড়াতাড়ি গিয়ে গেট খোলার জন্য তাড়া লাগাল ল্যুক।

অপ্রসন্ন চেহারায় ঘোড়া জোরে ছুটিয়ে কোরালের দিকে চলে গেল ল্যারি গোমস। দ্রুত গিয়ে সামনের দিকের বিশৃঙ্খল গরুগুলোকে মাঝের দিকে ঠেলে আনার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ল্যুক। দেখতে দেখতে কোরালের কাছে পৌছে গেল ও। এগিয়ে এসে সবার সামনের ষাঁড়টাকে মাঝের গেটের দিকে ঘুরিয়ে দিল। ল্যারি ততক্ষণে বিশাল কোরালের ছয়টা গেটই মেলে ধরেছে।

হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তে শুরু করল গরুর পাল। কাজ হয়েছে দেখে ল্যুক সরে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু সামনের গেট ছাড়া অন্যদিকে সরার সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ডানে-বাঁয়ে পেছনে, শ'শ' গরু ওর পথ আগলে রেখেছে। এ অবস্থায় অন্যদিকে

যাওয়ার চেষ্টা করলে পাগলের মত ছুটে আসতে থাকা ষাঁড়ের পায়ের নিচে পড়ে স্রেফ জেলি হতে হবে। এখন বাঁচার একটাই রাস্তা খোলা, তা হচ্ছে, গেট দিয়ে কোরালে ঢুকে পেছনের বেড়া টপকে বেরিয়ে যাওয়া।

বাধ্য হয়ে তাই করল ল্যুক। কোরালের মধ্যে ঢুকে পড়ল ও। হ্যাট কপালের ওপর অনেকখানি নামিয়ে আনল যাতে চেহারা চেনা না যায়। শেষ মাথায় পৌঁছে ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে বেরোনোর সুবিধাজনক জায়গা খুঁজতে সামনের বেড়ার দিকে তাকাল ও। সাথে সাথে লাফিয়ে উঠল কলজে। বেড়ার ওপর দিয়ে অনেকগুলো রাইফেল ওর দিকে তাক্ করে রেখেছে ট্রুপাররা। ডানে-বাঁয়েও এক অবস্থা। নিরীহ কাউবয়ের মত মুখ করে ঘোড়া ঘোরাতে গেল ও। তখনই কর্তৃত্বের কঠোর গলা ভেসে এল, 'লাভ নেই, ল্যুক পার্টিন! ভাল মানুষের মত হাত ওপরে তুলে সামনে চলে এসো! চালাকি করতে গেলে তোমাকে ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে!'

নির্দেশ অমান্য করার সুযোগ নেই বুঝতে সময় লাগল না ওর।

ট্রেইল ড্রাইভাররা সাত শাইয়ানকে খুন করেছে–কথাটা ডার্লিঙটনের সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেল। সাথে সাথে ভোজবাজির মত শহরের রাস্তাঘাট ইন্ডিয়ান শূন্য হয়ে পড়ল। তাদের প্রতিশোধমূলক হামলার ভয়ে দুর্বল চিত্তের সাদা মানুষেরা তাদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে বিকেলের মধ্যে ফোর্ট রেনোর আশ্রয়ে গিয়ে উঠল।

দুপুরের মাঝামাঝি ল্যারিকে নিয়ে হতাশ মুখে ফোর্ট থেকে ফিরে এল জন হপকিন্স। আর্মি কমান্ডারকে বোঝানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তার। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে ল্যুককে এখানে

রেখে স্বস্তি পাবে না ওরা। সম্ভব হলে আজ রাতেই ওকে কানসাসে চালান করে দেবে।

ঘটনা শুনে বিষণ্ন চেহারায় সবাইকে খেতে দিল লিসা। ল্যুক পার্টিনের পরিণতির জন্য মনে মনে নিজেকে অপরাধী ভাবছে সে। কি করা যায় ভাবছে অস্থির হয়ে। আশার ঝলক দেখার আশায় ক্ষণে ক্ষণে বাবা, ল্যারি আর রেডের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু কারও চেহারায় আশার কোন আলো নেই। সবার চেহারায় চিন্তা আর হতাশার ছাপ।

একসময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও জন বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যার পর কোয়ার্টারমাস্টার গরু জমা নেবে। তখন একবার তাকে দিয়ে চেষ্টা করে দেখবে যদি কোন সাহায্য পাওয়া যায়।

চিন্তামগ্ন রেড ফ্রস্ট কিচেনের গোল টেবিলে বসে একমনে পাইপ টানছে। তার পাশে এসে বসল লিসা। কাতর স্বরে বলল, 'তোমরা কেউ কিছু করছ না কেন, রেড?'

মেয়েটিকে দেখল পাঞ্চার। 'কি করতে বলো?'

'জানলে তো অনেক আগেই করে দেখাতাম আমি, তোমাদের মুখ চেয়ে বসে থাকতাম না। রাতে যদি ওকে কানসাস পাঠিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আর কিছু করার সুযোগও থাকবে না। দয়া করে কিছু একটা করো। দরকার হলে টিনা হাওয়ার্থের কাছে চলো। ইন্ডিয়ানদের সাথে ওর খুব ভাব। শাইয়ান আরাপাহোদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেশে ও। ছোটবেলা থেকে ওদের ঘরে ঘরে যাওয়া আসা আছে, ওদের ভাষায় চমৎকার কথা বলতে পারে ও। ওকে দিয়ে কিছু করা যায় কি না, চেষ্টা করে দেখো না একবার।'

রেডের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর কথা শুনতে শুনতে। তাই দেখে আগ্রহভরে জানতে চাইল লিসা, 'কোন উপায় দেখতে পেলে, রেড?'

জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দ্রুত দরজার দিকে এগোনোর ফাঁকে বলল, 'তোমরা এসো আমার সাথে।'

তৈরি হতে সময় নষ্ট করল না ল্যারি আর লিসা। কিছুক্ষণের মধ্যে টিনা হাওয়ার্থের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল ওরা। বাইরে যাওয়ার জন্য ঘোড়ায় স্যাডল চাপাতে যাচ্ছিল সে, ওদের দেখে দ্রুতপায়ে গেটের দিকে এগিয়ে এল। গেট খুলতে খুলতে লিসাকে বলল, 'আমি তোমাদের বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। ল্যুককে নাকি আটকে রেখেছে?'

টিনার তীব্র দৃষ্টির সামনে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো লিসা। রেড মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে বলল, 'ঠিক শুনেছ তুমি। আমরা সেজন্যই তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি।'

লিসার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে রেডকে দেখল মেয়েটি। 'কি সাহায্য?' ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত করে গেট ছেড়ে দাঁড়াল।

টিনার ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়াল রেড। স্যাডলটা ঠিকমত বসিয়ে পেটি বেঁধে দিয়ে বলল, 'এখন অভিযোগ করার সময় নয়, মিস্। আমি শুনেছি ইন্ডিয়ানদের সাথে তোমার ভাল ভাব আছে।'

মাথা দোলাল টিনা।

'থান্ডার বুলকে চেনো?'

আবার নড করল মেয়েটি।

'কেমন মানুষ সে?'

'আমার বিচারে অনেক ভাল মানুষ। বয়স্ক, অভিজ্ঞ মানুষ।'

একটু ইতস্তত করল রেড। 'অবস্থা যা শুনছি, তাতে কোন সাদা মানুষের পক্ষে ইন্ডিয়ানদের ধারে কাছে ঘেঁষা সহজ হবে মনে হচ্ছে না। তুমি কি পারবে থান্ডার বুলের কাছে গিয়ে তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে আসতে? পথেই স্কাল্প কাটা যাবে না বুঝলে আমিও যেতাম তোমার সাথে।'

একমুহূর্ত ভাবল মেয়েটি। তারপর হেসে বলল, 'ওখানে আমার যেতে কোন অসুবিধা নেই। আমি বললে চীফ চলেও আসবে। তবে কারণটা বললে ভাল হয়।'

মেয়েটির মুখে এই প্রথম হাসি দেখে খুব ভাল লাগল রেডের। দ্রুত বলল, 'ল্যুকের ব্যাপারে কথা বলব। সবার নজর এড়িয়ে হপকিন্সের বাড়িতে নিয়ে এসো তাকে। আমরা ওখানে অপেক্ষা করব।'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। কিছুদূর একসাথে এসে টিনা উত্তরে চলে গেল, ওরা তিনজন ফিরে এল লিসাদের বাড়িতে।

সাপার খেয়ে কিচেনের টেবিলে বসেই পাইপ টানছে রেড। লিসা প্রচুর চা বানিয়ে রেখেছে। ল্যারি কোন কথা বলছে না। তবে রেড ফ্রস্টের ব্যাপারে তার আগের মনোভাব অনেকটাই পাল্টে গেছে, বিনাপ্রশ্নে তার কথা মেনে নিচ্ছে সে।

অন্ধকার নামার ঘণ্টাখানেক পর পেছন দজায় টোকা পড়তে লিসা উঠে গিয়ে খুলে দিল। টিনা ঢুকল প্রথম। তার পেছন পেছন ঢুকল বিশালদেহী এক ইন্ডিয়ান বৃদ্ধ। চেহারা কঠোর। সাপের মত হিংস্র, সম্মোহনী দৃষ্টি। কলারবিহীন শার্ট আর কোঁচকানো মলিন প্যান্ট পরা লোকটার নড়াচড়ায় এক ধরনের আভিজাত্য আছে।

টিনা পরিচয় করিয়ে দিলে রেড, ল্যারি আর লিসার সাথে হ্যান্ডশেক করল সে। ওদের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল। আলোচনা শুরু হলো। রেড জানে, আসল কথা পাড়তে হলে বুড়োকে আগে ভালমত নরম করে নিতে হবে, তাই চায়ের সাথে সাধারণ হাল-হকিকত, ব্যবসা-বাণিজ্য, গরু-ঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে কথা চালাতে শুরু করল। ল্যারিও যোগ দিল ওদের সাথে, টিনা দোভাষীর কাজ করছে। ওর চমৎকার শাইয়ান শুনে চীফ নিজেও প্রশংসার চোখে কয়েকবার দেখল ওকে।

মেয়েটিকে যে থান্ডার বুল স্নেহ করে, তা বুঝতে অসুবিধা হলো না রেডের। লোকটা যে এতক্ষণে নরম হয়েছে, তাও বুঝল। মূল কথায় যাওয়ার ভূমিকা হিসাবে হুইস্কির প্রসঙ্গ তুলল ও। সর্দার জানাল, ওই জিনিসটা তার লোকদের নৈতিক মানসিকতা শেষ করে দেবে।

তার কথা লুফে নিয়ে রেড টিনাকে বলল, 'ওকে বলো, এটা ওর লোকদের দোষ নয়। দোষ আমাদের মত সাদা মানুষের। একজন সাদা মানুষের।'

শুনে গম্ভীর চেহারায় সায় দিল চীফ। এবারে সরাসরি বেন কানিঙের নাম নিয়ে তার সব অন্যায় কাজের ফিরিস্তি দিতে শুরু করল রেড। থান্ডার বুলের বন্ধু জো লারকিন্স ও তার পার্টনার ল্যুক পার্টিনের ওপর লোকটার বেআইনী উৎপীড়ন, নির্যাতন চালানোর কথা বলল। আজ লোকটা তার অনুগত কিছু দুশ্চরিত্র ইন্ডিয়ানকে ট্রেইল হার্ডের ওপর লেলিয়ে দিয়ে ভাল ইন্ডিয়ান আর সাদা মানুষদের মধ্যে লড়াই বাধানোর ব্যবস্থা করেছে, তাও জানাল তাকে।

সায় দিয়ে থান্ডার বুল বলল, সবাই নয়, কিছু ইন্ডিয়ান ছেলে ছোকরা ওই ঘটনায় খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। অন্য গোত্রের লোকদেরও যুদ্ধ করতে উসকানি দিচ্ছে তারা। অবস্থা দু'তিনদিনের মধ্যে যে কোন দিকে মোড় নিতে পারে।

'জিজ্ঞেস করো, ওকি লড়াই চায়?' রেড বলল টিনাকে।

মাথা নাড়ল থান্ডার বুল—চায় না।

'ও কি সম্ভাব্য লড়াই থামাতে চায়?'

'হ্যাঁ, চায়।'

উত্তেজিতভাবে টেবিলের ওপর ঝুঁকে এল পাঞ্চার। চীফের ওপর চোখ রেখে টিনাকে বলল, 'তাহলে আমি যা বলছি ওকে মন

দিয়ে শুনতে বলো, টিনা।' ধীরে ধীরে যা বলার বলতে শুরু করল ও।

তেরো

মাঝরাতের দিকে সেলের তালা খোলার শব্দে জেগে উঠল ল্যুক পার্টিন। ভেতরে কেউ ঢুকেছে টের পেয়ে চোখ মেলতে গিয়ে লণ্ঠনের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল। স্থির গলায় নির্দেশ দিল কেউ, 'উঠে পড়ো, পার্টিন। আমরা রওনা হচ্ছি।'

'কোথায়?'

'কানসাস।'

বুটের ফিতা বাঁধতে বাঁধতে ভাবল ল্যুক, এবার আর কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় এরা। সেলের গার্ডদের আলোচনা থেকে ইন্ডিয়ানদের বিদ্রোহের সম্ভাবনার কথা জানতে পেরেছে ও। এমনিতেই ওর বিরুদ্ধে হুইস্কি পেডলিঙ, জেল পালানো আর খুনের অভিযোগ রয়েছে। সরকারের তরফ থেকে সে জন্য প্রথমে ধরিয়ে দেয়ার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, পরে আবার টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেয়ার কথা যোগ করা হয়।

সে সবের সঙ্গে আর্মি অফিসারকে আহত করে তার ঘোড়া চুরি করে পালানোও যোগ হয়েছে। এর সাথে সরকারের পোষ্য-সাত শাইয়ানকে খুন করে বিদ্রোহের উস্‌কানির মত জঘন্য

অপরাধের দায়ও নিশ্চই চাপানো হবে ওর ওপর। তিক্ত হয়ে উঠল মন।

ওকে সেলের বাইরে নিয়ে আসা হলো। ডজনখানেক ইউনিফর্ম পরা সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। সেন্ট্রিকে ডেকে অফিসার বলল, 'মনে রেখো, তোমাকে এমনভাবে ডিউটি করতে হবে যাতে বাইরে থেকে বোঝা যায় সেলের মধ্যে আসামী আছে, কোন ইন্ডিয়ান বা কোন ভিজিটর যেন সেলের পঞ্চাশ পা-র মধ্যে আসতে না পারে। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস স্যার!' পা ঠুকল সেন্ট্রি।

লণ্ঠন নিভিয়ে দেয়া হলো। একটা ছোট বুলস-আই লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখিয়ে ওকে ঘোড়ার কাছে নিয়ে আসা হলো। তারপর ঘোড়ায় চেপে প্রায় নিঃশব্দে গ্যারিসন থেকে বেরিয়ে এল দলটা, প্রেইরীর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল। কিছুদূর পর অন ডিউটি ক্যাপ্টেন ওর পাশে চলে এল। বলল, 'পালানোর চেষ্টা করতে দেখলেই তোমাকে গুলি করব আমরা। কথাটা মনে রেখো, পার্টিন। তাতে আমাদের কানসাস যাওয়া-আসার কষ্ট আর তোমাকে ফাঁসীতে ঝোলানোর কোর্টের খরচ—দুটোই বেঁচে যাবে।'

নিরুত্তর থাকল কাউবয়। কিছু বলার বা করার নেই ওর। ওকে মাঝখানে রেখে সামনে পেছনে সারি বেঁধে দ্রুত ছুটে চলেছে ট্রুপাররা। এখন পালানোর কথা ভাবাও বোকামি। সাধারণভাবে ব্যবহার হয় এমন ট্রেইল ছেড়ে ভিন্ন পথে উত্তরে যাচ্ছে দলটা। মাঝে-মধ্যে হাফব্রীড স্কাউট দু'চার কথায় পথ নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া কেউ কোন কথাও বলছে না।

ভোর হওয়ার বেশ কিছু আগে গতি কমে গেল দলটার। দিনের আলোয় লুকিয়ে থাকা যায়, হাফব্রীডকে এরকম একটা জায়গা খুঁজে বের করতে বলল ক্যাপ্টেন।

দিক পরিবর্তন করে আধঘণ্টা চলার পর একটা বিশাল বাগানের মধ্যে ঢুকে থামল দল। ল্যুককে ঘোড়া থেকে নামিয়ে কম্বলের ওপর বসানো হলো। ওর হাতে হাতকড়ি, পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো হলো। তারপর শুকনো খাবার আর পানির ক্যানটিন দেয়া হলো। খাওয়া শেষ হলে দুই গার্ড ক্যাম্পের পাহারায় থাকল, বাকি সবাই কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। ল্যুকও।

সকাল হতে এখনও দেরি আছে। ট্রুপাররা ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ কেউ নাকও ডাকাতে শুরু করেছে। ল্যুক মাথার কাছে সেন্ট্রির পাইপ টানার গন্ধ পাচ্ছে। ঘুম নেই ওর চোখে, পালানোর কোন পথ চোখে পড়ছে না। ক্যাম্পের ও পাশ থেকে মৃদু নড়াচড়ার শব্দ উঠে আবার থেমে গেল। ওটা নিশ্চই দ্বিতীয় সেন্ট্রি।

একটু পর মাথার দিক থেকে একটা আওয়াজ উঠল। মৃদু খস্‌খস্ আর নড়াচড়ার। থেমে গেল আবার। ল্যুক ভাবল এদিকের সেন্ট্রিটা বোধহয় সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে শুয়ে পড়ল। আরও কয়েক মিনিট পর ঘোড়ার নড়াচড়ার মৃদু শব্দ শুনল ও, মনে হলো ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যাচ্ছে ওগুলো। একটু পর আবার সব চুপচাপ। হঠাৎ সচকিত হলো ও, ঘোড়াগুলো তো বাঁধা ছিল, ওগুলো খুলল কে?

চিত হয়ে শুয়ে আছে ল্যুক। বুক ধড়ফড় করছে। হঠাৎ মনে হলো ধোঁয়ায় শুকানো চামড়ার গন্ধ পেল, তারপরই আবার দু'দিকের মাটি কেঁপে উঠল মৃদু। মৃদু ধস্তাধস্তির শব্দও কানে এল। সেই শব্দটা থেমে গেল, তারপরই ওর মুখের ওপর শক্তভাবে চেপে বসল কারও হাত। চিৎকার করতে গেল ল্যুক, কিন্তু আওয়াজ বের হলো না গলা দিয়ে। খেয়াল হলো ওর ডাণ্ডাবেড়ি, হ্যান্ডকাপ খুলে ফেলা হয়েছে। তারপর মুখের ওপর চেপে থাকা হাতটা সরে গেল, ওর হাত ধরে টানল। উঠে দাঁড়াল হতভম্ব ল্যুক

পার্টিন, হাতের মালিকের মৃদু টান খেয়ে অনুসরণ করতে লাগল তাকে। নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। যেন কোন অশরীরী নিয়ে চলেছে ওকে।

অবশেষে বুঝল ল্যুক, এক ইন্ডিয়ানের হাত ধরে চলেছে ও। কিছুদূর গিয়ে থেমে গেল ইন্ডিয়ান। আচমকা বুলস-আই লণ্ঠন জ্বলে উঠল সামনেই, ক্যাপ্টেনকে দেখল ও। রাগে লোকটার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়ার জোগাড়। হাত-পা গাছের সাথে বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। তার পাশে একই অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে দুই সেন্ট্রি। সামনে আধবসা অবস্থায় বাঁধা রয়েছে হাফব্রীড স্কাউট। তার মুখে অবশ্য কাপড় নেই।

ল্যুককে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা ইন্ডিয়ান শাইয়ান ভাষায় স্কাউটকে কিছু বলল। সে তার তরজমা করে শোনাল ক্যাপ্টেনকে। 'ওরা বলছে, ওরা বন্দীকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা ওদের সাত ভাইর খুনের বদলা নেবে।'

ল্যুকের দেহের সমস্ত পেশী শক্ত হয়ে উঠল। সাথে সাথে কাঁধে মৃদু চাপ দিল ইন্ডিয়ান। যেন অভয় দিল ওকে। একটু পর তেতো গেলার মত মুখ করে স্কাউটটা আবার বলল, 'এরা বেন কানিঙের অনুগত ইন্ডিয়ানের দল।'

কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে বুলস-আই লণ্ঠনটা নিভিয়ে দেয়া হলো। তারপর অন্ধকারে অস্পষ্ট নড়াচড়ার শব্দ উঠল। ল্যুককে হাত ধরে বনের বাইরে নিয়ে আসা হলো। পুবদিকে দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে, বনের বাইরে সে আলোয় সতেরোজন ইন্ডিয়ানকে দেখতে পেল ল্যুক।

কোমানচি ভাষায় প্রশ্ন করল ল্যুক, 'তোমরা কারা?'

একজন উত্তর দিল, 'থান্ডার বুলের বন্ধু।'

ওর হাতে একটা স্যাডল পরানো ঘোড়ার লাগাম আর একটা

গানবেল্ট ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো। দেরি না করে ল্যুক পার্টিনও নিজের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

বেন কানিঙ লক্ষণ দেখে ইন্ডিয়ানদের মতিগতি বুঝতে পারে, তাই ল্যুক পার্টিনের ধরা পড়ার খবর শুনেও তার চেহারায় খুশির আভাস দেখা গেল না। কারণ তার সাথে সাত ইন্ডিয়ানের খুন হওয়ার দু'সংবাদও আছে। হিসাবে ভুল হয়ে গেছে বুঝতে পারছে সে। পার্টিন হপকিন্সের সাথে ভিড়তে পারে, বা ভুঁড়িওয়ালা কন্ট্রাক্টরটা যে ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, সে সম্ভাবনার কথা আগে ভাবেনি সে। এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, আগুন জ্বলে উঠতে সময় লাগবে না। সাদাদের ওপর ঝাল ঝাড়তে চাইবে ইন্ডিয়ানরা, ব্যাপারটা ভয় পাইয়ে দিল তাকে।

রাতে কার্ড খেলতে বসল না সে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ফিরে আসতে থাকা রাইডারদের কাছ থেকে খবরাখবর শুনে দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে চলল। সবার শেষে রেনো থেকে ফিরল তার নতুন রাইডার, আলফ। হুইস্কি গিলে চুর ছোকরা।

দুশ্চিন্তা সরিয়ে রাখতে সলিটেয়ার খেলছিল কানিঙ। দুলতে দুলতে তার মুখোমুখি এক চেয়ারে এসে ধপ্ করে বসে পড়ল সে। বিতৃষ্ণ চোখে এক নজর দেখল তাকে কানিঙ।

জড়ানো গলায় বলল আলফ, 'মনে হচ্ছে হারামজাদা পার্টিনের চামড়া এবার তুলেই নেবে আর্মি। আমাকে বলে কি না শুয়োরের বাচ্চা! এবার মজা টের পাবে বাছাধন। শুনেছি কালই ওকে কানসাসে চালান করা হচ্ছে।'

'ইন্ডিয়ানদের খবর বলো,' কানিঙ বলল গম্ভীর স্বরে।

'হনুমানের বাচ্চারা নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছে। রেনোর পোস্ট থেকে ওদের ড্রামবীট শোনা যাচ্ছে। সবাই গ্যারিসনে এসে ঢুকছে।

শালার সাদারা সব মনে হয় ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েছে।'

'তুমি মনে হয় হওনি!'

'কি?' নাক সিটকাল আলফ। 'তীর-ধনুক হাতের হনুমানগুলোকে আমি ভয় পাব? হাসালে তুমি, বস্।'

কানিঙ বলল না, তীর-ধনুক নয়–ওদের হাতে রাইফেলও আছে। এবং সে নিজেই ওসব গোপনে ওদের কাছে বেচে টু-পাইস রোজগার করেছে। কাজটা যে ভাল হয়নি তা এখন বেশ বুঝতে পারছে কানিঙ। লড়াই বেধে গেলে সে নিজেও সেসব রাইফেলের কোন একটার টার্গেট হয়ে বসতে পারে। দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। খেলা বন্ধ করে নিজের রুমের দিকে পা বাড়াল লোকটা।

পরদিন দুপুর নাগাদ এখানে থাকতে আর সাহস হলো না, সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে ফোর্টের পথে বেরিয়ে পড়ল সে।

ঠাসাঠাসি অবস্থা রেনোর। চারদিক থেকে সাদা মানুষেরা গ্যারিসনের আশ্রয়ে ছুটে আসছে। সাট্লার হোটেলে বহু কষ্টে একটা রুম নিল কানিঙ। ওয়াগন ইয়ার্ডের পেছনের খোলা জায়গায় এরমধ্যে তাঁবুর বসতি গড়ে উঠেছে। আরও অনেক তাঁবু খাড়া করার ব্যবস্থা হচ্ছে। সেলুনে পা ফেলার জায়গা নেই। মালপত্র রুমে রেখে বার্বার শপে এসে ঢুকল কানিঙ। এখানেও ভিড়। লম্বা সময় পর নিজের পালা এলে চেয়ারে বসল সে। চুল ছাঁটা শেষ, এমন সময় এক আর্মি অর্ডারলি এসে দরজা থেকে জানাল, মেজর পার্কার এক্ষুণি ডেকে পাঠিয়েছে তাকে।

শেভ না করেই বেরিয়ে এল কানিঙ। অর্ডারলির সাথে প্যারেড গ্রাউন্ড পেরিয়ে মেজরের অফিসে এসে ঢুকল। সুসজ্জিত, বিরাট অফিস রুমে পায়চারি করছে চিন্তিত মেজর। তার ডেস্কের সামনে বসা এক স্থূল শরীরের ক্যাপ্টেন। দু'জনের চেহারায় রাগের ছাপ।

কানিঙকে ঢুকতে দেখে অর্ডারলিকে বিদায় করে দিল মেজর। গম্ভীর কণ্ঠে ক্যাপ্টেনের পরিচয় ঘোষণা করল, 'ইনি ক্যাপ্টেন স্যান্ডার্স, কানিঙ।'

কেউ হাত মেলাল না তার সাথে। 'বোসো,' রুক্ষ গলায় বলে চেয়ার ইশারা করল মেজর। কানিঙ বসলে নিজের ডেস্কের ওপর বসল সে। চোয়াল দৃঢ় হয়ে চেপে বসে আছে। দৃষ্টি কঠোর। 'কানিঙ,' আবার রুক্ষ স্বরে বলল সে, 'তোমার গতরাতের কাজ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।'

আচমকা আক্রান্ত হয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল কানিঙ। আড়চোখে দেখল, ক্যাপ্টেন লালচোখে তাকিয়ে আছে ওরদিকে। আর মেজর যে রেগে আছে তা অন্ধ লোকও টের পাবে। সতর্ক হয়ে উঠল সে। 'আমাকে যখন যা করতে বলেছ, সব সময় তাই করেছি,' ধীরে ধীরে বলল হুইস্কি পেডলার। 'অন্যায় কি করেছি তা কিন্তু বুঝতে পারছি না।'

মেজর পার্কারের চেহারা আরও কঠিন হয়ে উঠল। 'জানতাম আমি। ক্যাপ্টেন, তোমার ঘটনাটা বলো আগে, তারপর আমি আমার কাজ নিয়ে বসব।'

ক্যাপ্টেন স্যান্ডার্স গতরাতে তার ক্যাম্পে ইন্ডিয়ানদের হানা দেয়ার বিস্তারিত বিবরণ দিল। 'সকালে ট্রুপাররা ঘুম থেকে জেগে যখন আমাদেরকে মুক্ত করে, ততক্ষণে ল্যুক পার্টিনকে নিয়ে চলে গেছে তারা।' শেষ করল সে।

জোর এক ধাক্কা খেলো কানিঙ। এই ঘটনা তার জানা ছিল না। কিছু সময় পর বলল, 'তাহলে তোমার ধারণা আমিই ওদের পাঠিয়েছি?'

মেজর বলল, 'তুমি আর হামফ্রে মিলে এজেন্টকে দিয়ে পার্টিনের মাথার দাম ঘোষণা করিয়েছ। তাকে তুমিই হপকিন্সের

বাড়িতে কোণঠাসা করেছিলে। যদিও ক্যাট্‌লম্যানদের ঝগড়া নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, তবু খবর রাখি। যখন থেকে ল্যুক পার্টিন রিজার্ভেশনে এসেছে, তুমি তার সাথে ঝগড়া বাধিয়েই রেখেছ। তাকে অপহরণকারী ইন্ডিয়ানরাও তোমার নাম বলে গেছে।'

সতর্ক গলায় বলল কানিঙ, 'এ হতে পারে না। আমি ও কাজ করিনি।'

সামনে ঝুঁকে এল মেজর। গম্ভীর মুখে বলল, 'একটা কথা তোমার বোঝা উচিত, কানিঙ, আমি জানি তুমি হুইস্কি পেডলিঙ করো। আমার হাতে প্রমাণ নেই যদিও, তবে চেষ্টা করলে জোগাড় করতে পারব। শাইয়ানদের একটা অংশের ওপর তোমার যে যথেষ্ট প্রভাব আছে, এবং তুমি তাদের লীজ এজেন্ট হিসাবে নিজেকে দাবি করো–তাও জানি আমি।' থেমে চোখ মোটা করে তাকে দেখল মেজর। 'এতকিছুর পরও যদি বলো গতরাতের কথা তুমি জানো না, তাহলে বলব তুমি একটা আস্ত মিথ্যাবাদী!'

কানিঙের চোখ জ্বলে উঠল, কিন্তু চেহারার নিরীহ ভাবটা ধরে রাখল, চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগার ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে নিচু স্বরে বলল, 'স্রেফ কথার কথা বলছি আমি। ধরো, নাহয় তোমার কথাই সত্যি, কি করবে তুমি তাহলে?'

'তোমাকে গ্রেফতার করব।'

'কিসের ভিত্তিতে?'

'ইউ এস আর্মির আসামী ছিনতাই ও খুনের অপরাধে।'

ছাই রঙের গোঁপের তলা দিয়ে হাসল কানিঙ। 'আমি লইয়ার নই, মেজর। কিন্তু এটুকু বুঝি, খুনের অভিযোগ প্রমাণ করতে হলে একটা মৃতদেহ থাকতে হয়, তোমার কাছে আছে সেটা?'

'না,' অনিশ্চিত গলায় বলল মেজর।

'সাক্ষী?'

'আমার দোভাষী সাক্ষী,' ক্যাপ্টেন বলে উঠল।

'সে কি আমাকে দেখেছে?'

'না, তবে ইন্ডিয়ানদেরকে তোমার নাম নিতে শুনেছে।'

'যে কেউ আমার নাম নিতে পারে,' হালকা স্বরে বলল কানিঙ। 'কেউ কারও ওপর দোষ চাপাতে চাইলে তার নাম অপরাধের সাথে জুড়ে দেবে, এই স্বাভাবিক।' হাত মেলে ধরল সে। 'কোন মৃতদেহ নেই, সাক্ষী নেই। এমনকি বাজি ধরে বলতে পারি তোমরা একজন ইন্ডিয়ানকেও জেরা করোনি এ ব্যাপারে।'

ক্ষিপ্ত গলায় মেজর বলল, 'ওদের চিনি না আমরা!'

হাসল পেডলার। 'তোমার যুক্তি হালে পানি পাবে না, মেজর।'

'সে ক্ষেত্রে জন হপকিন্সের ট্রেইল হার্ড লুঠ করতে ইন্ডিয়ানদের উস্কানি দেয়ার অপরাধে তোমাকে ধরব আমি।'

'ওটা করা উচিত হবে বলে মনে হয় না আমার,' পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল সে। 'তুমি আমি দু'জনেই ভাল করে জানি যে এজেন্সির বীফ রেশন ইন্ডিয়ানদের অর্ধেক পেটও ভরানোর জন্য যথেষ্ট নয়। বছরের পর বছর ওরা তাই ট্রেইল হার্ডের ওপর হামলা করে গরু লুঠ করেছে, আর তুমি সব জেনেও চোখ বন্ধ রেখেছ। এখন আমাকে ধরে ইন্ডিয়ানদের বিচার করতে চাইছ। ভাল, একবার চেষ্টা করে দেখো কেমন দাঁড়ায় পরিস্থিতি!'

ডেস্ক থেকে নেমে অস্থির পায়চারি শুরু করল মেজর পার্কার। মাঝে মাঝে গরম চোখে দেখছে তাকে। অন্যদিকে নিশ্চিন্ত মনে সিগার ফুঁকে চলেছে কানিঙ। 'আসলে তুমি ধাপ্পা দিচ্ছ, মেজর,' একটুপর নরম গলায় বলল সে, 'তোমার হাতে প্রমাণ থাকলে এত কথা বলতে না। তারপরও আমাকে গ্রেফতার করে বিনা প্রমাণে বিচারের জন্য খাড়া করতে গেলে তোমাকে তিরস্কারের মুখোমুখি হতে হবে।'

যেন চাউনি দিয়ে পুড়িয়ে ওকে ভস্ম করে ফেলবে, এমনভাবে তাকিয়ে থাকল মেজর। সে-ও পাল্টা চোখ দেখাল। 'সব মেজরই তো কর্নেল হতে চায়, নাকি?'

কানিঙ জানে চাবুক এখন তার হাতে চলে এসেছে। আর সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সে বরাবর সিদ্ধহস্ত। সামনে ঝুঁকে তেজের সাথে বলল, 'এখনও আমাকে গ্রেফতার করতে চাও নাকি, মেজর?'

ক্যাপ্টেন আর মেজর মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করল। তাদের মনের কথা পড়তে পারছে পেডলার। এরা অনেকবার চেষ্টা করেও তার বিরুদ্ধে হুইস্কি পেডলিঙ আর ট্রেইল হার্ড লুটের ব্যাপারে কোন প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি। এখন বাকি রয়েছে পার্টিনকে ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগ। এই ব্যাপারে এদের ব্যর্থতা কর্তৃপক্ষের তিরস্কার ডেকে আনবে, এদের ভবিষ্যৎ পদোন্নতির পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অতএব সে ঝুঁকিও নেবে না এরা।

উঠে দাঁড়াল কানিঙ। সিগারটা বুটের তলায় পিষে বলল, 'তাহলে ধরে নিচ্ছি আমাকে গ্রেফতার করা হয়নি।'

'শেষ কথাটা শুনে যাও, কানিঙ,' রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল মেজর। 'আমি এখানকার কমান্ডার। জরুরী অবস্থায় আমার বিশেষ ক্ষমতা আছে, তা জানো তো? সেই ক্ষমতাবলে যে কোন সাদা মানুষকে আর্মির নিরাপত্তা হেফাজতে থাকার নির্দেশ আমি দিতে পারি। তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড়ের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে গ্যারিসনের বাইরে না যেতে নির্দেশ দিচ্ছি আমি।'

ভদ্রভাবে হাসল বেন কানিঙ। 'তুমি চাইলেও আমাকে এখান থেকে এই অবস্থায় ভাগাতে পারবে না, মেজর। আমি আছি। গুড-ডে।'

বেরিয়ে এসে বার্বার শপের পথ ধরল সে। প্যারেড গ্রাউন্ডের ওপর দিয়ে রোদ মাথায় করে যেতে যেতে ল্যুক পার্টিনের ভাগ্যে কি ঘটল, তাই নিয়ে ভাবতে লাগল।

চোদ্দ

সে রাতে টিনাকে বাড়ি ফিরে যেতে দিল না লিসা। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে জেগে তাকে পেল না ও। রেডকেও না। কোথায় গেছে, কোন চিঠিও লিখে রেখে যায়নি। স্টেবলে ওদের ঘোড়া না দেখে চিন্তিত হলো লিসা।

সপ্তাহখানেক আগে হলেও এরকম আচরণের জন্য রেডের গুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়ত ল্যারি, কিন্তু আজ তা করল না। টিনা যদি রেডের সাথেই গিয়ে থাকে, তাহলে নিরাপদেই থাকবে, মনে মনে নিজেকে বুঝ দিল সে।

'কিন্তু গেল কোথায়?' একটুপর বলল উদ্বিগ্ন লিসা। 'ইন্ডিয়ানরা খেপে আছে, এ সময় কোথাও হুট করে যাওয়া নিরাপদ নয় জেনেও...'

'রেনোয় গেলে সব জানা যাবে হয়তো,' ল্যারি বলল।

'আমরা সবাই যাব,' দৃঢ় স্বরে জানাল জন। 'ইন্ডিয়ানরা বেরিয়ে পড়লে এখানেই প্রথম আসবে। গতরাতে মেজর পার্কারের পরামর্শমত হোটেলে রুম বুক করে এসেছি আমি। এখানে থাকা

আর নিরাপদ মনে হচ্ছে না। চলো সবাই, নাশ্‌তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

কিন্তু শত অনুরোধেও ল্যারি যেতে রাজি হলো না। থান্ডার বুলের ভেল্‌কি যদি লেগেই যায়, তাহলে মুক্ত হয়ে ল্যুক পার্টিন প্রথমে এখানেই আসবে। তখন কাউকে না পেলে কোথায় যাবে সে? অতএব ল্যারি যাবে না। বাধ্য হয়ে মেয়েকে নিয়ে চলে গেল হপকিন্স।

ল্যারির পরামর্শমত সেখানে সাট্‌লার স্টোরের পোর্চে একটা চেয়ার দখল করে বসল লিসা। এখান থেকে অনেক কিছু দেখা যায়। প্যারেড গ্রাউন্ডের ওদিকের গ্যারিসন অফিসও। দুপুরের দিকে ক্যাপ্টেন স্যান্ডার্সের খালি হাতে ফিরে আসা দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ও। মন বলল, রেডের পরিকল্পনার একাংশ খেটে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টায় এই প্রথমবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। পোর্চের একপাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন লোকের সাথে কথা বলছিল হপকিন্স, সে-ও এক ফাঁকে সবার নজর এড়িয়ে চোখ টিপে দিল ওর উদ্দেশে।

খাওয়া-দাওয়া ভুলে চারদিকে নজর রাখছে মেয়েটি। দুপুর গড়িয়ে যেতে বসেছে, এই সময় দেখল এক আর্মি অর্ডারলির সাথে প্যারেড গ্রাউন্ড পেরিয়ে গ্যারিসন কমান্ডারের অফিসের দিকে হেঁটে যাচ্ছে বেন কানিঙ। খবর আছে মনে করে সোজা হয়ে বসল ও। একটু পর হপকিন্স এসে মেয়েকে জোর করে খেতে পাঠিয়ে দিল। বলল, সে-ও কানিঙকে দেখেছে। ও খেয়ে না ফেরা পর্যন্ত সে-ই লক্ষ রাখবে ওদিকে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রেস্তরাঁয় গিয়ে ঢুকল লিসা। আধঘণ্টা পর বসার জায়গা পেয়ে অর্ডার দিল। খাবার এলে অনেক কষ্টে সেসব ঢোকাল গলা দিয়ে। তারপর ফিরে এসে দেখল বাবা বিমর্ষ

চেহারায় বসে আছে।

'কানিঙকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে,' তিক্ত স্বরে জানাল সে। 'গভীর পানির মাছ, ওকে ধরা এত সহজ হবে না আগেই জানতাম।' উঠল সে। 'যাই, দেখি বারে খবর-টবর পাই কি না।' চলে গেল হপকিন্স।

চেয়ারে বসে সন্ধ্যার অপেক্ষা করছে লিসা। আকাশ-পাতাল ভাবছে বিষণ্ন মনে। কানিঙকে আটকে রাখতে পারলে ল্যুক ফিরে আসতে পারত, অসম্ভব সব দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টাও করতে পারত। কিন্তু এখন সে পথ আর খোলা থাকল না। ফিরে এসে ল্যারির সাথে কথা বলে ল্যুক যদি টেক্সাস ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, কিচ্ছু করার নেই ওর। এখানে থাকার কোন দায় নেই তার।

এক সময় ক্লান্ত মনে পাশের এক মহিলার সাথে গল্প শুরু করল ও। এতে অন্তত সাময়িকভাবে দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। ধীরে ধীরে জানতে পারল ও, সাদা লোকদের গ্যারিসনের বাইরে যেতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে ইন্ডিয়ানদের হামলা খুব শিগগিরি শুরু হবে। সেনা পাহারাও দ্বিগুণ করা হয়েছে। রাস্তায় টহলদারি শুরু হয়ে গেছে। শাইয়ানরা অপেক্ষাকৃত শান্ত প্রকৃতির আরাপাহোদের তাদের সাথে বিদ্রোহে যোগ দিতে উস্কানি দিয়ে চলেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি সব খবরও আসতে থাকল।

সন্ধ্যার একটু আগে একটা ছোট আর্মি দল ডার্লিঙটনের দিক থেকে এল। ঝুঁকি নিয়ে সেখানে যে ক'জন সাদা মানুষ থেকে গিয়েছিল, ধরে নিয়ে এসেছে তাদের। ওর মধ্যে ল্যারিকে দেখল লিসা। চেহারা রাগে লাল লোকটার।

কোরালের দিকে ছুটল ও। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ল্যুক

এসেছে, ল্যারি?'

হতাশভাবে মাথা নাড়ল সে। 'আসেনি। অন্ধকার নামলে আসবে হয়তো। কিন্তু নচ্ছারগুলো কিছুতেই থাকতে দিল না আমাকে।'

'ওরা এখান থেকেও কাউকেই বেরোতে দেবে না,' হতাশ গলায় বলল লিসা।

'কাউকে না দিলেও আমাকে দিতে হবে,' গরগর করে উঠল বৃদ্ধ। 'সন্ধ্যা হোক, তারপর দেখি আমাকে কি করে ঠেকায় শালারা!'

কিছুক্ষণ পর জন ডাকল সবাইকে সাপার খেতে। খেতে বসে এদিককার সব ঘটনা লিসার মুখ থেকে শুনল ল্যারি। খাওয়া শেষ হতে বেরিয়ে গেল। লিসাও মনমরা হয়ে খানিক এদিক-ওদিক করে রুমে এসে শুয়ে থাকল চুপচাপ। কানিঙের কথায় ল্যুকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার দিনটাকে যদি আজকের সাথে বদলাবদলি করা যেত! ভাবল ও। সব দোষ ওরই। তবে সব কিছু ছাপিয়ে যা ওকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে; যে কথা কিছুতেই ভোলা সম্ভব নয়, তা হলো ল্যুক ওকে খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে আর কোনদিনও সে ওর সামনে পড়তে চায় না। নিজেকে অযথা ভুলিয়ে রেখে লাভ নেই, ভাবছে ও। সত্যিকারের পুরুষ চেনার সহজাত মেয়েলী যোগ্যতা নেই ওর। তাই যে কাছে এসেছিল, তাকে সময়মত বুঝতে না পেরে হারিয়ে ফেলেছে নিজেই।

দরজায় টোকা পড়তে ভাবনার রাজ্য থেকে ফিরে এল ও। ল্যারি ঢুকল। একটা কথাও না বলে চেয়ার টেনে বসে পড়ল ধপ করে। ক্ষুব্ধ, হতাশ চেহারা। 'শালারা সমস্ত কোরালে পাহারা বসিয়েছে। কিছুতেই আমার ঘোড়া বের করতে দিল না।'

কিছু বলল না লিসা। ল্যুক রাতে খালি বাড়িতে ফিরে যখন

দেখবে কেউ তার জন্য অপেক্ষায় নেই, তখন নিশ্চই মনে কষ্ট পাবে। হয়তো ভুল বুঝে চলে যাবে নিজের পথে। ভীষণ আফসোস হলো ওর।

তখনই ফিরে এল জন। রাগে লাল চেহারা। 'সুযোগ থাকলে দুটো বুলেট ঢুকিয়ে হারামজাদার মগজ পরিষ্কার করে দিতাম!' ফেটে পড়ল সে।

'কার কথা বলছ?' ল্যারি জানতে চাইল।

'কানিঙের নতুন এক রাইডার, ওর কথা! নাক টিপলে দুধ বেরোয়, সেই ছোঁড়াই যা-তা বলে আমাকে আর ল্যুককে গালি গালাজ করল! গলা পর্যন্ত গিলে বার ভর্তি মানুষের সামনে বলল, আমার কারণেই নাকি আজ ইন্ডিয়ানরা খেপেছে। কানিঙ থামানোর চেষ্টা করেছে ওকে, তারপরও ল্যুককে গালি দিয়েই চলেছে হারামজাদা! তাকে নাকি সামনে পেলে খুন করবে ও।'

এবার কথা বলল লিসা, 'ও তো একটা বাচ্চা ছেলে, বাবা! আমি দেখেছি। ওর কথা বাদ দাও।'

ল্যারির নজর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'কি নাম ওর?'

'কানিঙ আলফ বলে ডাকছিল শুনেছি।'

'আচ্ছা!' দরজার দিকে রওনা হলো ল্যারি।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'আলফের সাথে দেখা করতে, তুমি থাকো।'

নিচে এসে বারের জানালার বাইরে দাঁড়াল সে। ভেতরে গিজ্‌গিজ্ করছে মানুষ, তার মধ্যে নজরে পড়ল কোনার এক টেবিলে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পোকার খেলছে বেন কানিঙ। তার পেছনে বার কাউন্টারে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আলফ, খেলা দেখছে। হাতের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে ঘন ঘন। ছোকরা তাহলে টেক্সাস না গিয়ে এই দলে ভিড়েছে! বিতৃষ্ণা ফুটল ল্যারির

চেহারায়।

লিসা চিঠি দিয়ে ডাকলে ল্যুক ওদের বাড়ি যাবে, সে কথা কেউ না বললে কানিঙের মাথায় আসার কথা নয়। অনেক চেষ্টা করেও ল্যারি সেই 'কেউটা' কে হতে পারে এতদিন বুঝতে পারেনি, আজ তা পরিষ্কার হয়ে গেল। আলফই সেই 'কেউ', যে দলে থাকার সময় অনেক কিছু দেখেছে, শুনেছে। তারপর সুযোগমত দু'য়ে দু'য়ে চার মিলিয়ে দিয়ে এখন মনের সুখে ড্রিঙ্ক করছে। ভেতর থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ভয়ঙ্কর ইচ্ছা জাগছে ল্যারির, কিন্তু বুদ্ধি হারাল না সে। চুপচাপ অন্ধকারে মিশে গেল।

ওয়াগন কম্পাউন্ড পেরিয়ে স্টেবলে ঢুকে ওখানকার লণ্ঠন নিয়ে খড়ের গাদার ওপর উঠল। অনুমান ব্যর্থ হয়নি তার, পাঁচ-ছয়জন গরীব ভবঘুরে গোছের লোক ঘুমিয়ে আছে। যে কোন পাবলিক স্টেবলের রাতের সাধারণ দৃশ্য এটা।

বুটের ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে বাছাই করা একজনের ঘুম ভাঙাল ও। 'এক গোল্ড ডলার রোজগার করতে চাও?'

চোখ ডলতে ডলতে লাফিয়ে উঠে বসল লোকটা। 'নিশ্চই চাই।'

'এসো আমার সাথে।'

স্টেবলের দরজার বাইরে এসে তার হাতে একটা সোনার কয়েন ধরিয়ে দিল ল্যারি। লণ্ঠনের আলোয় ওটা দেখে ঝিকিয়ে উঠল লোকটার চোখ। 'কি করতে হবে আমাকে?'

'আলফকে চেনো?'

মাথা নাড়ল লোকটা অনিশ্চিতভাবে। চেনে না।

'সাট্‌লার বারে গেলে তাকে পাবে। না চিনলে টেন্ডারকে জিজ্ঞেস করে চিনে নিয়ো। আলফকে বলবে, হস্‌লার বলেছে আজ রাতের মধ্যে ফীডের দাম না চুকালে সে তার ঘোড়া স্টেবল্ থেকে

তাড়িয়ে দেবে। বুঝেছ?'

কথাগুলো দু'বার আওড়াল লোকটা। তারপর খুশির চোটে প্রায় উড়ে চলে গেল বারের দিকে। স্টেবলের লণ্ঠন জায়গায় রেখে ওয়াগন ইয়ার্ডে চলে এল ল্যারি। ফীড অফিসের সামনেও একটা লণ্ঠন জ্বলছে। ওটার আলোর বাইরে ওয়াগন শেডের নিচে এসে দাঁড়াল পিস্তল হাতে। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্টেবলের সব ঘোড়ার ফীডের দাম আগাম চুকাতে হয়েছে। ল্যারি জানে, আলফও চুকিয়েছে। তবু নেশার ঘোরে ঘোড়া বের করে দেয়া হবে শুনলে ভাবনা চিন্তা না করেই বার থেকে ছুটে আসবে।

এলও সে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই টলমল পায়ে হেঁটে এসে ফীড অফিসের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজায় টোকা দিতে গিয়ে পিঠে ব্যারেলের খোঁচা খেয়ে ঘুরে তাকাল। পিস্তল হাতে ল্যারিকে দেখে ছানাবড়া হয়ে উঠল চোখ। নেশা কেটে গিয়ে মুহূর্তে ভয় ফুটল সেখানে। ঘন ঘন ঠোঁট চাটতে শুরু করল ছোকরা।

পিস্তল নাচাল ল্যারি। কঠোর গলায় বলল, 'ওদিকে চলো। তোমার চেহারা কখনোই আমার পছন্দ ছিল না। ওটাকে আজ মেরামত করব, চলো।'

বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া গরমের দিনে খানিক দিবানিদ্রা দেয়া জেক হামফ্রের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। ইন্ডিয়ানদের হুমকি সত্ত্বেও কোম্পানির বিরাট ক্রু বাহিনী এখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে চেষ্টা করবে সম্পদ রক্ষার। দুপুরে খাওয়া সেরে সেদিনও সে কাউচের ওপর আরাম করে শুয়েছে। মুখের ওপর একটা স্টকম্যানস গেজেট মেলে রেখেছে আলো থেকে চোখ বাঁচাতে। তন্দ্রা থেকে ঘুমের রাজ্যে ঢুকতে

যাবে, তখনই কাউচটা দুলে উঠল জোরে। পায়ের দিকে ধপ্ করে বসে পড়ল কেউ।

গেজেট মুখের ওপর থেকে সরাতে প্রথমেই তার চোখ পড়ল পিস্তলের ব্যারেলের ওপর, তারপর ল্যুক পার্টিনের ওপর। ভুরু কোঁচকাল সে। 'আবার তুমি? শুনেছিলাম তুমি জেলে!' তার স্বরে ভয়ের বদলে বিরক্তি আর কৌতূহল।

ল্যুকের চেহারা উস্কখুস্ক, গর্তে বসে যাওয়া চোখে স্থির-কঠোর দৃষ্টি। যে কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি ও। কিছু একটা হামফ্রের বুকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এটা তোমার?'

জিনিসটা তুলে নিয়ে দেখল ফোরম্যান। একটা ডলার সাইজের সিলভার স্পার রাওয়েল। চমৎকার কারুকাজ করা জিনিসটার ডগাগুলো খুব বেশি চোখা। জিনিসটার ফর্ক সাথে থাকলেও নলার মাঝামাঝি জায়গা থেকে গোড়ার অংশ নেই। ভাল করে দেখে সে বলল, 'নাহ্, আমার নয়।'

'উঠে দাঁড়াও!' ওর কঠিন গলা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল হামফ্রে। তার স্পার পরীক্ষা করে দেখল ল্যুক। একজোড়া সাধারণ স্পার। ভোঁতা রাওয়েল, হাঁসের গলার মত সামান্য বাঁকানো নলা ওটার। 'আরও আছে তোমার?'

ঘুরে দাঁড়াল বিশালদেহী ফোরম্যান। 'না।'

'কোথায় ঘুমাও তুমি?'

পাশের একটা দরজার দিকে নড করে বলল হামফ্রে, 'কেন?'

'ঢোকো। সব জিনিসপত্র বের করে ফ্লোরে নামাও। চলো।'

পেছন থেকে পিস্তলের খোঁচা খেয়ে বেডরুমে এসে ঢুকল হামফ্রে। রাগের চোটে ড্রয়ারের জিনিসপত্র বের করে ফ্লোরে নামিয়ে রাখল। তারপর কাপড়-চোপড় আর যা কিছু ছিল সব স্তূপ করে রাখল ওর সামনে।

'এই সব?' জিজ্ঞেস করল কাউবয়।

বিটের মত লাল চেহারা হয়েছে হামফ্রের। 'আমার স্পার এক জোড়াই। আসলে কি চাও তুমি, পার্টিন?'

'জানো না তুমি?'

'না! কি জানব?'

স্থির চোখে তার দিকে তাকাল ল্যুক। 'আমি জো লারক্ষিন্সের খুনীকে খুঁজছি, হামফ্রে। তাকে যে খুন করেছে, এই স্পার রাওয়েলটা তার। সেই রাতে খুনী হারিয়েছিল এটা। এটার জোড়া এখনও পরে সে।'

হামফ্রের চওড়া মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। সোজা তাকাল ল্যুকের চোখে। 'তুমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে?'

'ঘটনাটা দেখেছে এমন একজন জানিয়েছে আমাকে।'

'আর তুমি এসেছ আমার আর আমার লোকদের স্পার মিলিয়ে দেখতে, ঠিক?'

'ঠিক।'

গমগম করে উঠল হামফ্রের ভরাট গলা। 'পার্টিন, তুমি আর আমি এরমধ্যে লড়াই করেছি, হয়তো ভবিষ্যতে আবারও লড়ব। তারপরও আমার সম্বন্ধে তোমার সঠিক ধারণা এখনও জন্মায়নি। আমার আউটফিট বিরাট এবং শক্তিশালী, তবু কোনরকম বেআইনী কাজের মধ্যে আমি নেই। তুমি আমাদেরকে জোর শ্যাকে দেখেছ, কারণ ওই রেঞ্জটা আমরা নিতে চেয়েছি। আর আমরা ওখানে ঢুকেছি তার মারা যাওয়ার পর। তার মানে নিশ্চই এই বোঝায় না যে আমরা ঠাণ্ডা মাথায় একজনকে খুন করেছি। ওভাবে খুন আমি কাউকেই কখনও করিনি এবং আমার ক্রুর মধ্যে কেউ যদি করে থাকে, তার ফাঁসীতে ঝোলা নিশ্চিত করব আমি। ব্যাপারটা আমি প্রমাণ করে ছাড়ব। এসো।'

'খুব ভাল।'

'তোমার হাতে অস্ত্র থাক চাই না থাক,' হামফ্রে বলল, 'তাতে আমার কিছু আসে-যায় না। এই আউটফিটে যা যা আছে সব তোমাকে দেখাব।'

ল্যুককে পাশ কাটিয়ে ধুপ্‌ধাপ্ পা ফেলে অফিস রূমে এসে ঢুকল সে। টেবিলের ওপর রাখা সিক্সগান আর গানবেল্ট ছুঁয়েও দেখল না, শুধু স্টেটসনটা মাথায় চাপিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। তার অস্ত্র আর বেল্ট তুলে নিয়ে ল্যুক অনুসরণ করল তাকে।

লম্বা বাঙ্ক হাউসের দরজায় অলসভাবে দাঁড়িয়ে ছিল দুই রাইডার, ল্যুককে দেখামাত্র চিনে ফেলল তারা। একজন তৎক্ষণাৎ ভেতরে ঢুকে পড়তে যাচ্ছে দেখে চিৎকার করে উঠল ফোরম্যান, 'বার্নি! অস্ত্র নামিয়ে রাখো! তোমরা সবাই। জেস, সবাইকে বাইরে এনে লাইনে দাঁড় করাও! কেউ উল্টোপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করলে আমি কিন্তু গুলি করব!'

অপ্রসন্ন চেহারায় সবাই বাইরে জড়ো হলো, লাইন করে দাঁড়াল। ছাব্বিশ জন ক্রুর সবাই বেরিয়ে আসতে হামফ্রে ঘোষণা করল, 'এই পার্টিন তোমাদের প্রত্যেকের স্পার পরীক্ষা করে দেখবে। তোমরা সবাই চুপচাপ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো।'

লাইনের পেছনে গিয়ে একে একে সবার স্পার পরীক্ষা করে দেখল ল্যুক। কাজ শেষ হতে হামফ্রের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল।

'ঠিক আছে, পার্টিন,' বলে উঠল ফোরম্যান। 'এবার ভেতরে ঢুকে এদের ওপর লক্ষ রাখো।' ক্রুদের বলল, 'তোমরা সবাই নিজ নিজ জিনিসপত্র, ওয়ার ব্যাগ যার যার বাঙ্কের সামনে নামিয়ে রাখো।'

ব্যাপার পছন্দ না হলেও বসের আদেশ পালন করল সবাই।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখল ল্যুক। কয়েক জোড়া স্পার পাওয়াও গেল ঘরের মধ্যে, কিন্তু নমুনার ধারে কাছেও নেই ওগুলো।

দেখা শেষ হলে হামফ্রে আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল, 'আর কোথাও দেখবে? ব্ল্যাকস্মিথ শপ, ওয়াগন শেড, বিল্ডিঙগুলো?'

'সব দেখতে চাই,' শান্ত গলায় বলল কাউবয়।

বিনা বাক্য ব্যয়ে ওকে সহযোগিতা করল হামফ্রে। ব্ল্যাকস্মিথ শপে ক্ষয়ে যাওয়া বাতিল রাওয়েল কয়েকটা পাওয়া গেল বটে, তবে ওগুলোও মিলল না ল্যুকের নমুনার সাথে।

দেখা শেষ হতে হামফ্রের দিকে চেয়ে নড করল ও। 'ধন্যবাদ। তোমার গার্ডদেরগুলোও যাওয়ার সময় দেখে যেতে চাই।'

একটা ঘোড়া আনিয়ে ওর সাথে এগোল হামফ্রে। গার্ড দু'জন জায়গামতই ছিল, তাদেরগুলোও মিলল না।

ল্যুক আবার ঘোড়ায় চেপে বসল। হামফ্রের সিক্সগান আর বেল্ট বাড়িয়ে ধরতে সে বলল, 'আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে, পার্টিন। যদিও এটা আমার ব্যাপার নয়, তবু জানতে ইচ্ছা হয় তুমি রিজার্ভেশনের সবার রাওয়েল মিলিয়ে দেখার চিন্তা করছ কি না?'

'যদি দরকার হয়, করব।'

'কথাটা ছড়িয়ে পড়বে। যদি কারও কাছে ওটার জোড়া থেকেও থাকে, লুকিয়ে ফেলবে সে। তাছাড়া আর্মির তাড়া খেয়ে কতখানি করতে পারবে তুমি?'

'দুটো আউটফিটের কোন একটায় ওটা পাব বলে আমার বিশ্বাস, হামফ্রে। একটা আউটফিট তোমার।'

'অন্যটা কার, কানিঙের?'

চুপ করে রইল ল্যুক।

স্যাডলে চড়ে বসল ফোরম্যান। 'আমার ঘাড়ের ওপর থেকে

তোমাকে সরাতে তোমার কাজে সহযোগিতা করব আমি। তোমার সাথে কানিঙের ওখানে যাব।'

'এবং ওখানে তার লোকদের সাথে ভিড়ে আমার দিকে অস্ত্র তাক্ করবে, না?' শুকনো গলায় বলল ল্যুক। 'তার দরকার নেই, ধন্যবাদ।'

'আমার গানবেল্ট রেখে দাও তুমি। কানিঙের ওখানে তোমার কাজ সহজ করতে চেষ্টা করব আমি।'

সুবিধা অসুবিধাগুলো নিয়ে ভাবল ল্যুক। কানিঙের লোকেরা হামফ্রের লোকদের মত বাধ্য নয়, ওরা বাধা দেবে। অন্যদিকে হামফ্রে ও কানিঙ এখন একধরনের পার্টনার। এ হয়তো চেষ্টা করে তাকে রাজি করাতে পারবে সহযোগিতা করতে। অন্তত চেষ্টা তো করতে পারবে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ঠিক আছে, চলো।'

সন্ধ্যায় কানিঙের বাড়িতে পৌঁছে মাত্র একজনকে পেল ওরা। চেয়ারে বসে টেবিলে হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে সে। হুইস্কির একটা খালি বোতল পড়ে আছে তার পাশে কাত হয়ে। লোকজন না থাকলে কার পায়ের স্পার পরীক্ষা করবে ল্যুক? হামফ্রের দিকে তাকাল ও।

'কপাল মন্দ,' বলল সে। 'সবাই ফিরে আসা পর্যন্ত দেরি করতে চাও?'

'হ্যাঁ। ততক্ষণ ঘরগুলো খুঁজে দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

দোতলায় উঠে কোনার একটা রূম দিয়ে শুরু করল কাউবয়। একটা লোহার কটের ওপর বিছানা, বালিশ, কম্বল সব অগোছাল অবস্থায়। একদিকের এক টেবিলের ড্রয়ার ঘেঁটে দেখল—নেই। ফ্লোরে বিছানো একটা ডীয়ার স্কিন ম্যাটের ওপর কয়েকটা ব্যবহার করা ময়লা কাপড় ফেলে রাখা। বুটের ডগা দিয়ে ওগুলো সরাতেই নিচ থেকে একজোড়া বুট বেরিয়ে পড়ল। পাশে একজোড়া স্পার।

হাঁটু গেড়ে বসে ওগুলো পরীক্ষা করে দেখল ল্যুক, সঙ্গে সঙ্গে একটা বিট মিস করল হার্ট। বড় রাওয়েলটার খোদাই কাজ অবিকল ওর পকেটেরটার মত মনে হলো। কাঁপা হাতে টেবিলের ওপর রাখা ল্যাম্প ধরিয়ে এনে পাশে রাখল ও, তারপর মন দিয়ে মিলিয়ে দেখল। অন্য স্পারটার রাওয়েল আবার ভিন্ন রকম! স্পারটা উল্টে ওটার নলা পরীক্ষা করল, এবং পেয়ে গেল! নতুন রাওয়েলটাকে নলার সাথে ঝালাই করে লাগানো হয়েছে!

একেকবারে দুটো করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ল্যুক নিচের তলায়। হামফ্রেকে পাশ কাটিয়ে এক দৌড়ে পাঞ্চারটা যে রূমে ঘুমিয়ে আছে, সেটায় ঢুকল। লোকটার নিচ থেকে চেয়ারটা এক লাথিতে সরিয়ে দিল ও, বুকের কাছে শার্ট চেপে ধরে তাকে উঁচু করে ধরে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় বসিয়ে দিল দু'গালে। হতভম্ব লোকটা হাত তুলে মুখ বাঁচাতে গেলে আবার কষে মারল ও। তারপর ঠেলে ধাক্কিয়ে সিঁড়ির নিচে নিয়ে এসে তার পাছায় কষে লাথি মেরে বসল । হাউমাউ করে উঠল লোকটা, সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে ওপরে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করল। পেছন থেকে ঠেলে আরও দ্রুত উঠতে সাহায্য করল ল্যুক।

দোতলার ল্যান্ডিঙে উঠে আরেক লাথি মারল তাকে। কলার ধরে টেনে এনে সেই রূমে ঢোকাল ও। দাঁড় করিয়ে রেখে স্পার দুটো দেখাল লোকটাকে। 'এগুলো কার?' রক্ত চোখ মেলে বলল।

আলোর ঝাপ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চোখ মেলে দেখল লোকটা। 'স্পারগুলো?' জড়ানো গলায় বলল সে।

'হ্যাঁ।'

'কোথায় পেয়েছ?'

'এখানে। এই রূমে।'

'তাহলে কানিঙের হবে ওগুলো। এটা তারই রূম।'

'কোথায় সে?'

'রেনো।'

লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে হামফ্রের পাশ কাটিয়ে দুদ্দাড় করে নামতে শুরু করল কাউবয়। হামফ্রেও দেখেছে স্পারগুলো, উত্তেজিতভাবে সেও তার বিশাল বপু নিয়ে নামতে থাকল ওর পেছন পেছন।

পনেরো

ল্যারি বেরিয়ে যেতে বাবাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে লিসা, এমন সময় জোরে জোরে নক্ হলো দরজায়। খুলে দিয়ে টিনাকে দাঁড়ানো দেখল ও। চেহারায় উত্তেজনা।

'লিসা, তোমার বাবা কোথায়?'

'ভেতরে,' বলল ও। 'তুমি···?'

ওকে ঠেলে সরিয়ে জনের কাছে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। 'আমার সাথে চলো, মিস্টার. হপকিন্স। কমান্ডারের সাথে জরুরী দেখা করতে হবে। আর্মিরা রেডকে আটকে রেখেছে, কিছুতেই আসতে দেবে না।'

'কি হয়েছে?'

'মেজর পার্কারকে অফিস থেকে বের করে ডার্লিঙটন রোডের মুখে নিয়ে চলো!' উত্তেজিত গলায় তাড়া লাগাল টিনা। 'তুমি

বললে সে যাবে। প্লীজ, তাড়াতাড়ি করো!'

বিস্মিত হলেও আপত্তি করল না হপকিন্স। লিসা আর টিনাকে নিয়ে জোরপায়ে ছুটল কমান্ডারের অফিসের দিকে। অফিসের দরজায় সেন্ট্রি বাধা দেয়ার চেষ্টা করল, তাকে সরিয়ে বিনা অনুমতিতে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। এক অফিসারের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত ছিল মেজর। এভাবে তিনজনকে ঢুকে পড়তে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, চেয়ার ছেড়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

জনকে পাশ কাটিয়ে ব্যস্ত পায়ে ডেস্কের সামনে চলে এল টিনা। 'মেজর পার্কার, জলদি আমার সাথে চলো, প্লীজ!'

'কেন–কোথায়...'

'ইন্ডিয়ান বিদ্রোহ খতম করতে চাইলে এক্ষুণি আমার সাথে এসো!'

সম্মোহিতের মত এগিয়ে এল মেজর, মেয়েটিকে অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এল। লিসা আর হপকিন্স তাদের পেছন পেছন চলছে। বিল্ডিঙের প্রবেশ পথ পেরিয়ে ডার্লিঙটন রোডে নেমে এল টিনা। সেখানে দুই সেন্ট্রি তাদের মাঝখানে লণ্ঠন রেখে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের রাইফেল রেডের ওপর তাক্ করে ধরা। সে ওখানে তার আর টিনার ঘোড়া দুটোর লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

তার ওপর চোখ পড়তে গতি কমিয়ে দিল মেজর। চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। 'এটা কি হলো?' ক্ষুব্ধ গলায় বলল সে।

'মন দিয়ে শোনো,' রাগের সাথে বলে উঠল রেড ফ্রস্ট। 'এক কথা দু'বার বলার ইচ্ছা আমার নেই। শাইয়ান চীফ থান্ডার বুলের লজে বিদ্রোহের রিঙ লীডাররা সব মদে চুর হয়ে পড়ে আছে। কানিঙের গোপন এক আস্তানা থেকে হুইস্কি আমিই চুরি করে

এনেছি। প্রথমে খুব হম্বিতম্বি করছিল, তবে এখন গভীর ঘুমে আছন্ন ব্যাটারা।'

ঢোঁক গিলে বলল সে, 'ফোর্স পাঠিয়ে ওদের গ্রেফতার করে আনো, তাহলে সব বিদ্রোহ এই মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে।'

'শেষ হয়ে যাবে?' অবিশ্বাসের সুরে প্রতিধ্বনি তুলল মেজর। 'কয়েকটা মাত্র লোক ধরে আনলেই তোমার মতে বিদ্রোহ খতম?'

'হ্যাঁ।' দৃঢ় স্বরে বলল পাঞ্চার। 'টিনা আর আমি দুপুর থেকে থান্ডার বুলের সাথে কথা বলেছি। সে বলেছে, তুমি যদি একজন দায়িত্ববান অফিসার পাঠাও, সে গিয়ে শাইয়ান আরাপাহো সাধারণ নিরীহ মানুষদের বলবে যে সরকার তাদের বীফ রেশন বাড়িয়ে দেয়ার কথা বিবেচনা করছে। এবং আগামীকালই সবার জন্য বিশেষ বীফ ইস্যু করা হবে, তাহলে কোন বিক্ষোভ থাকবে না। ইন্ডিয়ানরা না খেয়ে আছে, মেজর। শয়তান নেতাদের গ্রেফতার করে নিরীহ মানুষগুলোর পেট ভরানোর ব্যবস্থা করো, দেখবে সব শান্ত হয়ে গেছে।'

কয়েকমুহূর্তে ভাবল মেজর। 'তোমার কথা বিশ্বাস করা যায় যদি বুঝতাম, যদি...'

'আমাকে তোমার বিশ্বাস করার দরকার নেই, মেজর!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল পাঞ্চার। 'ওকে করো!' টিনাকে দেখাল সে। 'তোমাদের মত ইউনিফর্ম পরে আকাশ পাতাল ভেবে সময় না কাটিয়ে সারাদিন একটা লজে ঝুঁকি নিয়ে বসে ছিল ও। তোমাদের উৎকৃষ্ট মগজে যা কুলায় না, সেই কাজ ও করেছে, সবার সাথে কথা বলেছে। হারামজাদা শাইয়ানগুলো ওর স্কাল্প কেটে নিতে চেয়েছে। অত্যাচার, নির্যাতন চালানোর ভয় দেখিয়েছে। আরও অনেক কিছু করার হুমকি দিয়েছে, তবুও ঘাবড়ায়নি ও। ওর গায়ে তো আমার মত তোমাদের ছাপ মারা নেই, অন্তত ওর কথাই না

হয় বিশ্বাস করো!'

টিনার দিকে ঘুরল মেজর।

'ও যা বলছে, তাই করো, মেজর!' দ্রুত বলল টিনা। 'ওই মানুষগুলোকে আমি চিনি। আমি জানি থান্ডার বুল আর বেশিরভাগ লোক শান্তি চায়। একবার রিঙ লীডারদের–বেন কানিঙের অনুগত ইন্ডিয়ানদের গ্রেফতার করে অন্যদের নিয়মিত রেশনের প্রতিশ্রুতি দিলে, এবং সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হলে সত্যি সত্যি বিদ্রোহের আশঙ্কা দূর হয়ে যাবে!'

ওর উত্তেজনায় টান্ টান্ সুন্দর মুখের দিকে কয়েকমুহূর্ত চেয়ে থাকল মেজর পার্কার। তারপর তাকাল তার অফিস রুমের দিকে। সেখানে জানালার কার্টেন সরিয়ে এদিকে দেখছে এক অফিসার। পদমর্যাদা ভুলে তার উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল সে, 'ব্রেট! অ্যাসেম্বলি বিউগল বাজাতে বলো!' সেন্ট্রিদের রেড ফ্রন্টকে ছেড়ে দিতে বলে জোরপায়ে অফিসের দিকে চলে গেল সে।

সামনে সেন্ট্রি পোস্টের আলো দেখা যাচ্ছে। ওখানে চ্যালেঞ্জ করা হবে, হামফ্রে জানে। সন্দেহের সুরে বলল সে, 'কাজটা তোমাকে করতেই হবে, পার্টিন? তোমার মাথার ওপর পুরস্কার ঝুলছে, তুমি পলাতক, তুমি...'

বাধা দিল ল্যুক, 'আমাকে সেন্ট্রি পোস্ট পার করে দাও, বাকিটা আমি দেখব।'

ঘোঁৎ করে উঠে চুপ হয়ে গেল হামফ্রে। একটু পরই সেন্ট্রির চ্যালেঞ্জ এল, 'কে যায়?'

থেমে গেল ওরা। 'সার্কেল-আরের জেক হামফ্রে। এ আমার এক ক্রু।'

'ঠিক আছে, হামফ্রে। তোমাদের ঘোড়া কোরালে ট্রুপারদের

কাছে বুঝিয়ে দাও গিয়ে।'

কোরালের পেছনে অন্ধকারে এক ট্রুপারের কাছে ঘোড়া জমা দিল ওরা, লম্বা ওয়াগন ইয়ার্ডের মাঝের পথ ধরে এগিয়ে চলল। ফীড অফিস পেরিয়ে আসার সময় পেছনে অন্ধকার শেডের মধ্যে থেকে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ ভেসে এল। হামফ্রে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করলেও ল্যুক থামল না। হঠাৎ চাপা গলায় কেউ ডেকে উঠল, 'ল্যুক!'

ল্যারির গলা চিনতে পেরে ঘুরে দাঁড়াল ও। আবার বলল ল্যারি, 'এক মিনিট দাঁড়াও!' পরক্ষণে ভারী কিছুর আঘাত এবং একটা ভারী কিছু ধপ্ করে মাটিতে পড়ে যাওয়ার শব্দ হলো। একমুহূর্ত পর কাছে এসে দাঁড়াল ল্যারি গোমস। তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, চোখের ওপর চামড়া কেটে গেছে। হাতের সমস্ত গিঁট ফুলে আছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই তার।

কাছাকাছি এসে চোখ কপালে তুলে ল্যুককে বলল, 'এক্ষুণি সরে পড়ো!' পরমুহূর্তে হামফ্রেকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, 'এই বজ্জাতটা কি করছে তোমার সাথে, ল্যুক?'

পাত্তা না দিয়ে ও বলল। 'কানিঙ আছে ধারে কাছে?'

'পাগলামি ছাড়ো, ল্যুক! দু'তিনশো মানুষ ঘোরাফেরা করছে এখানে, সবাই তোমার মাথার দাম জানে।' ওর বাহু খামচে ধরল সে। 'কি জন্য খুঁজছ ওকে?'

'কানিঙ জোকে খুন করেছে, ল্যারি। সেই ভাঙা স্পারটা আমি খুঁজে পেয়েছি। ওটার ভাঙা অংশ আর জোড়ার দ্বিতীয়টাও কানিঙের রুমে বিছানার পাশে পেয়েছি। হামফ্রে ছিল তখন আমার সাথে।'

বাহু ছেড়ে দিল ল্যারি। 'সেলুনে আছে সে। সাবধানে যেয়ো, আমি আছি তোমার পাশে।'

'আমিও,' ঘোষণা করল হামফ্রে।

রাত হয়ে গেছে দেখে উঠি উঠি করছিল বেন কানিঙ। সঙ্গে দুই রাইডার। সেলুনের ভিড়ও অনেক কমে গেছে। সে বসে ছিল আলফের জন্য। ছোকরাকে বলা ছিল জন হপকিন্স আর তার মেয়ের ওপর নজর রাখতে। যাই যাই করে অনেকক্ষণ বসে বসে হুইস্কি গিলেছে ছোকরা, তারপর কখন যে বেরিয়েছে জানে না কানিঙ। ও ফিরলে খবর শুনে শুতে যাবে বলে বসে আছে সে।

হঠাৎ শব্দ করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ল্যুক পার্টিন। হাতে উদ্যত পিস্তল। আলফ এসেছে মনে করে সেদিকে তাকাতেই হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল কানিঙের। পার্টিনের পেছনে তার বুড়ো ফোরম্যান ল্যারি গোমস আর জেক হামফ্রেকেও দেখল, ওকে কভার করে রেখেছে। হামফ্রে কেন এখানে? তাকে ডাকতে যাবে ও, তার আগেই হাঁক ছাড়ল কাউবয়। 'কানিঙ! তোমার খেলা শেষ। তুমিই যে জো লারকিন্সকে খুন করেছ, সে প্রমাণ আমি পেয়ে গেছি। আজ তোমার সব পাওনা আমি মিটিয়ে দেব। উঠে এসো!'

কানিঙের পাশে লোকটার হাত নড়ে উঠতেই গুলি করল ল্যারি। তার কানঘেঁষে পেছনের দেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়ল বুলেটটা। আঁতকে উঠে মাথার ওপর হাত উঁচু করে ধরল লোকটা। বিস্ময়ের ধাক্কা কেটে যেতে খদ্দেরদের মধ্যে নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেল। সিলিঙের দিকে লক্ষ্য করে দুটো গুলি করল হামফ্রে। সাথে সাথে সব চুপচাপ হয়ে গেল ভেতরে। বাজখাঁই গলায় ঘোষণা করল সে, 'খবরদার! কেউ নড়ার চেষ্টা করবে না, করলেই গুলি করে পুরস্কার কামাই করার সাধ তার জনমের মত মিটিয়ে দেব। এই ল্যুক পার্টিন নির্দোষ। বেন কানিঙ ওর বন্ধু জো লারকিন্সকে খুন করেছে বিনা দোষে। ওকে আমরা প্রমাণসহ আইনের হাতে তুলে দেব। তোমরা যার যার হাত সামনের টেবিলের ওপর মেলে রাখো। তাড়াতাড়ি!'

ধীরে ধীরে সবাই হামফ্রের আদেশ তামিল করল দেখে আবার ডাকল কাউবয়, 'কানিঙ! উঠে এসো তুমি! মাথার ওপর হাত তুলে ধীরে ধীরে এগোও!'

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে পেডলারের চেহারা। আস্তে আস্তে উঠল-সে। চেয়ার সরিয়ে দু'পা এগোল। নজর ল্যুকের পিস্তলের ওপর। তৃতীয় পদক্ষেপে কাউন্টারের বাঁকের আড়ালে অর্ধেক শরীর ঢাকা পড়ল তার। আচমকা ডাইভ দিয়ে কাউন্টারের পেছনে পড়ল সে। টেন্ডারকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে নিচু হয়ে ছুটল স্টোর রুমের দরজার দিকে।

দ্রুত এগিয়ে কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল ল্যুক। ও পাশে যাওয়ার জন্য লাফিয়ে কাউন্টারে চড়তে যাবে ও অমনি স্টোরে ঢুকে পড়ল কানিঙ। দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই এদিকে লক্ষ্য করে দুটো গুলি করল। এমন কিছু ঘটতে পারে সন্দেহ করে আগেই বসে পড়েছিল ল্যুক, পরমুহূর্তে লাফিয়ে ওপাশে পড়ল সে। দরজার পাশে উবু হয়ে বসে সেটা সামান্য ফাঁক করতেই আবার গুলি এল ভেতর থেকে, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে কাউন্টারের বোর্ড ফুটো করে ভেতরে ঢুকে গেল ওটা। হাঁপ ছাড়ল ল্যুক, দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাত ও দুটো ওর পেট ফুটো করে দিত।

গুলির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই অন্ধকার স্টোরের মধ্যে ডাইভ দিয়ে পড়ল ও, আন্দাজে দুটো গুলি করল। তাকের ওপর ঠাসাঠাসি করে রাখা পানীয় ভর্তি বোতলের কয়েকটা চুরমার হওয়ার শব্দ হলো। সেইসাথে পেছনের জানালা খোলার শব্দও। ও অন্ধকারে চোখ মানিয়ে নিতে নিতেই সেই পথে ঝাঁপ দিয়ে বাইরে পড়ল কানিঙ।

লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা শেলফের ফাঁক দিয়ে হাতড়ে জানালার পাশে এসে বাইরে উঁকি দিল ল্যুক। গ্রাভেলের ওপর

দিয়ে ছুটন্ত পায়ের শব্দে তাকাল। দূরের স্ট্রীট ল্যাম্পের আলোয় ঝাপসা একটা কাঠামো দেখল ছুটে যাচ্ছে। গুলি করল ল্যুক। সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করে বিল্ডিঙের আড়ালে চলে গেল কাঠামোটা।

সেলুনের মধ্যে থেকে থেকে ল্যারি আর হামফ্রের তর্জন-গর্জন শোনা যাচ্ছে। তিন-চারটা ফাঁকা গুলিও করল ওরা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা খদ্দেরদের শান্ত রাখতে। ওসব ছাপিয়ে কোরালের দিক থেকে ট্রুপারদের ছুটে আসার শব্দ উঠছে। দূর থেকে টহলদার দল আর অন্যদেরও ছুটে আসা টের পাচ্ছে ল্যুক।

দ্রুত হিসাব করে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসে বিল্ডিঙের পেছন দিয়ে ছুটল ও। দক্ষিণ দিক দিয়ে তাড়াতাড়ি গেলে লোকটার অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ার পথ বন্ধ করে দেয়া যাবে। ও জানে ওদিকের ঢালে পৌঁছতে পারলে ক্ষীণ স্ট্রীট ল্যাম্পের আলোয় তাকে দেখা দুষ্কর হয়ে পড়বে, গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে সরে পড়ার সুযোগ পেয়ে যাবে।

বিল্ডিঙ ঘুরে সামনে আসতেই বাঁ দিকে লিসাকে দেখল ও, দোতলা থেকে নেমে এসে আলোকিত পোর্চে দাঁড়িয়ে পড়ল। এদিক ওদিক তাকাল। স্ট্রীট ল্যাম্পের আলো থেকে বাঁচতে ছুটছে কানিঙ, সেও দেখল মেয়েটিকে। সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করল।

কাঠামোটা দিক্ পরিবর্তন করে লিসার দিকে এগোচ্ছে দেখে প্রমাদ গুণল ল্যুক পার্টিন। ওকে জিম্মি করতে চাইছে পেডলার, বুঝতে সময় লাগল না। দ্রুত পোর্চে উঠে ডাক দিল ও, 'লিসা! জলদি সরে যাও!'

ওর গলা শুনে চমকে উঠল মেয়েটি। সরে যাওয়ার বদলে জোরপায়ে এদিকেই আসতে শুরু করল। 'ল্যুক! ল্যুক! এত গুলি কিসের? তুমি ঠিক আছ তো?'

আর্চওয়ে ধরে ঝুঁকে এগিয়ে আসছে কাঠামোটা। ধমকে উঠল ল্যুক, 'আহ্, লিসা! সরো এখান থেকে!'

দোতলা থেকে জন হপকিন্সের ভীত গলা শুনল ল্যুক। মেয়েকে ডাকছে ওপরে। উপেক্ষা করে এদিকে আসতেই থাকল মেয়েটি। কানিঙও খুব কাছে এসে পড়েছে। তাকে থামাতে ফাঁকা গুলি করল ও, সেইসাথে হুঙ্কার ছাড়ল, 'খবরদার, কানিঙ! আর এক পা বাড়লেই তোমাকে গুলি করব আমি!'

গুলি ছুঁড়ে তার জবাব দিল পেডলার। বাঁ বাহুতে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল ল্যুক। মুহূর্তের জন্য মনে হলো হাতটা উড়ে গেছে। প্রচণ্ড ব্যথায় চেতনা লোপ পেতে চাইল। কিন্তু সেদিকে দেখার সময় নেই ওর। আর দু'পা এগোলেই কানিঙ লিসার পেছনে চলে আসবে, ল্যুকের গুলি করার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। সমস্ত মনোযোগ এক করে ট্রিগার টিপল ও। সাথে সাথে অপার্থিব এক চিৎকার করে দু'হাত শূন্যে তুলে পোর্চে আছড়ে পড়ল লোকটা। ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে পরমুহূর্তে গড়িয়ে পড়ল আবার। নিশ্চল হয়ে গেল।

সেদিকে একবারও না তাকিয়ে ছুটে এসে ল্যুকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল লিসা। কিন্তু ওর শার্টের আস্তিন রক্তে ভেজা দেখে ফুঁপিয়ে উঠল। 'বেশি লেগেছে, ল্যুক?'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করল ও। 'আঁচড় লেগেছে বোধহয়।'

ততক্ষণে ওপর থেকে নেমে এসেছে জন হপকিন্স। কানিঙের দেহ টপকে এদিকে দৌড়ে আসছে। ট্রুপাররাও পৌঁছে গেছে, দু'পাশ থেকে ল্যুককে ধরে ফেলল ওরা, অস্ত্র কেড়ে নিল। লিসাকে সরিয়ে ওকে কমান্ডারের অফিসে নিয়ে যেতে চাইলে বাধা দিল জন হপকিন্স। 'আগে ওর ক্ষত পরীক্ষা করে ব্যান্ডেজ করার ব্যবস্থা করো; তারপর নিয়ে যেয়ো। দরকার হলে মেজরকে এখানে আসতে বলো গিয়ে।'

এরমধ্যে গুলির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে মেজরের অফিস থেকে ছুটে এল রেড আর টিনা। ভিড় ঠেলে সামনে এসে ল্যুককে দেখে আঁতকে উঠল দু'জনে। ক্লান্ত হাসি দিয়ে ওদেরকে অভয় দিতে চাইল ল্যুক। ওর ক্ষত পরীক্ষা করে দেখল রেড, আশ্বস্ত করতে সবাইকে জানাল আঘাত তেমন গুরুতর নয়। তবে রক্তপাত বন্ধ করতে দ্রুত ব্যান্ডেজ করা দরকার। জনের কথায় ট্রুপাররা ওকে সেলুনে নিয়ে এল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকা লিসাকে পেছন পেছন নিয়ে এল টিনা।

ল্যারি দরজা থেকে সরে এসে কোনার টেবিলটার পেছনে দাঁড়াল। সেখানে বসা কানিঙের দুই রাইডারের পিঠের দিকে অস্ত্র তাক্ করে রেখেছে সে। দেখতে দেখতে ভেতরে ঠাসাঠাসি অবস্থা হয়ে উঠল।

ল্যুকের বাম বাহুর ওপরদিকের খানিকটা চামড়া ছিঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে কানিঙের বুলেটটা। জায়গাটা ভাল করে পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করছে রেড, এই সময় কয়েকজন অফিসার সাথে নিয়ে ঢুকল মেজর পার্কার। দ্রুত সব শুনে নিয়ে ল্যুকের সামনে এসে দাঁড়াল সে। ওকে এক নজর দেখে নিয়ে ভারিক্কি চঙে বলল, 'তোমাকে গ্রেফতার করা হলো, পার্টিন। এবার আর তোমার পালানো হবে না, জেনে রেখো।'

কান্না থামিয়ে ফোঁস করে উঠল লিসা। 'কেন, ওকে গ্রেফতার করা হলো কেন, মেজর?'

মেয়েটিকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করল সে। 'তোমার মত একটা বাচ্চা মেয়ের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে নাকি, মিস?'

'তাহলে আমাকে বলো,' ঠেলেঠুলে সামনে এসে দাঁড়াল বিশালদেহী জেক হামফ্রে। 'আমার নিশ্চই অধিকার আছে জানতে চাওয়ার। বলো, মেজর. কি ওর অপরাধ?'

বিরক্ত হলো মেজর। 'আশ্চর্য! তোমরা সবাই দেখেছ লোকটা এইমাত্র একজনকে খুন করল; যার লাশ এখনও পোর্চে পড়ে আছে, তারপরও আমাকে বলতে হবে কি এর অপরাধ!'

'খুন নয়, মেজর, আমি জানি ও ন্যায়বিচার করেছে। বন্ধু হত্যার প্রমাণ সংগ্রহ করে ও এসেছিল হত্যাকারীকে ধরে আইনের হাতে তুলে দেবে বলে। আমি তার সাক্ষী আছি। কিন্তু বেন কানিঙ কখনও আইনের তোয়াক্কা করেনি। আজও সে প্রথম গুলি করে। সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো তুমি।'

অবাক হয়ে ল্যুকের দিকে তাকাল মেজর পার্কার। 'কি প্রমাণ জোগাড় করেছ তুমি?'

পকেট থেকে স্পারগুলো বের করে মেজরের দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। নিল সে ওগুলো, উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। ওদিকে ল্যুক ধীরে ধীরে খুলে বলল সব। লিসা, জন, রেড ও ল্যারি গাসের বলা সব কথা গড়গড় করে বলে যেতে লাগল। খানিকটা শুনে কানে হাত চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেজর, 'আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝলাম! বুঝলাম ও সত্যি বলছে। তারপরও হামফ্রের এক ট্রেইল হার্ডারকে খুন করার অপরাধে ওর মাথার ওপর পুরস্কারের ঘোষণা ঝুলছে,' ফোরম্যানের দিকে ফিরল সে। 'এবং তুমি আর কানিঙ মিলেই তো পুরস্কারের অঙ্কটা বাড়ানোর ব্যবস্থা করেছ!'

রেডকে কাছে ডেকে নিল ল্যারি। লোক দুটোকে ধরে রাখতে বলে মেজরের উদ্দেশে বলল, 'আমি দু'মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে তোমার কথার জবাব দেব, মেজর!' কেউ কিছু বলতে পারার আগে দ্রুত দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল সে।

দু'মিনিট যেতে না যেতে রক্তাক্ত, বিধ্বস্ত আলফকে ঠেলে ধাক্কিয়ে এনে মেজরের সামনে দাঁড় করাল সে। কঠিন গলায় বলল, 'আলফ! স্ট্যাম্পেডিঙের সময় হামফ্রের লোকটাকে কে গুলি করেছিল? ঠিকমত বলো, নইলে যা দিয়েছি, তারচেয়ে আরও

কয়েকগুণ দেব।'

'আমি,' ঢোল হয়ে ফুলে যাওয়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোনমতে উচ্চারণ করল ছোকরা। 'এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না।'

'এবং সে জন্য আমি ওকে তাড়িয়েও দিয়েছি,' ক্ষোভের সাথে বলল ল্যুক।

ওর দিকে ফিরে আন্তরিকভাবে বলল ফোরম্যান, 'আসলে আমার কিন্তু একবারও মনে হয়নি অমন জঘন্য কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব।' মেজরের দিকে ফিরে বলল, 'আর কি, মেজর?'

রাগে ঝাঁঝাল হয়ে উঠল তার গলা, 'আমার কাছে নালিশ এসেছে, একরাতে পার্টিন আক্রমণ করে বেন কানিঙের তিন রাইডারকে খুন করেছে!'

কানিঙের দুই পাঞ্চারের পাছায় কষে লাথি লাগাল রেড ফ্রস্ট। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওরা মেজরের পায়ের কাছে গিয়ে। 'ভদ্দরলোকের মত নিজেরা সব বলবে, না হুইস্কি পেডলিঙের কথা ফাঁস করে দেব?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'তোমাদের সব গোপন ভাণ্ডারের খবর আমার জানা আছে।'

উপায় নেই দেখে পাঞ্চারদের একজন অবশেষে মুখ খুলতে বাধ্য হলো। 'আসল ঘটনা সম্পূর্ণ উল্টো,' বলল সে। 'কানিঙেই হামলা করেছিল লোকজন নিয়ে। আমিও ছিলাম তার দলে।'

হাঁ হয়ে গেল মেজর। অবাক চোখে অফিসারদের দিকে তাকাল সে। তারাও বোবার মত একইভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

এবার শান্ত গলায় বলল ল্যুক পার্টিন, 'লিস্টে আর কি কি আছে, বলে ফেলো, মেজর।'

'সৈন্যদের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া,' মিনমিনে গলায় বলল সে।

'থান্ডার বুল করেছে কাজটা,' টিনা বলে উঠল পেছন থেকে।

'তার সাথে বোঝো গিয়ে। সে ব্যাপারে ওর কোন হাত ছিল না।'

এক ক্যাপ্টেন বলে উঠল, 'ওকে প্রথম কিন্তু হুইস্কি পেডলিঙের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল, মেজর। আমরা হাতেনাতে প্রমাণসহ ধরেছিলাম ওকে।'

'ওই কেসটা আমিই সাজিয়েছিলাম,' কাঁচুমাচু করে বলল হামফ্রে। 'কানিঙের এক গোপন ভাণ্ডার থেকে হুইস্কির বোতলগুলো চুরি করে এনে ল্যুক পার্টিনের রেঞ্জে লুকিয়ে রেখেছিলাম।'

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মেজর পার্কার। 'পার্টিন রিজার্ভেশনে পা রাখার পর থেকে বাধাবাধি করে চলেছ, আবার ওকে মুক্ত করতে তোমারই দেখছি বেশি আগ্রহ। কি ব্যাপার, হামফ্রে?'

হাসল ফোরম্যান। 'তখন ওর সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল এখন তা পাল্টে গেছে। এখন ওকে আমি প্রতিবেশী হিসাবে পেতে চাই।'

'তারপরও কিন্তু জেল ভেঙে পালিয়েছিল ও,' মনে করিয়ে দিল ক্যাপ্টেন।

'কিন্তু সে অভিযোগ তো মিথ্যা ছিল!' প্রতিবাদ জানাল ল্যুক।

আবার এগিয়ে এসে মেজরের মুখোমুখি দাঁড়াল লিসা। 'মেজর পার্কার, এই রিজার্ভেশনের সবচেয়ে বড় দুষ্কৃতকারী আজ চিরতরে উৎখাত হয়েছে। সব থেকে বড় হুইস্কি পেডলার, ইন্ডিয়ান বিদ্রোহের উসকানিদাতা, ট্রেইল থেকে গরু লুটকারী ইন্ডিয়ানদের মদদদাতার হাত থেকে আজ তুমি মুক্ত হলে। যে লোকটা নিজের অনেক ক্ষতি সয়েও তোমার এতবড় উপকার করল, তাকেই তুমি গ্রেফতার করে হাজতে পাঠাতে চাও? তোমার জায়গায় আমি হলে কখনোই তা পারতাম না। অবাক কাণ্ড! ইউ.এস. আর্মি এমন অবাস্তব কাজ করতে পারে, ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে আমার।'

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখল মেজর। তারপর নরম গলায় বলল, 'যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে

পারি না, মিস হপকিন্স। তোমাদের সবার কথায় এতক্ষণ আমি তাই খুঁজছিলাম।' ল্যুকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি মুক্ত, পার্টিন। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ তোমাকে।'

তার হাত ধরল ল্যুক। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল ওর ক্লান্ত মুখে। মেজরকে পাল্টা ধন্যবাদ জানাবে, তার আগেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল এক ক্যাভালরি অফিসার। স্যালুট করে জানাল, 'বিদ্রোহের সব নেতা এখন কোয়ার্টার গার্ডে, মেজর। ইন্ডিয়ান ক্যাম্প থেকে মেজর হার্ডিঙ নিরাপদে ফিরে এসেছে।'

'বিপদ কেটে গেছে?'

মৃদু হাসির আভাস ফুটল অফিসারের মুখে। 'ঠিক বলতে পারব না, স্যার। তবে ইন্ডিয়ান ড্রামের শব্দ বেশ কিছুক্ষণ হয় থেমে গেছে।'

অভিভূতের মত রেড ফ্রস্টের দিকে এগিয়ে এল মেজর। 'তুমি আর্মিম্যান হলে ভাল হত, ফ্রস্ট। তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেয়ার একটা সুযোগ পেতাম তাহলে। অভিনন্দন।'

হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'এই মুহূর্তে তোমার ওপর থেকে সব বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার করা হলো। ইচ্ছামত গ্যারিসনের সব জায়গায় যেতে-আসতে পারবে তুমি। আর আমি যতদিন কম্যান্ডে আছি, তুমি আমাদের অফিসার্স মেসে সবসময় আমন্ত্রিত।'

টিনার দিকে ফিরল সে। 'তোমাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস। তোমার সাহায্য ছাড়া বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হত না। তুমি আর রেড ফ্রস্ট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো।'

অ্যাবাউট টার্ন করে অফিসের পথ ধরল মেজর পার্কার। তার পেছন পেছন চলল অন্য অফিসার ও ট্রুপাররা। আর্মি ডোম কানিঙের মৃতদেহটাকে নিয়ে চলল।

দর্শকদের ভিড়ও কমে আসছে ধীরে ধীরে। রেডের হাত ধরল

টিনা। হাসিমুখে বলল, 'আজ নিশ্চই জোর আত্মা তৃপ্তি পাবে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। ল্যুক পার্টিনের মত বন্ধু যার থাকে সে মরেও অমর।'

'রেড ফ্রস্টের মত বন্ধু থাকাও ভাগ্যের ব্যাপার।' ওর বাহু জড়িয়ে ধরল টিনা। ঘনিষ্ঠভাবে হেঁটে বেরিয়ে গেল ওরা দু'জন।

লিসাকে বলল জন, 'তুমি ল্যুককে নিয়ে ওপরে যাও। আমি আসছি একটু পর।' হামফ্রে আর ল্যারিকে নিয়ে পান করতে বসে পড়ল সে।

বাইরে বেরিয়ে এল ওরা দু'জন। সিঁড়ির দিকে এগোল। কয়েক পা গিয়ে গলা পরিষ্কার করে লিসার দিকে ফিরল ল্যুক। 'আজও তুমি আমাকে বিপদে ফেলে দিচ্ছিলে।'

'ফেলবই তো। যতদিন তুমি আমার কথা না শুনবে, ততদিন তোমার কথাও শুনব না আমি।'

'কি কথা?'

'জানো না তুমি?'

দাঁড়িয়ে পড়ল ল্যুক। ওর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে গভীর আবেগে বলল, 'জানি।'

'তাহলে?'

'তাহলে...' দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে গেল ও লিসাকে। ক্ষতে টান পড়ায় ব্যথা করে উঠল ওর। 'উহ্!'

'কি হলো, ব্যথা পেলে, ল্যুক?'

সামলে নিল যুবক। 'হ্যাঁ। তোমার প্রেমের শর বিঁধেছে এখানে,' বুকের মাঝখানটা দেখাল ও। একসাথে হেসে উঠল দু'জনে।

***